প্রশংসা পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত "জীবন রক্ষা" আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাতে অনেক হিতকর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ দেশে যৌবনে এবং যৌবনের প্রারম্ভে বালকেরা জননেন্দ্রিয়ের অযথা চালনা করিয়া শরীর ক্ষয় করে এবং চিরকালের জন্য অসুখী হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগেন্দ্র বাবু সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহাঁর "জীবনরক্ষা" অনেক যুবকের জীবন রক্ষা করিবে অনায়াসে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক যে কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। "জীবনরক্ষা"ও সেই পুস্তক গুলির সহচর হইয়া এদেশীয়দিগের কল্যাণসাধনে সহায়তা করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সাল।

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

কলিকাতাস্থ নিউইণ্ডিয়ান স্কুলের

হেড মাষ্টার এবং ভূতপূর্ব্ব নববিভাকর সম্পাদক।

যে কথাগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে কথাগুলি না জানিলে, অথবা জানিয়া শুনিয়া অবহেলা করিলে মানুষকে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইতে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে সেই কথা গুলি লিখিত হইয়াছে। বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-কর্ত্তারা তাঁহার উত্থাপিত বিষয়ে যে সমস্ত শাসন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কালবশে পুরা-

কালীন মুনিঋষিগণ পূর্ব্বগৌরবচ্যুত হইয়াছেন, নব্য সম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, ঋষিবচনে কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করেন না, ইহাঁদিগের হৃদ্বোধের নিমিত্ত ইংরাজ ডাক্তারগণের মত উদ্ধৃত করিতে পারিলে নব্য সমাজে পুস্তকখানির অধিক আদর হইত। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু পাঠ করিলে মহৎ কল্যাণ সাধন করিবে।

কলিকাতা,
২রা জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৯৪।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
(পদ্যপাঠ প্রভৃতি প্রণেতা)

অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় শ্লীলই হউক আর অশ্লীলই হউক, জানা চাই। কেবল সহজাত সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্য সকল কার্য্য করিতে পারে না। স্বাস্থ্য ও আয়ু রক্ষা করিতে হইলে অনেক স্থলে সহজাত সংস্কারের দমনই আবশ্যক। মনুষ্যজাতির একটী প্রবল সহজাত প্রবৃত্তির অনিয়মিত ব্যবহারে কি ফলোদয় হয় ও কি প্রকারেই বা তাহা নিবারিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে সুশ্রুতাদি নানা আর্য্যশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তা অবলম্বন করিলে এই গ্রন্থখানির ব্যবহারোপযোগিতা অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইত। ভরসা করি অভিনব সংস্করণ আবশ্যক হইলে গ্রন্থকার এই ত্রুটি পরিপূর্ণ করিবেন।

শিবপুর
৫ই জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৯৪।

শ্রীকিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
বি, এ, বি, এল।
(দাতব্য মূল ভারতের ইংরাজি অনুবাদক।)

শ্রীগণেশায় নমঃ।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে।
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥"

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্নিঘ্নতা কিন্ন হতং রক্ষতা কিন্ন রক্ষিতম্ ॥

জীবন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের হেতু। এই জীবনকে যিনি নষ্ট করেন তাঁহার কি না নষ্ট করা হয়। আর যিনি এই জীবনকে রক্ষা করেন তাঁহার কি না রক্ষা করা হয়।

রোগশূন্য ব্যক্তিরাই চতুর্ব্বর্গের অধিকারী হন। যথা—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ ॥ সুশ্রুতঃ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল লাভের প্রধান উপায় আরোগ্য। রোগ সেই আরোগ্যকে নষ্ট করে এবং তাহাতে মঙ্গল ও প্রাণপর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে।

দেহীদিগের আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফলই

রোগ। অতএব যাহাতে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করাই বিধেয়।

মহামতি মনুপ্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্রকারদিগের প্রদর্শিত পথের অন্যথাচরণ করিলেই ধাতু বিকৃত হয়, ধাতু বিকার হইলেই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি স্বাস্থ্যসুখ ইচ্ছা করেন তবে ঐ পথ আশ্রয় করুন। নচেৎ অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইবে।

ধাতু ও ধাতু শব্দের ব্যুৎপত্তি।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যৎ নৃণাম্।
রসাসৃঙ্ মাংসমেদোঽস্থি মজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥ সু

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে; কারণ উহারা স্বয়ং দেহে অবস্থান পূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

রস।

সম্যক্ পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ॥ সু

ভুক্ত বস্তু সম্যক্‌রূপ পরিপক্ব হইলে তাহার সারকে রস কহে।

রক্ত।

যদা রসো যকৃদ্‌যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ॥ সু

যখন রস যকৃতে গমন করিয়া রঞ্জক নামক পিত্ত হইতে রাগ ও পাক প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে রক্ত কহা যায়।

মাংস।

শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্কং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্‌॥ সু

স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক শোণিত বায়ুদ্বারা ঘনীভূত হইলে, মাংসরূপে পরিণত হয়।

মেদ।

যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্কং তন্মেদ ইতি কথ্যতে॥ সু

মাংস স্বীয় অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইলে, মেদ রূপে পরিণত হয়।

অস্থি।

মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্কং বায়ুনা যাতি শোষতাম্‌।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে সসারং সর্ব্ববিগ্রহে॥ সু

মেদ স্বাভাবিক অগ্নিতে পক্ক ও সারবিশিষ্ট হইয়া বায়ু দ্বারা শোষিত হইলে উহা সর্ব্ব শরীরে অস্থিরূপে পরিণত হয়।

মজ্জা।

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ।
যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে। সু

অস্থি স্বকীয অগ্নি দ্বারা পক্ক হইলে, উহাতে এক প্রকার ঘন সার দ্রব পদার্থ জন্মে; ঐ পদার্থ স্বেদবৎ পৃথক্ হইয়া মজ্জারূপে পরিণত হয়।

শুক্রের উৎপত্তি।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥ সু

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয।

স্থূলভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং,
স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি॥ সু

এক মাসের মধ্যে রসের স্থূলভাগ হইতে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব ও শুক্র উৎপন্ন হয়।

যোষিতোঽপি স্রবত্যেব শুক্রং পুংসঃ সমাগমে॥ সু

পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে স্ত্রী-

দিগেরও শুক্রস্রাব হয়। এই উভয় প্রকার শুক্রই জীবসৃষ্টির প্রধান কারণ। ইহা যে কেবল চেতনপ্রধান সৃষ্টিতেই দেখা যায় এরূপ নহে। পরন্তু উদ্ভিদাদিতেও ঐরূপ। উদ্ভিদদিগের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ আছে ও উহাদিগের জন্মেও সেই স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম আবশ্যক হয়। ঋতুকাল ব্যতিরেকে স্ত্রীগর্ভে শুক্রের সঞ্চার ফলোৎপাদক হয় না। ইহা মনে করিলে কত শুক্রের অপব্যয় হইয়া থাকে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।

শুক্রের স্বরূপনির্ণয়।

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥ সু

শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক; উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্দেহে তত্র বিশেষতঃ।
বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥ সু

জীব যদিও সমস্ত দেহে অবস্থিতি করে, তথাপি বীর্য্য, রক্ত ও মল উহার বিশেষ আধার

সুতরাং বীর্য্যাদি ক্ষীণ হইলে জীবেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।

গর্ভসঞ্জনন শুক্রের লক্ষণ

স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভঞ্চতৎ॥ সু

গর্ভোৎপাদক শুক্র স্ফটিকাভ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুগন্ধি। কেহ কেহ তৈল বা মধু-বৎ শুক্রকে গর্ভোৎপাদক বলিয়া থাকেন।

গর্ভগ্রহণযোগ্য আর্ত্তবের লক্ষণ।

শশাসৃক্‌প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্‌।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥ সু

যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্ত বা লাক্ষা-রসের ন্যায় এবং যাহার দাগ কাপড়ে লাগিলে ধৌতমাত্রেই উঠিয়া যায়, অর্থাৎ বিকৃত রক্তের ন্যায় কস্‌ লাগে না; সেই আর্ত্তবই গর্ভগ্রহণ-যোগ্য।

ওজঃ।

ওজস্তু তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্‌।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্‌॥ বাগভট্ট

শুক্রপর্য্যন্ত ধাতু সকলের প্রধান তেজকে ওজঃ

কহে। হৃদয় উহার বিশেষ আধার হইলেও উহা সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং শরীররক্ষার প্রধান সাধন।

এই ওজঃ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি, ও বলোদয় হয়। উহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং উহার নাশেই জীবনের নাশ হইয়া থাকে। ওজঃপ্রভাবে শরীরে উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টা এত ভাবের উদয় হয়।

বৈজ্ঞানিক বাল্যকাল।

মনুষ্য মোটামোটী ১০০ একশত বৎসর বাঁচে। জীবনের ১/৫ অংশ অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মানবদেহ কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য ২০।২৫ বৎসরে বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

যৌবন নির্ণয়।

পুরুষসম্বন্ধে যথা—

আষোড়শাদ্ভবেদ্ বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।

স্ত্রীসম্বন্ধে যথা—

বালেতি গীযতে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।
ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি ॥

এই দুই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে যে, পুরুষ কি স্ত্রী ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিলেই যৌবন-পদবীতে আরূঢ় হন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ১৪।১৫ বৎসরে পুরুষের যৌবন এবং ১৩।১৪ বৎসরে স্ত্রীর যৌবন উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পুরুষের ১৬।১৭ বৎসরে স্ত্রীর ১৩।১৪ বৎসরে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ হয়। ফলতঃ গঠন পূর্ণ হইলেও উহা সুদৃঢ় ও নিজ নিজ কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে কদাচ সক্ষম হয় না। যেমন একটী মাটির হাঁড়ি দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহা দেখিতে ঠিক কার্য্যোপযোগী বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে জল রাখিলে বা হাঁড়ির অন্যান্য কার্য্য করিলে অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ দেখা গেলেও তাহা অদগ্ধ হাঁড়ির ন্যায় নিজকার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকে। বস্তুতঃ ২২।২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে

বিবাহ করা বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়সেবন করা প্রকৃতির অনুমোদিত নহে।

অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয়সেবনের ফল।

বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় সেবন আরম্ভ করিলে বিশেষতঃ অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন করিলে দেহ চিরকালের জন্য অসংপূর্ণ হইয়া থাকে; অকাল বার্দ্ধক্য বা জরা উপস্থিত হয় এবং জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয় সেবনের অভাবে স্ত্রীপুরুষের কোন প্রকার অনিষ্ট বা ব্যাধি উৎপন্ন হইবার কি জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি ইন্দ্রিয়সেবন রহিত করিলে কোন প্রকার পীড়া হইত তাহা হইলে শাস্ত্র কর্ত্তারা এরূপ বিধি করিতেন না। যথা—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ পরাসং।

যে নারী স্বামীর মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন তিনি মৃত্যুর পর তাদৃশ ব্রহ্মচারী পুরুষের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

আত্মবিকৃতি।

অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয় সেবন করিলে ধ্বজ-ভঙ্গ, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, শুক্রমেহ ও বন্ধ্যাতা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। অতিরতি, অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয় সেবন ও আত্মবিকৃতি (হস্তমৈথুন) নিবন্ধন জননেন্দ্রিয় এরূপ অস্বা-ভাবিক রূপে নিয়ত উত্তেজিত বা উত্তেজনা-প্রবণ থাকে যে, অতি সামান্য কারণেই শুক্র-পাত হয়। আর এ প্রকার ব্যক্তি সঙ্গমেচ্ছা বা নারীজাতি দর্শন মাত্র অধীর হইয়া উঠে। মস্তিষ্ক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত যে স্নায়ুরজ্জু সকল লম্বিত আছে, হস্তমৈথুনে উক্ত স্নায়ু-মূলদ্বয়ের ক্রিয়ার অত্যধিক উত্তেজনা হয় ও অতিক্রিয়ায় উহারা বিকৃত হইলে পরিশেষে সঙ্গমসুখানুভব ব্যতীত অত্যাচারীর অজ্ঞাত-সারেই শুক্রপাত হইয়া থাকে। আর এই সকল ব্যক্তির কোন কারণে হস্তমৈথুন ইচ্ছার ছায়া মাত্র মনমধ্যে উদিত হইলে মস্তিষ্ক তাহাকে দমন করিতে পারে না।

এই জন্যই হস্ত মৈথুন পাপে পাপী ব্যক্তির উক্ত দুষ্কিয়া নিবারণ করা বিবেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত ক্রিয়া ঘন ঘন সাধিত হইতে থাকে এবং এই জন্যই এত সর্ব্বনাশ হয়। আজ কালের ছেলেরা বিশেষতঃ যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠ করে, পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকের নিকট তাহাদিগকে ক্ষুদ্র নবাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে আবার আজকাল দশ দিক কুদৃষ্টান্তে পূর্ণ; সুতরাং হালভগ্ন নৌকার ন্যায় তরঙ্গের স্রোতে যে দিকে পায় ভাসিতে থাকে। বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই বালকদিগের অবনতির কারণ। ইহাতেই আত্মবিকৃতি পাপ বালক দিগের হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে আত্মবিকৃতি একটি অত্যন্ত প্রবল সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুষ্প্রবৃত্তি-কার্য্য বিষময় পরিণামের কথা সতত স্মরণ করিয়া এই কুপ্রবৃত্তি একেবারে পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আত্মবিকৃতি মহাপাপ। যথা—

গৃহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাদ্রেতসঃ সেচনং ভুবি।
সহস্রন্তু জপেদ্দেব্যাঃ প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ॥ পবা-সং।

যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সহস্র বার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিলে তিনি আত্মবিকৃতিপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

আত্মবিকৃতি পাপের পরিণাম।

"আত্মবিকৃতি পাপের অনুষ্ঠান প্রায়ই অপ্রাপ্ত বয়সে আরম্ভ হয়, ঐকালে জননেন্দ্রিয়অবিকাশিত বা অর্দ্ধবিকাশিত থাকে। দেহ নিতান্ত কাঁচা থাকে আবার এই পাপে ইন্দ্রিয় জনিত সুখানুভব একটু নূতন রকমের বোধহওয়াতে ইহা অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এই অসদুপায়ে অধিক বার হস্তমৈথুন কার্য্যে অনেকে ব্রতী হয়। এবং তজ্জন্য অধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয়ও হইয়া থাকে। একে ইন্দ্রিয় ও দেহ কাঁচা, তাহাতে অস্বাভাবিক উপায়ে দেহের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি

পরিচালিত হইবার জন্য দৈহিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে ব্যয়িত হয়। দেহের গঠন পূর্ণ ও দৃঢ়ী-ভূত হইলে পর দেহপোষণের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত উপকরণ শুক্র-উৎপাদনকার্য্যে ব্যয়িত হইলেও তাদৃশ অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বাল্যকালে যখন দেহপোষণ ব্যতীত রক্তের অধিকাংশ দেহগঠন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তৎকালে শুক্র উৎপাদনাদিতে ঐ অংশের অপব্যয় করিলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে শুক্রপাত যত অধিক হয় দেহের বল-ক্ষয়ও তত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে।

আত্মবিকৃতিপাপে পাপী হইলে, ইন্দ্রিয়-শিথিলতা, অকালবার্দ্ধক্য অর্থাৎ মাংস সকল লোল, শিরাসকল সর্ব্বগাত্রে উত্থিত ও চক্ষু কোটরগত হওয়া, দর্শনশক্তির লোপ, চক্ষু ও দেহের জ্যোতিহীনতা এবং মৃগী, উন্মাদ, যক্ষ্মা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি বহুবিধ কঠিন রোগ এই পাপের নিশ্চিত পরিণাম।

বিবাহ সম্বন্ধীয় বিষয়।

নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। নিজের

রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাদি সংস্থান এবং গর্ব্ভা-বস্থায় ও শৈশবাবস্থায় সন্তানাদির লালন পালন কালে, তাহারা পুরুষের সাহায্যে যতদূর নিরাপদ হয়, নিরাশ্রয় অবস্থায় সেরূপ সম্ভবে না। যদি যদৃচ্ছাসহবাস-প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে কাহার দ্বারা কখন গর্ব্ভসঞ্চার হইল নিশ্চয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এ ভিন্ন, যে দ্রব্য সাধারণের তাহার প্রতি তৎসম্পর্কীয় বহু ব্যক্তির তাদৃশ যত্ন থাকে না; এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্ত্রীদিগের বিবাহ-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাই তাহাদের প্রধান সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

বৈবাহিকবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ মনু

বিবাহসংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামে বৈদিক সংস্কার; তাহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস; গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোম রূপ অগ্নি-সেবা জানিবে।

বহুদর্শী ব্যক্তিরা বলেন যে, অবিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়।

যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে আয়ুঃক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়, তখন মানব মাত্রেরই গৃহী হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যাজ্ঞবল্ক্য।

গৃহ গৃহ নহে। গৃহিণী অর্থাৎ স্ত্রীই গৃহ। সুতরাং দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে গৃহী হইতে পারা যায় না।

বিবাহে বরকন্যার বয়সনির্ণয়।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু।

যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর সে দ্বাদশ বৎসর-বয়স্কা মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবেক। অথবা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর সে আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবেক। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের বিলোপ আশঙ্কায় সত্বর এই নিয়ম প্রতি-পালন করা বিধেয়।

কিন্তু বয়সের ইহাই যে নিয়ম করা হইল তাহা নহে, উহা দ্বারা বিবাহের যোগ্য কাল মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। পাত্রের বয়সের তিন

ভাগের একভাগ কন্যার বয়স হওয়া আবশ্যক, ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম।

মহাভারত

ষোড়শ বৎসবের কন্যা ঋতুমতী না হইলে, ত্রিংশৎ বৎসরের পাত্রকেও সম্প্রদান করা যাইতে পারে।

গৌর্য্যাদি কথন।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌবী নববর্ষা তু বোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত উর্দ্ধং রজস্বলা॥
সংপ্রাপ্তে দশমে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নবকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

এই নিয়মে যত্নশীল হইয়া কন্যা দান করা কর্ত্তব্য। অন্যথা বিপরীত ফলভাগী অর্থাৎ নিরয়গামী হইতে হয়।

মহামতি অঙ্গিরা বলেন যে, কন্যা দ্বাদশ বৎসরে উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি সেই কন্যা দান না করে, সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং

কন্যার রজোরক্ত তাহার পিতৃলোক পান করে।

যে ব্যক্তি এই প্রকার কন্যা বিবাহ করে সে পতিত হয়। এই কন্যার সহিত এক রাত্রি সহবাস করিলে পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে হয়। এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজন ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে জপ করিতে হইবে। কিন্তু—

সুপাত্র অভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যা পাত্রস্থ করিতে কালাতিপাত হইলেও দোষী হইতে হয় না। যথা—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু॥

ঋতুমতী কন্যা বরং মরণকাল পর্য্যন্ত পিতৃ-গৃহে থাকিবেক' তথাপি তাহাকে গুণহীন পাত্রে কখনই সম্প্রদান করিবেক না॥

বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

প্রাণী মাত্রেরই দেহে তাড়িত নামে এক পদার্থ আছে। এই তাড়িত শরীরী জীবের

প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়। ইহার একটী আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, যখন দুইটি প্রাণী নিকট-বর্ত্তী হয়, তখন ঐ তাড়িত সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া উভয় শরীরে সমান ভাগে থাকিতে চেষ্টা করে। যাহার শরীরে অল্প তাড়িত থাকে, সে অন্য শরীর হইতে সেই পরিমাণ তাড়িত গ্রহণ করিয়া আপনি তাহাব সমান হয়। সঙ্গমা-দিতে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন কিন্তু পরক্ষণেই পুরুষ বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীর শরীর হইতে সবল তাড়িত গ্রহণ করিয়া নিজে সবল হইয়া উঠেন। মহামতি মনু এই জন্যেই বয়ঃকনিষ্ঠা নারীর পাণিগ্রহণেব নিয়ম করি-য়াছেন।

বিবাহসম্বন্ধে এই বক্ষ্যমাণ দশকুল ত্যাগ করিতে হইবে। যথা—

হীনক্রিয়ং নিস্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠি-কুলানি চ॥ মনু।

জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার-বিহীন, কেবল কন্যা মাত্রের জনক অর্থাৎ যে কুলে কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন রহিত, সকলেই বহুল

রোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্রি, অর্থাৎ শ্বেতকুষ্ঠী অথবা বিবিধ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবেক না। ইহাতে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎরোগে আক্রান্ত হয়।

কোন্ কোন্ কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে প্রশস্ত নহে। যথা—

যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির রোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই; যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন এবং নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প এবং দাস ইহা-দিগের নামে যে স্ত্রীর নাম, তাহাকে অথবা যাহার অতি ভয়ানক নাম তাহাকেও বিবাহ করিবে না।

কোন কোন কন্যা বিবাহে প্রশস্ত। যথা-

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥ মনু।

যে কন্যা অঙ্গহীনা নয়, যাহার নাম অতিসুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস ও মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

গর্ভোৎপত্তি ক্রম।

গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী। সু

রজস্বলা নারীই গর্ভোৎপত্তির আধার। তজ্জন্য প্রথমে রজস্বলার লক্ষণ কহিতেছি।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমা-পঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥ সু

দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ভগদ্বার হইতে প্রতি মাসে স্বভাবতঃ রজোনিঃসরণ হয়। ঋতুক্ষরণ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভগ্রহণের প্রশস্ত কাল।

ঋতুমতী নিম্ন লিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

ঋতুমতীর রোদনে গর্ভ বিকৃতলোচন

হয় ; নখচ্ছেদনে কুনখী ; তৈলাভ্যঙ্গে কুষ্ঠী ; সুগন্ধলেপনে বা স্নানে দুঃখী ; কজ্জলধারণে দৃষ্টিশূন্য ; দিবাস্বপনে নিদ্রালু ; দ্রুতগমনে চঞ্চল ও অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে নিশ্চয় বধির হয়। হাস্যদ্বারা তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হয় অনেক কথা কহিলে গর্ভস্থ জীব প্রলাপী হয় এবং পরিশ্রম করিলে উন্মত্ত হয়। ভূমিখননে স্খলিত হয় এবং বায়ুসেবনেও উন্মত্ত হয়। অতএব সর্ব্বথা এই গুলি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

রজস্বলাকৃত্য

পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নবমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্॥স্থু

রজস্বলা নারী ঋতু স্নান করিয়া প্রথমে যে-রূপ মনুষ্যকে দেখে তদ্রূপ পুত্র জন্মায়। তজ্জন্য অগ্রে পতিকে বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিবে। পতি নিকটে না থাকিলে পুত্র-কেও দেখিবে।

ভর্ত্তৃকৃর্ত্য।

আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিযম্।
দ্বিতীয়েঽপি দিনে বর্ত্যে ত্যজেদৃতুমতীং তথা॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্ব্বিকলাঙ্গকঃ॥ সু

আয়ুঃক্ষয় হইবার ভয়ে ভর্ত্তা রজস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিন পরিত্যাগ করিবে। দ্বিতীয় দিবসেও তাহার সহিত রতিক্রিয়া ত্যাগ করিবে, কারণ উক্ত দিবসে গর্ভ জন্মাইলে রক্ষা পায় না। তৃতীয় দিবসে আহিত গর্ভে সন্তান জন্মিলে অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হয়।

রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলঞ্চক্ষু-বায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে। মনু॥

যে ব্যক্তি আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাহার বুদ্ধি, দৃষ্টি, বল, আয়ুঃ ও তেজের হানি হয়।

নারীজাতি ঋতুমতী হইবার কালে তাহাদের দেহের ভাবান্তর হয়; জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি উত্তেজিত হয়; এই সময় ইন্দ্রিয় সেবন করিলে শোণিতপূর্ণতা ও শিথিলতা

নিবন্ধন জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদাহ, উদরগহ্বরে রক্তসংযত ও জননেন্দ্রিয়ের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া রজঃ লোপ, কষ্টরজঃ বা রজোধিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে।

রজস্বলা স্ত্রীতে সহবাস করিলে প্রমেহবৎ মূত্রমার্গ-প্রদাহ ও পুরুষাঙ্গে ক্ষত হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রকর্ত্তারা ঋতুমতীকে স্পর্শ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী পুংসাং যথা বর্জ্জ্যা তথাঙ্গনা॥ উদ্বাহ

রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিবসে চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী হয়। তজ্জন্য পুরুষ উক্ত তিন দিবস স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবেক।

রজস্বলার চতুর্থ দিবসেও আর্ত্তবের হ্রাস না হইলে তাহার সহিত সহবাস করিবেক না।

চতুর্থ্যাং রাত্রৌ যদ্গর্ভাধানমুক্তং তদ্রজোনিবৃত্তৌ বোদ্ধব্যম্।
রঘুনন্দন।

হারীতবচনে চতুর্থ দিবসে যে গর্ভাধানের

উল্লেখ আছে,তাহা রজোনিবৃত্তি হইলে, বুঝিতে হইবে।

রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥ মনু

রজস্বলা স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইলে সে স্নান করিয়া গর্ভাধানাদি কর্ম্মের যোগ্যা হইবে।

দেহ রক্ষার জন্য মৈথুনের আবশ্যকতা।

শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।
অব্যবায়াৎস্নেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥ সু

মনুষ্যের শরীরে নিত্য মৈথুন ইচ্ছা জন্মে। মৈথুন না করিলে স্নেহ ও মেদ বর্দ্ধিত এবং শরীর শিথিল হয়।

নিত্য মৈথুন না করিলে যে, দেহের অনিষ্ট হয় এমন নহে বরং নিত্য মৈথুনে দেহ ক্ষয়ই হইয়া থাকে। শুক্র অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে মলমূত্র ত্যাগের বেগে মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিনিয়তই সম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য অতি দীর্ঘ কাল এমন কি আজীবন ইন্দ্রিয়সেবন না করিলেও বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যায় না। যদি

কেহ বলেন যে, মৈথুনে বিরত হইলে স্বপ্নদোষ হইবার অধিক সম্ভাবনা,তবে ইহা তাঁহার ভ্রম কুচিন্তাই এই রোগের প্রধান কারণরূপে অভি-হিত হইতে পারে।

"পরিমিতাচারীর স্বপ্নদোষ হইলে দেহ অস্বচ্ছন্দ হয় না, বরং তিনি নিজের দেহ স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। দৈহিক গ্লানি দূর হইয়া যায় এবং বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। সচ্চরিত্র, মিতা-চারী, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির যত অধিক স্বপ্নদোষ হওয়া সম্ভব বলিয়া সাধারণতঃ বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ হয় না, সবল ব্যক্তি কয়েক মাস পর্য্যন্ত একেবারে সঙ্গম হইতে বিরত থাকি-লেও তাহার স্বপ্নদোষ হয় না। যদি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক পক্ষে বা প্রতি সপ্তাহে স্বপ্ন-দোষ হয় তাহাতেও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হইলে উহাতে ব্যাধি উৎপত্তির আশঙ্কা হইয়া থাকে।" "সাত রমণে এক স্বপনে" প্রভেদ নাই। অতএব এই রোগের মূল কারণ কুচিন্তাকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

নোপেয়াৎ পুরুষো নারীং সন্ধ্যয়োর্ন চ পর্ব্বসু।
গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রে চ তথা মধ্যদিনেঽপি চ॥ স্মৃ

সন্ধিকালে বা পঞ্চপর্ব্বে, গোসর্গে (প্রত্যূষে), অর্দ্ধরাত্রে বা মধ্যদিনে নারীতে উপগত হওয়া উচিত নহে।

আহারান্তে, শ্রাদ্ধবাসরে, রবিবারে বৈদিক কার্য্য ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্যের দিনে, এবং মহাগুরুনিপাতে এক বৎসর কাল মৈথুন নিষেধ আছে। মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পিতা মাতার মৃত্যু হইলে এক বৎসব কাল কালাশৌচ থাকে, ইহার মধ্যে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান পিণ্ডাধিকারী হয না; এ কারণ শাস্ত্রকর্ত্তারা মহাগুরুনিপাতে একবৎসর মৈথুন নিষেধ করিয়াছেন।

জ্যোতিষে জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনী এই কয় নক্ষত্রে স্ত্রী-সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ আছে।

ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমেয়াৎ প্রমদাং নরঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাদ্ব্রজেদ্বুধঃ॥ সুশ্রুত।

পণ্ডিতগণ সকল ঋতুতেই তিন দিন অন্তর,

কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতে একপক্ষ অন্তর স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবেন।

বর্ত্তমান সময়েব চিকিৎসকদিগের মত "মাসান্তে, পক্ষান্তে, সপ্তাহান্তে বা দিনান্তে ইন্দ্রিয় সেবন করা উচিত।" কিন্তু এ প্রকার নিয়ম করা যাইতে পারে না; কারণ মনুষ্য মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ধাতু প্রকৃতি ও শক্তি বিশিষ্ট; অভ্যাস দ্বারা অনেক বিষয়ের অনিষ্টকারিতা রূপান্তরিত হয়। অতএব যাহার যেরূপ অভ্যাস তাঁহার তাহাই স্বাস্থ্যপ্রদ।

কিন্তু চলিত কথায় মৈথুন সম্বন্ধে বলিযা থাকে,—

"মাসে এক বৎসরে বার।
এর যত কমা'তে পার॥"

এই সারগর্ভ মহামূল্য নীতিরত্নটি সযত্নে প্রতিপালন করা সর্ব্বথা বিধেয়। কারণ ইহাতে জগতের মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। ব্যাধিত (রোগী) ব্যক্তির মৈথুনে পীড়া, প্লীহা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥ মনু

পরদারার প্রতি অভিলাষ না করিয়া আপন ভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে। অজাত-পুত্র ব্যক্তি ঋতুকালীন অবশ্যই ভার্য্যাগমন করিবে, না করিলে পাপ জন্মে। পরন্তু ভার্য্যার প্রীতির জন্য ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে,তাহাতে পাপ জন্মে না। কিন্তু ঋতুকালেই হউক বা অন্য সময়েই হউক, অমা-বস্যাদি পর্ব্বে ভার্য্যাগমন করিবেক না।

স্নানং সশর্করং ক্ষীরং ভক্ষ্যমৈক্ষবসংস্কৃতম্।
বাতো মাংসরসঃ স্বপ্নো ব্যবায়ান্তে হিতা অমী॥ স্ব

স্নান, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধ,ঐক্ষবসংস্কৃত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন, মাংসরস এবং নিদ্রা, মৈথুনান্তে এই কয়টি হিতকর জানিবে।

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেত্তু বান্তে বা ক্ষুরকর্ম্মণি।
মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে॥ পরাশর

দুঃস্বপ্ন (স্বপ্নবিকার প্রভৃতি) দেখার পর, বমন করার পর,ক্ষৌরি হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিম্বা শ্মশানের চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে।

'আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।"

এই পাঁচ প্রকার স্নানের মধ্যে বারুণ অর্থাৎ অবগাহন স্নানই মৈথুনান্তে উৎকৃষ্ট।

বৃষলীফেনপীতস্য নিশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥ মনু

যে ব্যক্তি শূদ্রার অধররস পান, এক শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিঃশ্বাসগ্রহণ এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। শূদ্রা শব্দের প্রকৃত অর্থ শূদ্রের স্ত্রী কিংবা ব্যভিচারিণী।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ গীতা

বর্ণসঙ্কর জন্মিবার কারণীভূত দোষে দোষী কুলনাশক ব্যক্তিদিগের পুরুষানুক্রমে আচরিত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মও উচ্ছিন্ন হয়। হে জনার্দ্দন যাহাদিগের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মাদির উচ্ছেদ হয়, এমত মনুষ্য সকলের যে নিয়ত নরকে বাস হয় ইহা আমরা শ্রুত আছি, অর্থাৎ যে মনুষ্য পাপকর্ম্মেই রত থাকে অথচ

প্রায়শ্চিত্ত বা অনুশোচনা না করে, সেই অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপ জন্য তাহারা উৎকট নরকে গমন করে ইহা আমরা জ্ঞাত আছি।

তির্য্যগ্‌যোনাবযোনৌ বা দুষ্টযোনৌ তথৈব চ।
উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রসুখক্ষয়ঃ॥ আযুঃ

তির্য্যগ্‌যোনি (বক্র অথবা পশু পক্ষ্যাদির যোনি) ; অযোনি (জননশক্তিরহিত) বা দুষ্ট যোনিতে মৈথুন আচরণ করিলে উপদংশ (গরমি) রোগ জন্মে ; বায়ুর প্রকোপ এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হয়।

অতিমৈথুনে দুষ্ট যোনির উৎপত্তি হয়। বেশ্যামাত্রেই দুষ্টযোনিবিশিষ্ট। ইহাতে গমন করিলেই উপদংশ (গরমি) রোগ আক্রমণ করে। অনেকে এই রোগ গোপন করিবার জন্য স্বাস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পারা ব্যবহার করেন। ইহাতে পরিণামে আজীবন কাল শরীরটী ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠে। যদি চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বেশ্যাদিগের প্রতি ভ্রমেও কুদৃষ্টি করা উচিত নহে। যথা—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ চাণক্য

যিনি পরদারাকে মাতৃবৎ দেখেন, পর-দ্রব্যকে লোষ্টবৎ দেখেন এবং সকল প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। অতএব এই নীতি অবলম্বনই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং॥"

পুত্রের নিমিত্ত ভার্য্যাগ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাস্থ্যবিহীন ব্যক্তির বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ এরূপ ব্যক্তির স্ত্রীগমনে প্রায়ই সন্তান উৎপত্তি হয় না; অতিমৈথুনে শুক্র তরল ও শুক্রস্থিত গর্ভোৎপাদক কীট সকল মৃত কিম্বা একবারে কীটের অভাব হয়। এই নিমিত্ত এই শুক্রে গর্ভ হয় না। যদিও দূষিত শুক্রে গর্ভ হয়, তাহা স্রাব হইবার অধিক সম্ভাবনা। স্রাব না হইলে মৃত কিম্বা জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই জীবিত সন্তান কয়েক দিবস, কি কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও দুই একটী জীবিত থাকে, তাহারা বিকলাঙ্গ কিংবা দুর্ব্বল

হইবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে যে জীবের উৎপত্তি হইল,তাহাকেও আজীবন কাল স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে হইবে না। এরূপ ব্যক্তির জীবনে জগতের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গ-লের অধিক সম্ভাবনা। যদি জগৎকে পাপকলু-ষিত করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অতিমৈথুন ও দুষ্ট যোনিতে গমন করিতে ভ্রমেও ইচ্ছা কবিও না।

অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পবিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥পবা সং

পতিতা বা দুষ্ট নয় এমন ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবন কালে পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

দবিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ পবাসং

দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

অতএব কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আর্য্য-শাস্ত্রের অনুসরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে।
উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্তু সম্ভবঃ॥ সু

মৈথুনকালে মল বা মূত্রের বেগ ধারণ অথবা রেত ধারণ করিলে এবং উত্তান (চিত) হইয়া শয়ন করিলে শীঘ্র শুক্রাশ্মরী রোগ (পাতরী) জন্মে।

"অতএব হিতের জন্য ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, কদাচ ক্ষরণোন্মুখ শুক্রকে (স্বপ্ন বিকার প্রভৃতিতেও) মোহপ্রযুক্ত ধারণ করিবে না।

ধারণ করিলে এই শুক্র মূত্রাধারে গমন করে; ইহাতে এমন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে যে, যখনই মৈথুন দ্বারা মুষ্ক হইতে শুক্র নির্গত হইবে, তখনই সেই শুক্র স্ত্রীযোনিতে নির্গত না হইয়া প্রায়ই মূত্রাধারে প্রবেশ করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি আজীবন কাল স্ত্রীসম্ভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন।"

ভার্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুলোদ্ভবাম্।
অভিকামোঽভিকামাস্তু হৃষ্টো হৃষ্টামলঙ্কৃতাম্॥

সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণবৃংহিতঃ।
রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াস্তথা।
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম।
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগসমন্বিতাম্।
সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি॥

রূপবতী, সদ্‌গুণসম্পন্না, তুল্যশীলা, সদ্বংশ-জাতা, অভিকামা, অলঙ্কৃতা, হৃষ্টা ভার্য্যার সহিত বাজীকরণ দ্বারা বৃংহিত ও অতিশয় কামাতুর হইয়া হৃষ্ট মনে যথানিয়মে মৈথুন আচরণ করিবে। রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, বর্ণজ্যেষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা, যোনিরোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী ও প্রব্রজিতা নারীতে মৈথুন আচরণ করিবে না। যেহেতু তাহাতে অতিশয় বৈগুণ্য শঙ্কা আছে।

গর্ভিণীগমনে আয়ুঃক্ষয় হয়।

"দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাম্॥"

আমার পুত্রেরা দিবাতে শয়ন, রাত্রিতে দধি ভোজন, গুর্ব্বিণীর সেবা ও রজস্বলাকে স্পর্শও করে নাই, তবে কেন অকালে কাল গ্রাসে

পতিত হইল। ইহা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"গুর্ব্বিণী স্ত্রীলোকদিগের উদরে তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ত্তব একত্রে মিশ্রিত হইয়া পিণ্ডাকার অবস্থায় থাকে। ৪র্থ মাস হইতে ঐ পিণ্ডাকার পদার্থ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম হইতে তিন মাস কাল এক বাবে মৈথুন বন্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ এই সময়ে মৈথুন ইচ্ছা কি মৈথুন আচরণ করিলে গর্ভস্রাব হইবার অধিক সম্ভাবনা।" বৈ-দাম্পত্যপ্রণালী।

বালা স্ত্রী প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণধারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥
বালেতি গীয়তে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।
ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি॥
তদূর্দ্ধমধিরূঢ়া স্যাৎ পঞ্চাশদ্বৎসরাবধি।
বৃদ্ধা তৎপরতো জ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা॥

বালা স্ত্রী গমনে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়; তরুণী স্ত্রীগমনে আয়ুঃ স্থিরভাবাপন্ন হয়; প্রৌঢ়া স্ত্রী গমনে বৃদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধা স্ত্রীগমনে মরণ হয়।

ষোড়শ বৎসরের অনধিক বয়স্কা স্ত্রীলোককে

বালা ; তদুত্তর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, তদুত্তর পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া ; এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা নারীকে বৃদ্ধা বলা যায়। নারী বৃদ্ধা হইলে সুরত কার্য্যে অসমর্থ হয়।

যো ভার্য্যাযামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
তত্র স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞকঃ॥ সু

যদি কোন ব্যক্তি ঋতু কালীন সম্ভোগের সময় স্বয়ং স্ত্রীর উপর না উঠিয়া স্ত্রীকে নিজের উপর উঠাইয়া সম্ভোগ করায় এবং সেই সম্ভোগে গর্ভোৎপত্তি হইলে যে সন্তান জন্মে সে ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক হয়।

আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্বিদ্বান্নাহ্নি সেবেত কামিনীম্।
অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ॥ সু

পণ্ডিতেরা আয়ুঃক্ষয়ের ভয়ে দিবাভাগে স্ত্রী সহবাস করিবে না। যদি কখন ইন্দ্রিয়ের বশ-বর্ত্তী হইয়া দিবাভাগে মৈথুন ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলে গ্রীষ্ম বা বসন্তকালে স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে। কিন্তু অপর ঋতুতে দিবামৈথুন একেবারে নিষিদ্ধ।

সদ্যোগৃহীত গর্ভের লক্ষণ।

শুক্র শোণিতে যোনির আদ্র্র্তা, স্ফূর্ত্তি, শ্রমোদ্রেক, সকৃথিসাদ, পিপাসা ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ।

স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোমসমূহের উদগম, চক্ষুর পক্ষ্মসংমীলন, পথ্য ভোজনেও বমন ও অশুভগন্ধে উদ্বেগ, প্রসেক ও সদন্ন এই সকল গর্ভিণীর চিহ্ন।

পুত্রবতী গর্ভিণীর লক্ষণ।

পুত্রবতী গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে এক পিণ্ডাকার (বর্ত্তুলাকৃতি) পদার্থ লক্ষ্য হয়। দক্ষিণাক্ষি বৃহৎ হয়; অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট হয় ও মুখের বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়। স্বপ্নেতেও পুত্রাভিলাষ জন্মে এবং আম্র ও পদ্ম প্রভৃতি স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়। কন্যাবতী গর্ভিণীর ইহার বিপরীত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

গর্ভ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ।

"স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে পুরুষসংসর্গ আবশ্যক। পুরুষসংসর্গ ভিন্ন গর্ব্ভসঞ্চার হয় না। কারণ, শুক্রই প্রাণীদিগের উৎপত্তির প্রধান উপায়। শুক্র পুরুষের অণ্ডকোষের ভিতরে থাকে। ইহাতে এক প্রকার কীটাণু আছে। ঋতুব পরে পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রকীট যোনি হইতে জরায়ুতে যায়। শেষে জরায়ু হইতে অণ্ডপ্রণালীর দিকে উঠিতে থাকে। সেই সঙ্গে অল্প অল্প শুক্রও ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে। শুক্র ভিতবে প্রবেশ করিলে শুক্রকীট পরিপক্ক অণ্ডের মধ্যে যাইতে থাকে। অণ্ডের ভিতরে অধিক কীটাণু গেলে সেবার নিশ্চিত গর্ব্ভসঞ্চার হইবে। এই রূপে অণ্ড ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হইলে দশ বার দিন পরে জরায়ুর মধ্যে অণ্ড গুলি আসিয়া পড়ে। যদি গর্ব্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় সন্তানের কোন অবয়ব থাকে না। ডিমের ভিতরে কেবল সামান্য একটু ভ্রূণ লালাবৎ তরল রসের

মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। একখানি পাতলা চর্ম্ম ঐ ভ্রূণ ও রসকে বেড়িয়া থাকে। উহাকেই আমরা চলিত কথায় 'পানমুচি' বলি। উত্তর কালে যাহা হইতে ফুল জন্মে, এ অবস্থায় তাহা দেখিতে কুসুমের মত। ঐ কুসুমের রসে ভ্রূণ বাড়িতে থাকে।"

(১) "ইউরোপীয পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মাসে ভ্রূণের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয় না। এ সময়ে কেবল আটার মত ঈষৎ স্বচ্ছ সামান্য একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও নিতান্ত ক্ষুদ্র ; এক সুতার অধিক লম্বা হইবে না।"

(১) ভাব প্রকাশে লিখিত আছে। যথা

> গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রমথার্ত্তবম্।
> তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি॥

গর্ভাশয়ে যেরূপ তরল অবস্থায় শুক্র ও শোণিত পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই রূপই থাকে।

(২) "দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকার অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসে। সমস্ত শরীর সাত আট সূতা লম্বা, ওজন করিলে ৩২ রতি হইয়া

থাকে। মাথা, ও সরু সরু হাত পা গুলি বুকের দিকে গুটানো। চক্ষু ফুটে নাই, কেবল মুখের দুই পাশে অতি সূক্ষ্ম দুটী কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই মাসের ছেলের হৃৎপিণ্ড জন্মে। ফুসফুস, প্লীহা ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু অল্প অল্প বাহির হয়।”

(২) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে। যথা

মরুৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীযকে।
কললস্থ-মহাভূত-সমুদাযো ঘনো ভবেৎ ॥

দ্বিতীয মাসে জরায়ুতে পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘন হয়। সুশ্রুতের মত এই যে, পচ্যমান মহাভূত শীত, উষ্ণ এবং বায়ু দ্বারা ঘন হয। এই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকার হইলে পুত্র জন্মে, পেশীর আকার হইলে কন্যা জন্মে এবং অর্ব্বুদের মত (অর্দ্ধপিণ্ডবৎ) হইলে নপুংসক জন্মে।

(৩) “তিন মাসে পড়িলে ছেলেটীর ওজন প্রায় ৩৫ রতি হইতে ১৫০ রতি পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যেও প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি হইয়া থাকে। হাতের অগ্রভাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া

আসে, তাহাতে একটু একটু আঙ্গুলের চিহ্নও দেখা যায়। সমস্ত শরীরের সহিত তুলনা করিলে মাথা ও চক্ষু অত্যন্ত বড় দেখায়। এই অবস্থায় মানুষের সন্তানের কাছে কুকুরের ও পাখীর বাচ্ছা রাখিলে, কোন্‌টী মানুষ আর কোন্‌টী কুকুর বা পাখী তাহা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে।”

(৩) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে। যথা

তৃতীয়ে মাসি শিরসোঃ হস্তযোঃ পাদযোস্তথা।
পিণ্ডকাঃ পঞ্চ সিধ্যন্তি সূক্ষ্মা অবয়বাস্তনোঃ॥

তৃতীয মাসে দুইটী হাত, দুই পা এবং মাথা এই পাঁচ অবযবের স্থানে পাঁচটী মাংসপিণ্ড প্রকাশ পায় এবং শরীরেব সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বাহির হয।

(৪) “চারি মাস আসিলে ছেলের ওজন প্রায় অর্দ্ধ পোযা হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও অনূ্যন ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে মস্তিষ্কের বেড় গুলি কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া আসে। এবং ছেলেটী পুত্র কিম্বা কন্যা তাহা চিনিতে পারা যায়।”

(৪) ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক পুস্তকে লিখিত আছে। যথা

চতুর্থ মাসে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে। হৃদয় প্রাণী-দিগের চৈতন্যের স্থান। কাজেই স্ত্রীলোক-দিগের হৃদয় আছে, এবং চতুর্থ মাসে গর্ব্ভের ভিতর সন্তানেরও হৃদয় হয়, তজ্জন্য সে সময়ে স্ত্রীলোককে দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদিনী নারীর যাহাতে সাধ হয়, তাহা পূরণ না করিলে সন্তান কাণা, খোড়া, কুঁজা হইয়া থাকে।

(৫) "পাঁচ মাসের ছেলের ওজন প্রায় ৫ ছটাক। এবং শরীরও কম বেশী ৯।১০ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই অবস্থায় সমস্ত মাথা চুলে ঢাকিযা যায়; এদিকে হাতে পাযে একটু একটু নখও গজাইতে থাকে।"

(৫) সুশ্রুতে লিখিত আছে। যথা—পঞ্চম মাসে সন্তানের মনঃ জন্মে।

(৬) ছয়মাসের ছেলের ওজন সচরাচর প্রায় অর্দ্ধসেরের কম নহে। শরীর মাপিলে ১১।১২ ইঞ্চ লম্বা হয়। চুল কাল হইয়া আসে; চক্ষু

মুদ্রিত, তাহাতে একটু একটু পক্ষ্ম গজাইতে আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় পুত্রসন্তানের অণ্ডবীচি তলপেটের ভিতর থাকে।

(৬) সুশ্রুতে লিখিত আছে।—ষষ্ঠ মাসে সন্তানের বুদ্ধি হয়।

(৭) সপ্তম মাসে ছেলের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৩।১৪ ইঞ্চ। এই অবস্থায় চক্ষু ফুটে এবং অণ্ডবীচি তলপেট হইতে বাহিরে কোষের ভিতরে নামিয়া আসে।”

(৭) সুশ্রুতে লিখিত আছে। যথা—সাত মাসের ছেলের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

(৮) আট মাসের ছেলের ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত; দৈর্ঘ্য ১৭।১৮ ইঞ্চ। এই অবস্থায় প্রায় কোন অঙ্গ গজাইতে বাকি থাকে না। শরীরও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। তাই সাত আট মাসে ভুমিষ্ঠ হইয়া অনেক সন্তান জীবিত থাকে।”

(৮) সুশ্রুতে লিখিত আছে। যথা
অষ্টম মাসে গর্ব্ভের সন্তান অস্থির হইয়া

উঠে এবং তাহাব শরীরেব মধ্যে ওজোধাতু জন্মে। ওজো ধাতু না জন্মিলে নিরোজ ও নৈঋ'ত ভাব প্রযুক্ত অষ্টম মাসে সন্তান হইয়া বাঁচিতে পাবে না।

"৯।১০ মাসে পূর্ণ গর্ভাবস্থা উপস্থিত হয়। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় সন্তানেব ওজন প্রায় ৩ সেব থাকে, এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু জনক জননী দীর্ঘাকার হইলে অনেক স্থলে গর্ভের সন্তানও দীর্ঘাকাব হয়।"

"জরায়ুর ভিতর ছেলের মাথা নিম্ন দিকে থাকে। চিবুক, কণ্ঠার নিম্নে বক্ষঃস্থলে চাপা। হাত দুইটী পরস্পার বাহুব উপব দিয়া বুকেব মধ্যে গুটান ; পা, উরুর নিম্ন দিয়া পেটের উপর টানিযা রাখা। নাভি-রজ্জু উরু এবং বাহুর মধ্যস্থলে থাকে, সে জন্য তাহাতে চাপ লাগিতে পায় না। ছেলের এই রূপ সংস্থানের অন্যথা হইলে প্রসবের সময়ে বিঘ্ন ঘটিতে পাবে। কিন্তু সংস্থানের সামান্যরূপ ব্যতিক্রম হইলে কিছুই অনিষ্ট ঘটে না।"

গর্ভপরীক্ষা।

১ মাস।—"যথার্থ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না, প্রথম মাসে তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন; কিন্তু গর্ভ হইলে অনেক স্থলেই ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। 'গা বমি বমি' করে এবং সর্ব্বদাই মুখ দিয়া জল উঠে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয না। জরায়ুর অধোভাগ ও মুখ কোমল হয। এবং উহার ছিদ্র আড়ে বিস্তৃত থাকে না, কিঞ্চিৎ গোল হইযা আসে। এদিকে যোনির উষ্ণতা ও রসনিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।"

২ মাস।—"দুই মাসে পড়িলে উপরের লক্ষণ গুলি আরও স্পষ্ট হইযা পড়ে। চারি সপ্তাহ গত হইলেই স্তন কিছু শক্ত, স্থূল এবং গুটিকাযুক্ত হয়। স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং ভিতরে দুগ্ধ জন্মে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে।"

৩ মাস।—"তৃতীয় মাসে অন্ত্র নিজ স্থান হইতে সরিয়া যায় বলিয়া উদর একটু বড় দেখায়। স্তনের মুখ আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং নীলবর্ণ শিরা উচু হইযা

উঠে। স্তন টিপিলে অল্প অল্প ঘন দুগ্ধ বাহির হয়। এই অবস্থায় গর্ব্ভের ভিতরের ফুল হইতে এক প্রকার মৃদু মৃদু শব্দ উঠে ; জরায়ুর উপরে কাণ রাখিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।"

৪ মাস।—"চতুর্থ মাসে উদর স্পষ্টরূপে বড় দেখায়। এই অবস্থায় তলপেট টিপিয়া দেখিলে একটী পিণ্ডের মত পদার্থ হাতে লাগে। জরায়ুর উপরে কাণ দিলে গর্ভস্থ সন্তা-নের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।"

৫ মাস। পাঁচ মাসে যোনির ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সন্তানকে ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া দিলে আবার অঙ্গুলির উপরে আসিয়া পড়ে। গর্ব্ভের মধ্যে সন্তান নড়িতে থাকে, গর্ভিণী নিজে তাহা জানিতে পারে। এই সময় হইতে গর্ভ সম্বন্ধে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না।"

"কখন কখন স্ত্রীলোকের মিথ্যা গর্ভ হয়। মিথ্যা গর্ব্ভ হইলে উদর বড়, অরুচি এবং প্রসববেদনা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। বায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদেরই এই রূপ গর্ভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্থলে স্ত্রী লোককে

ক্লোরাফরম ঔষধের আঘ্রাণ দিয়া অজ্ঞান করিলে, উদরের পিণ্ড কমিয়া যায়। রোগিণী সজ্ঞান হইলে আবার উদর বড় হইয়া উঠে। মিথ্যা গর্ত্ত কি না তাহা চিনিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।" বি—কো

গর্ভবতীর বর্জ্জনীয় বিষয়।

"গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিশেষ যত্নে রাখা চাই। যাহাতে শোক দুঃখ প্রভৃতি মনের উদ্বেগ জন্মে, এমন কাজ কিছুই করিবে না। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, যানারোহণ, ব্যায়াম, অতিরিক্তি পরিশ্রম, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, রক্ত-মোক্ষণ, অতিবিরেচক ঔষধসেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এবং পাতখোলা, সোঁদাগন্ধযুক্ত মাটি, চা-খড়ি, নরম পাথর প্রভৃতি নানা প্রকার কুখাদ্য একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ এই সকল কুখাদ্য ভোজনে পাণ্ডুরোগ এবং উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় ঘটিলে অসময়ে প্রসববেদনা ও গর্ত্তস্রাবও হইতে পারে।" অতএব এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। বি—কো।

নব প্রসূতা নারীর প্রতিপাল্যনিয়ম।

“প্রসবের পর নারী এক মাস অতি সাব-ধানে থাকিবে। স্নিগ্ধ হিতকর ও অল্প ভোজন-করিবে এবং শরীর সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিবে। এই এক মাস বস্ত্রাদির দুষ্ট রক্ত প্রত্যহ ধৌত বা পরিষ্কৃত না হইলে নানা প্রকার পীড়া জন্মাই-বার সম্ভাবনা। ধন্বন্তরি কহেন যে, দেড় মাস অতীত হইলে অথবা পুনরায় রজো দৃষ্ট হইলে নারীর সূতিকা দোষ থাকে না। তৎকালে তাহাকে বিশুদ্ধ ও উপদ্রবশূন্য জানিবে। এই সময় ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ এবং শৈত্যক্রিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর চতুর্থ মাসের পর আর মৈথুন, ও আহারাদির কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে না।”

সম্পূর্ণ।

জ্বরচিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকাল ইনষ্টিটিউসন ও কলিকাতা স্কুল অব্ মেডিসিনের
হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, কলিকাতা
হোমিওপ্যাথিক স্কুল অব্ মেডিসিনের হোমিওপ্যাথি
শাস্ত্রের বর্ত্তমান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, চাঁদনী
হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন

শ্রীবিপিন বিহারী মৈত্র, এম্. বি. প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

Calcutta:

Published by MAITRA & Co.,
HOMŒOPATHIC CHEMISTS & BOOKSELLERS
45-8, COLLEGE STREET.

1887
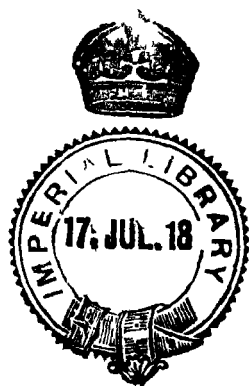
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হইবে বলিয়া প্রথমতঃ সরল ভাষায়, একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখি; ইহার কিয়দংশ মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে মুদ্রিত হয়। অধ্যাপনাকালে, এইভাবের পুস্তক, ছাত্র দিগের বিশেষ সুবিধাকর জানিতে পারিয়া, আমি এখন সমুদয় গ্রন্থখানি, অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশের দ্বারা বর্দ্ধিতকলেবর করিয়া, মুদ্রিত করিতেছি; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে মুদ্রিত অংশেরও কলেবর অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পুস্তকখানি য়্যালেনের গ্রন্থের সংক্ষেপ মাত্র; তবে স্থানে স্থানে হেরিং, ও সাল্‌জরের গ্রন্থ হইতেও সঙ্কলন করা হইয়াছে। পুস্তক এক খণ্ডে শেষ হইবে না; সম্ভবতঃ আর দুই খণ্ডে, য়্যালেন, হেরিং প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমুদয় ঔষধের লক্ষণ সমূহ দেওয়া যাইবে। আপাততঃ প্রধান প্রধান ঔষধগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ সাল।
৪৫-৮ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীবিপিন বিহারী মৈত্র এম্. বি।

সূচী পত্র।

জ্বরচিকিৎসা।

উপক্রমণিকা।

আমাদের দেশে সচরাচর সবিরাম জ্বর ও অবিরাম জ্বর প্রবল।

অবিরাম জ্বর।—বহুদিন থাকিলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়; তখন এই জ্বরকে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর বলে। জ্বরের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা সকলেই জানেন। তবে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কি প্রকারে রোগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে।

১। রোগীর পীড়ার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লওয়া উচিত; বৃষ্টিতে ভিজিয়া, পড়িয়া, বা কোন মানসিক চিন্তা ইত্যাদি কারণে জ্বর হইয়াছে কি না, তাহা জানা উচিত।

২। পীড়া হইবার পূর্ব্বে রোগীর কোন স্থানে বাস ছিল; সেস্থানে কোন প্রকার জ্বর প্রবল ছিল এবং রোগীর পীড়ার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

৩। তাপমান যন্ত্রদ্বারা শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা; ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ,

তাপমান যন্ত্রের ৯৮·৪ ডিগ্রি, ইহার উপর হইলে জ্বর। তাপমান যন্ত্রে এইরূপ চিহ্ন করা আছে। প্রত্যেক ৫ ডিগ্রি অঙ্ক দ্বারা অঙ্কিত যথা—

৯০, ৯৫, ১০০, ১০৫, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে ৯০ হইতে ৯৫ মধ্যে পাঁচটী বড দাগ আছে, প্রত্যেকটীতে এক ডিগ্রি জ্ঞাপন করে; আবার নিকটবর্ত্তী দুইটী বড় দাগের মধ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্য চারিটী দাগ আছে ইহার প্রত্যেকটীতে এক ডিগ্রির ·২ ভাগ বুঝায় যথা ৯৬.৪ ৯৬৬ ইত্যাদি। ৯৮.৪ ডিগ্রির স্থানে একটী তীর চিহ্ন দেওয়া আছে। ইহা স্বাভাবিক তাপ-জ্ঞাপক অর্থাৎ ইহার উপরে পারা উঠিলে জ্বর ও নিম্নে নাবিলে বিকার বুঝায়।

৪। রোগীর অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে হইবে। শরীরের অবস্থা, গায়ে হাত দিলে চামড়া গরম বা ঠাণ্ডা, গরম হইলে কিপ্রকার; ঘাম আছে কি না, কি প্রকার ঘাম, ঠাণ্ডা না গরম, অন্য কোন ক্ষত চিহ্ন আছে কি না ইত্যাদি। মস্তক;—বেদনা আছে কি না, বেদনা কি প্রকার; মাথায় গরম, ভার, খালি, বা অন্য কোন ভাব বোধ হয় কি না ইত্যাদি। চক্ষুঃ—লাল বা হলদে; মুদ্রিত বা খোলা ইত্যাদি। জিহ্বা—পরিষ্কৃত কি না; ময়লা—কি প্রকার, শাদা, হলদে বা অন্য কোন বর্ণের; সহজে জিহ্বা বাহির করা যায় কি না। মুখের আস্বাদন

কিপ্রকার; গলার ভিতর বেদনা আছে কি না; গলা শুষ্ক কি না; পেটের ভিতর বেদনা, জ্বালা বা অন্য কোন ভাব বোধ হয় কি না; বমন বা বমির ভাব আছে কি না; উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, মল কি প্রকারের, ইত্যাদি।

৫। নাড়ীর অবস্থা কি প্রকার। স্বাভাবিক নাড়ীর স্পন্দন ১ মিনিটে ৮০ বার, জ্বরে ইহা বেশী হয়, পুষ্টনাড়ী জ্বর-ভাব-ব্যঞ্জক। নাড়ী দ্রুত, ধীর, সূক্ষ্ম বা পুষ্ট বা মধ্যে মধ্যে নাড়ীর স্পন্দনের বিরাম হয় কি না।

৬। জ্বরের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ কিছু আছে কি না, কোন সময়ে ও শরীরের কোন স্থান হইতে কম্পের আরম্ভ; কম্পসময়ে কোন লক্ষণ, যথা তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, তাপ ইত্যাদি বর্ত্তমান কি না। কম্প কতক্ষণ থাকে, ছাড়িবার সময়ে কোন লক্ষণ দেখা দেয় কি না। তাপ—কম্পের সহিত কি না; কোথা হইতে আরম্ভ, কি প্রকার তাপ; শরীরের কোন ভাগে তাপ বোধ, তাহার সহিত ঘর্ম্ম বা কম্প আছে কি না, তাপের সময় অন্য কোন লক্ষণ আছে কি না। ঘর্ম্ম—কি প্রকার, শীতল বা উষ্ণ; কোন স্থানে দৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

৭। জ্বরের কোন অবস্থার অভাব আছে কি না, কোন অবস্থা (যথা শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম) অতিরিক্ত প্রবল কি না। কোন বিশেষ লক্ষণ রোগীতে আছে কি না, যাহা অন্য কোন রোগীতে সর্ব্বদা লক্ষ্য হয় না।

৮। জ্বর বিরামে রোগীর অবস্থা কি প্রকার।

৯। রোগীর মানসিক অবস্থা।

১০। রোগী কোন ধাতুস্থ, পৈত্তিক, বায়বিক বা শ্লৈষ্মিক। এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ করিয়া দেখিয়া কোন ঔষধে এই সকল বা ইহার অধিকাংশ লক্ষণ আছে সেইটী দেখিতে হইবে; তাহাই আমাদিগের ব্যবহার্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে, ইগ্নেসিয়া ঔষধ, কি প্রকারে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, দেওয়া গেল। অন্যান্য ঔষধ নির্ব্বাচনও ঐ প্রকার।

সময়—অপরাহ্নে এক দিনান্তর আক্রমণ—অনেক ঔষধে লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বলক্ষণ—অত্যন্ত হাঁইতোলা ও হাত পা ভাঙ্গা—আণ্টি. টা.; আর্ণি., ইগ্নে., ইপেকাক; কুনাইন, বস্।

কম্প—বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও হস্তে এক ঘণ্টার জন্য ও তৃষ্ণার সহিত,—আর্ণি.; ক্যাপ্সিকম্, কার্ব্বো ভে., ইগ্নেসিয়া।

তাপ—(তৃষ্ণা শূন্য) সমস্ত শরীরে, কিন্তু পার পাতা ঠাণ্ডা; তৎসহ আভ্যন্তরিক কম্প,—ক্যাপ্সিকম্, সিংকনা, ইগ্নেসিয়া; লিডম্।

ঘর্ম্ম—অনেক ঘণ্টা বর্ত্তমান (তৃষ্ণা বিহীন)—ইগ্নে.; ইপেকাক; পল্সে.।

পাকস্থলীতে বেদনা, অঙ্গের ভার বোধ, গ্রন্থিতে বেদনা—ব্রাই.; ইগ্নে.; বস্।

জ্বরবিরামে দুর্ব্বলতা ও হাঁটুতে শক্তিহ্রাস—ইগ্নেসিয়া।

নিদ্রা—গাঢ় ও নাক ডাকানি সহিত—ইগ্নে.; ন-মস্কেটা; ওপিয়ম্।

জিহ্বা—শাদা; ফাটা ও শুষ্ক ঠোঁট; মৌনতা, অন্যমনস্কতা, মধ্যে মধ্যে চমকান—আর্সে., ইগ্নে.; নে. মিউরি.।

মলিন প্রতিমূর্ত্তি—ফিরম্, ইগ্নে.; সিকেলি।

এই স্থানে ইগ্নেসিয়াতে প্রায় সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে, অথচ অন্য কোন ঔষধে তাহা নাই; সুতরাং ইহাই আমাদের ব্যবহার্য্য। সবিরাম ও অবিরাম জ্বরে এই রূপে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। এক ঔষধই উভয়ের উপযোগী।

আমরা একে একে জ্বরের প্রধান প্রধান ঔষধ গুলির লক্ষণ সমূহ ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

একনাইট। (*Aconitum Napellus.*)

ব্যবহার লক্ষণ—পূর্ণরক্ত ব্যক্তি, শয়িত অবস্থায় মুখের আরক্ততা, উঠিয়া বসিলে তাহার মলিনতা, মাথা ঘুরা ও মোহভাব, বারম্বার উঠিতে ভয় হওয়া, মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি-হীনতা ও অজ্ঞান। উত্তেজনা, মানসিক উদ্বেগ ও ভীতি। হানিমানের মতে একনাইট ব্যবহার করণে মানসিক অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত, মানসিক ও শারীরিক উদ্বেগ; অস্থিরতা কিছুতেই ঘুচিবার নহে।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে অসহ্য বেদনা; উষ্ণগৃহে; উঠিবার সময়।

উপশম—দিবসে, বাতাসে, স্থির থাকিলে (রাত্রিতে শয্যায় থাকা ব্যতীত); ঘর্ম্ম হইলে।

প্রকার—৩।৪ দিবসান্তর পালা; পালার স্থিরতা নাই;

আভ্যন্তরিক যন্ত্রের (যথা, মস্তক ইত্যাদি) প্রদাহ বা রক্তাধিক্য-রূপ উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা।

সময়—প্রায়ই সন্ধ্যা।

কারণ—বক্ষে শীতল বায়ু লাগা, দিবসের উত্তাপ ও রাত্রির শীতলতা; ভেজা, ভয়।

কম্প—চরণ হইতে বক্ষঃপর্য্যন্ত উঠে; নড়িলে (ন.ভমি.) ও গাত্রের কাপড় খুলিলে শীতভাব, কম্পের সহিত একগণ্ড লাল ও উষ্ণ, অন্যটী তদ্বিপরীত (ক্যাম., ইপে.), শাখাঙ্গ হইতে মস্তক ও মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত কম্প।

তাপ—তৃষ্ণা, অত্যন্ত দাহকর উত্তাপ, ভীতি, স্নায়বীয় উত্তেজকতা, অস্থিরতা ও ছটফটানি এবং কাসি (ব্রাই), শুইলে মুখের আরক্ততা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, এবং জল ভিন্ন অন্য দ্রব্যের তিক্তাস্বাদ (সকল অবস্থাতে অধিক জলের পিপাসা—ব্রাই., নে. মিউ.; কেবল মাত্র উত্তাপে—ইপে.)। গায় কাপড় সহ্য হয় না, কিন্তু কাপড় খুলিতে ভয় হয় (ক্যাম্ফ., সিকে.)। উঠিয়া বসিলে মুখের মালিন্য ও মূর্চ্ছা।

ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে কাপড় গায় দিতে হইবে, আবৃত বা আক্রান্ত অঙ্গে (আণ্ট. টা) ঘর্ম্ম, কেবল মাত্র শয়িত পার্শ্বে (সিংক, না. আসিড) বা এক একটী অঙ্গে ঘর্ম্ম (ব্রাই)।

জিহ্বা—শাদা ময়লাযুক্ত ও মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দুযুক্ত।

নাড়ী—কম্প সময়ে সবিরাম ও সূত্রবৎ; জ্বরকালীন, দ্রুত, পূর্ণ, কঠিন ও লাফানে।

জ্বরবিরাম—সম্পূর্ণ নহে; আরামের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা। সামান্ত মানসিক বা কায়িক পরিশ্রমে অবসন্নতা।

জ্বর কমাইবার জন্য একনাইট ও বিরামকালীন অন্য ঔষধ প্রয়োগ, এরূপ কখন করিবে না। যে জ্বরে একনাইট প্রয়োজনীয় তাহাতেই ঐ জ্বর আরাম হইবে।

বেলাডনা (*Belladonna.*)

ব্যবহার লক্ষণ—পিত্ত, লসিক ও রক্ত প্রধান ধাতু, বালা ও শিশু, স্নায়বীয় ধাতু; দাঁত উঠিবার সময় দড্‌কা, বেদনা হঠাৎ আসিয়া, ক্ষণেক থাকিয়া, হঠাৎ যায়, মাথায় বেদনা ও শিরার দপ্‌দপানি, মুখ, লাল ও চক্‌চকে, চক্ষু, লাল ও বিস্তৃত; নাড়ী, মোটা ও লাফানে, মুখের ভিতর শুষ্কতা; বিলম্বে মল নিঃসরণ; প্রস্রাব বন্ধ। কার্য্যাবশেষ পূরক—ক্যাল্কে. কা।

বৃদ্ধি—নড়া, স্পর্শ, বায়ু লাগা, চকচকে দ্রব্য দর্শনে (ষ্ট্রামোনিয়ম্), ও রৌদ্রে, পানে, কাপড় খুলিলে; বৈকাল ৩ টায় ও মধ্য রাত্রির পর।

উপশম—স্থির হওয়ায়; দণ্ডায়নে বা সোজা হইয়া বসায়; উষ্ণগৃহে।

প্রকার—২। ৩ দিনান্তর পালা. পালা বিশেষ লক্ষিত নহে।

সময়—সন্ধ্যা।

কম্প—তৃষ্ণার অভাব, হাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরের কম্প, (হেলি., সায়াহ্নে আরম্ভ, জেল্‌সে.); পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও শুষ্ক দাহকর উত্তাপ। কম্পের সহ, মনির অত্যন্ত বিস্তৃতি;

কপালপীড়া, শব্দ ও আলোকের ভয়, এবং শুইলে মুখের বিবর্ণতা, ও উঠিলে আরক্ততা (একনাইটের বিপরীত)। পৃষ্ঠ বহিয়া নাবিয়া পাকস্থলী প্রদেশে কম্পের শেষ (পাকস্থলী প্রদেশে কম্পের বিশেষ উপলব্ধি, আর্নি., শীতলতা, ও যন্ত্রনা দায়ক ভাববোধসহ পাকস্থলীতে কম্পের উদ্ভূতি, ক্যাল্কে. কা.)।

তাপ—অত্যন্ত তাপ ও ঠাণ্ডা জলের তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয় বড ঠাণ্ডা বোধ হয, বাহিরে ও ভিতরে অত্যন্ত তাপ; শিরঃ-পীড়া; মনির বিস্তৃতি, মুখের আরক্ততা, শব্দ ও আলোকের অসহ্যতা; গায়ের কাপড খুলিতে না চাওয়া; অস্থিরতা।

ঘর্ম্ম—চরণ হইতে আরম্ভ হইযা মস্তক পর্য্যন্ত; কেবল মাত্র আবৃত অঙ্গেতে, বা যত অল্পই কেন আবৃত হউক না, অঙ্গ আবরণ করিলে (সিংক.), ঘর্ম্ম না থাকিতেও পারে।

জিহ্বা—লাল ও শুষ্ক, প্রান্ত লাল ও মধ্য শাদা; মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দু (আণ্টি. টা.), আহার ও পানের সময়ে গলার মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত আস্বাদন বোধ।

নাড়ী—কম্প ও উত্তাপ কালে,—পূর্ণ সজোর, পূর্ণ বৃহৎ ও দ্রুত; তাপ বিলোপ কালে—সূক্ষ্ম, সূত্রবৎ ও কঠিন।

একনাইট।

কম্প—পা হইতে বুক পর্য্যন্ত; একগাল উত্তপ্ত; সঙ্কুচিত মনি; শুইলে লাল মুখ, উঠিলে বিবর্ণ মুখ ও মোহ। স্পর্শে

বেলাডনা।

কম্প—এককালীন উভয় হাত হইতে শরীরকাণ্ড পর্য্যন্ত; উত্তপ্ত মুখ, আয়ত মনি। মুখ, শুইলে বিবর্ণ ও উঠিলে লাল,

কম্প; শরীরের শীত ভাব; কপাল ও কান উত্তপ্ত।

উত্তাপ—একগাল লাল ও উত্তপ্ত, অন্য তদ্বিপরীত। রক্তাধারের মধ্যে শীতলতা বোধ; গার কাপড় খুলিতে ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে ভয়।

ঘর্ম্ম—আবৃত বা পীড়িত অঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীরে অম্লগন্ধী ঘর্ম্ম।

জিহ্বা—শাদা লেপাবৃত; মুখে জল ভিন্ন সকলেরই তিক্ত আস্বাদন; পচা ডিমের আস্বাদন।

আহারের পর কম্প ও তৎসহ মুখের আরক্ততা; শীতভাবের সহিত নাক ও কাণের উত্তাপ ও আরক্ততা।

উত্তাপ—কপাল উত্তপ্ত, মুখ ও গাল শীতল, এবং চর্ম্মের শিরা সকল স্ফীত। গায়ের কাপড় খুলিতে না চাওয়া।

ঘর্ম্ম—আবৃত অঙ্গটুকুতে কিম্বা যতটুকু স্থানে অঙ্গ আবৃত করা যায়। ঘামে কাপড়ে হলদে দাগ হওয়া।

জিহ্বা—শুষ্ক ও লাল, মুখ ও গলার শুষ্কতা; খাদ্যের লবনাস্বাদন; রোটির অম্লাস্বাদ।

একনাইট বা বেলাডনা ব্যবহারের সন্দেহ স্থলে ঘর্ম্মপ্রবণতা দেখিলে বেলাডনা ব্যবহার্য্য।

ব্রাইওনিয়া আল্বা (*Bryonia Alba.*)

ব্যবহারলক্ষণ—বাত ও পিত্ত ধাতু; রাত্রিতে ও নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম; সূচীবেধ ও ছেদবৎ বেদনা; চাপিলে লাগে ও সেই স্থান পরে স্ফীত হয়। যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে এবং প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি যুক্ত, এই

রূপ শিরঃপীড়া; কাসিলে, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে, ও কোষ্ঠ-বদ্ধ হইলে তাহার উপভোগ। উদরে পাথরচাপাবোধ, উদ্গারে তাহার উপশম; কোষ্ঠ বদ্ধ, মল বৃহৎ, কঠিন, কাল দগ্ধের ন্যায় শুষ্ক।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে ও নড়াচড়ায়, উষ্ণতায়, উষ্ণ খাদ্যে; উঠিয়া বসা যায় না, তাহা করিলে মোহ বা বিবমিষা, বা উভয়ই উদ্রিক্ত হয়।

উপশম—শুইয়া থাকিলে, বিশেষতঃ পীড়িত পার্শ্বে, স্থির থাকিলে; শীতলতায়।

প্রকার—১। ২। ৩ দিন অন্তর পালা, পালা অগ্র বা পশ্চাদ্‌গামী অর্থাৎ জ্বরের সময় আগাইয়া আইসে বা পিছাইয়া যায়।

সময়—সকল সময়ে; প্রাতে।

কারণ—ভিজিলে, শুষ্ক ঋতুতে, শীত বা গ্রীষ্মকালে (ক্যাল্কে., বস্‌,—আর্দ্র গৃহে বা শয্যায় শয়নে, র‍্যাবেনিয়া);

পূর্ব্ব লক্ষণ—শীতল জলের তৃষ্ণা, গা, হাত পা ভাঙ্গা; যেন মাথা ফাটিবে এরূপ শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা।

কম্প—অত্যন্ত তৃষ্ণা ও শীতল জল পানে উপশম (ইগ্নে, নেমিউ.; অসহ্য তৃষ্ণা, ঘন ঘন কিন্তু অল্প অল্প পান, ও তজ্জন্য বমন, আর্সে.)। শুষ্ক ও প্রবল কাসির সহিত বক্ষে ও প্লীহার উপর সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা (কম্পের পূর্ব্বে ও সময়ে, বেদনা বিহীন শুষ্ক ও কষ্টকর কাসি,—বস্)। ঠোঁট ও আঙ্গুলের

আগায় কম্পের আরম্ভ। উষ্ণ গৃহে (এপিস্) ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি; উপবেশনে উপশম। শুইবার ইচ্ছা।

উত্তাপ—তৃষ্ণার বৃদ্ধি, সেইরূপ কাসি (উত্তাপে শুষ্ক কাসি, এক., ইপে.) ও বেদনা, শিরার ভিতর জ্বলন (আর্সে., রস্) বোধ, সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি। স্থির থাকিতে ইচ্ছা, নড়িতে অনিচ্ছা, নড়িলে অঙ্গের বেদনার বৃদ্ধি। তৃষ্ণার হ্রাস।

ঘর্ম্ম—অধিক পরিমিত, অম্ল ও তৈলবৎ (যেন তৈল মিশ্রিত, সিঙ্ক.)। সামান্য অঙ্গ চালনায় উদ্ভূত (য়্যামো মি.)। সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম (সিঙ্ক.—সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম, সোরিনম্)। মধ্যে মধ্যে ও এক একটী অঙ্গে ঘর্ম্ম (পিট্রোলি.)। শয়িত পার্শ্বে ঘর্ম্ম (অশয়িত পার্শ্বে ঘর্ম্ম, বেন্‌জয়িক আসিড)।

জিহ্বা—পুরু ও হরিদ্রে লেপ। অভোজন কালে মুখে তিক্ত আস্বাদন, ঈপ্সিত দ্রব্য পাইলে তাহার গ্রহণে অনিচ্ছা। পানে ও ভোজনে অস্পৃহা (মাংসে অস্পৃহা, আর্নি.)

নাড়ী,—পূর্ণ, কঠিন ও টন্‌টনে।

জ্বরবিরাম—ঔদরিক লক্ষণের প্রাদুর্ভাব (আণ্টি. ক্রু.; পল্‌সে; ন. ভমি); সমস্ত অঙ্গ বেদনাযুক্ত (শয়িত পার্শ্বের টাটানি হেতু সঞ্চলনে বাধ্য হওয়া, যদিও তাহাতে ব্যথা-বোধ—আর্নি.); বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শুইলে আরাম।

ব্রাইওনিয়া।	এপিস্ মেলিফিকা।
সময়—সকল সময়।	সময়—৩টা হইতে ৪ টা অপ-রাহ্নে।
পূর্ব্ব লক্ষণ—গা হাত পা	

ভাঙ্গা, শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা ও অত্যন্ত তৃষ্ণা।

কম্প—কম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন কালেই তৃষ্ণা বর্ত্তমান। হাত ও পায় আঙ্গুলের আগায়, এবং ঠোঁটেতে কম্পের আরম্ভ। প্রবল ও কষ্টকর শুষ্ক কাসির সহিত বক্ষে বেদনা, দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা।

উত্তাপ—কাসির সহিত বক্ষে বেদনা; যেন শিরার মধ্যে রক্ত জ্বলিতেছে এরূপ তাপ; মাথা ধরা ও ঘোরা।

ঘর্ম্ম—অধিক, অম্লগন্ধীয় ও সামান্য; পরিশ্রমেই তাহার উদ্রেক; সতৃষ্ণ; খিট্‌খিটে।

জ্বর বিরাম—শুষ্ক, কঠিন ও গুটলে মলযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যন্ত খিট্‌খিটে, সকল বিষয়েতেই রাগ।

পূর্ব্বলক্ষণ—বেদনা শূন্য।

কম্প—কম্পকালে তৃষ্ণা(ইগ্নে., কার্ব্বো. ভে., ক্যাপ্‌সি.), কিন্তু তাপ ও ঘর্ম্মকালে নহে। বক্ষঃ, উদর ও হাঁটুর সম্মুখ হইতে কম্পের আরম্ভ ও পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নে ধাবণ (বিপরীত, ইউপে. পা.); যেন হাঁপিয়া প্রাণ যায়, বক্ষে এরূপ চাপ বোধ। কম্প বিলোপকালীন নিদ্রা ও আমবাত দেখা দেয়। বাহ্যিক তাপে কম্পের বৃদ্ধি (ইপে.)।

উত্তাপ—জ্বলন ও হাঁপ বোধের সহিত বক্ষে তাপবোধ; বুক, উদর ও পাকস্থলীর উপর অত্যন্ত উত্তাপ; নিদ্রা; আমবাত; নিদ্রা প্রায় থাকে না।

ঘর্ম্ম—প্রায় থাকে না; নিদ্রা আমবাত; তৃষ্ণার অভাব; ঘর্ম্ম ও চর্ম্মের শুষ্কতা পর্য্যায়ক্রমে থাকিতে পারে।

জ্বর বিরাম—প্লীহাতে, সমস্ত অঙ্গে ও গিরায় বেদনা; পায়

পাতায় ফুলো; প্রস্রাব অতি অল্প; আমবাত।
জিহ্বা—পরিষ্কৃত; ঠোঁটের ফুলা ও জ্বালা।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum)

ব্যবহার লক্ষণ—অত্যন্ত অবসন্নতা ও জীবনী শক্তির শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়, মোহ।

স্বভাব—১ ক্ষুণ্ণ, শোকযুক্ত, ভরসাশূন্য;
২ অস্থির, উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কাযুক্ত,
৩ খিট্‌খিটে ও সহজে বিরক্ত;

পোড়ার ন্যায় জ্বলন ও বেদনা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু বারম্বার অল্প পরিমাণে জল পান; আহার ও পানের পর উদর-পীড়া,—মল অল্প, কাল, দুর্গন্ধী; মল নিঃসরণের পর অবসন্নতা; সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন; সত্বর কৃশতার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীতল ঘর্ম্ম (ভিরে.); সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

বৃদ্ধি—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, ঠাণ্ডায়; ঠাণ্ডা পান ও আহারেতে।

উপশম—উত্তাপে সাধারণ উপশম।

প্রকার—২।৩।৪ দিনান্তর পালা; এই পালার মধ্যে আবার একটী করিয়া ক্ষুদ্র পালা; অগ্রগামী পালা (ব্রাই., সিঙ্ক., ন. ভমি.); ১৪ দিনান্তর পালা, বাৎসরিক (ল্যাকে., নে:

মিউরি.)। প্রকার ও রোগ-লক্ষণ, নিয়ম বহির্ভূত (ন. ভমি.); পালটিয়া, আন্ত্রিক জ্বব ও মোহ জ্বরে পবিণত হইবাব সম্ভাবনা; বিশেষতঃ কুইনাইন অপব্যবহারেব পব।

সময়—সকল সময়; প্রায়ই অপবাহ্নে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত।

আর্সেনিক।

সময়—দিনে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, বাত্রিতে ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত।
আক্রমণেব পূর্ব্ববাত্রি নিদ্রালুতা

পূর্ব্বলক্ষণ—তৃষ্ণাশূন্যতা। হাইতোলা ও হাত পা ভাঙ্গা; অসুখ, দুর্ব্বলতা। শিবঃপীড়া, মাথাঘোবা ও বিবর্ণ মুখ, উদবে বেদনা ও জলবৎ উদবাময়।

কম্প—নিয়মবিহীন; কম্প ও তাপ মিশ্রিত; পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও তাপ, বাহ্যিক উত্তাপে উপশম (ইগ্নে.—বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি, এপিস্, ইপেকাক)। অল্প পরিমাণে কিন্তু

সিংকনা।

সময—স্থির নাই; প্রাতে ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত, অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী; ৭ বা ১৪ দিনান্তব পালা (আর্সে, পল্‌সে)। আক্রমণেব পূর্ব্ব-বাত্রি অস্থিব নিদ্রা।

পূর্ব্বলক্ষণ—অত্যন্ত তৃষ্ণা (ক্যাপ্‌সি., ইউপে., পল্‌সে., —তৃষ্ণা ও অস্থিবেদনা, ইউপে. পা.)। অত্যন্ত ক্ষুধা, মাথা ধবা ও মুখের চাকচিক্য ও হৃৎকম্প।

কম্প—হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ও সর্ব্বশরীরে ভয়ানক কম্প। বাহ্যিক উত্তাপে, জলপানে, কম্পের বৃদ্ধি (কম্পের

আর্সেনিক।	সিংকনা।
বারম্বার জল পান ও তাহাতে কম্পের বৃদ্ধি, বিবমিষা ও বমনের উদ্রেক (ইউপে. পা. — শিরঃপীড়ার উদ্রেক সাইমেকস্ — প্রতিবার পানে শিহরণ ও কম্প, ক্যাপ্‌সি.)। বক্ষে চাপবোধ (এপিস্); উদরের শীতলতা (মেনিয়্যা.); নখ ও ওষ্ঠের নীল বর্ণ (ন. ভমি.)। আভ্যন্তরিক কম্প ও বাহ্যিক তাপ।	বৃদ্ধি হেতু পানে বিরতি, ইউপে,—বমন হেতু ঐ,আর্সে, —পানান্তে শিহরণ ও কম্প, ক্যাপ্‌সি.—পান করিলে শিরঃপীড়া ও অন্যান্য লক্ষণের অসহ্যতা, সাইমেক্‌স্), অগ্ন্যুত্তাপে কম্পের বৃদ্ধি (ইপে.— অগ্ন্যুত্তাপে উপশম, ইগ্নে.,— বাহ্যিক উত্তাপে উপশম, আর্সে)। কম্পের সময় তৃষ্ণাবিহীনতা (তৃষ্ণা সহ, ক্যাপ্‌সি. ইগ্নে., কুইনা.)
তাপ — শুষ্ক, জ্বালাকর উত্তাপ, যেন শিরার ভিতর উত্তপ্ত জলের সঞ্চালন হইতেছে (ব্রাই., রস্)। অত্যন্ত অস্থিরতা; গা খুলিতে ইচ্ছা (এপিস্; সিকেলি.) ও তাহাতে উপশম। অনিবার্য্য তৃষ্ণা; বারম্বার ও অল্প২ জল পান। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাস (এপিস্)। কম্প ও তাপ কালে পূর্ব্ব লক্ষণ সমুদয়ের বৃদ্ধি।	তাপ--রক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া ও প্রায়ইআবল্য। গা খুলিতে চাহে কিন্তু খুলিলে শীত করে (সকল অবস্থাতেই গা খুলিলে শীত বোধ হয়,ন.ভমি.)। প্রায়ই তৃষ্ণা নাই; যদি থাকে তাহা তাপ কালের শেষ ভাগে। তৃষ্ণার পরিবর্ত্তে ক্ষুধা। অধিক কাল স্থায়ী উত্তাপ ও নিদ্রালু
ঘর্ম্ম—কম্পের ন্যায় পরি-	ঘর্ম্ম—দুর্ব্বলকারী ও অত্যন্ত অধিক (অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু দুর্ব্বল-

আর্সেনিক।

বর্দ্ধনশীল ; প্রায়ই নাই ; যদি থাকে তাহা সামান্য, কিন্তু শীতল ও আটা আটা। অধিক পরিমাণে শীতল জলের তৃষ্ণা (সিঙ্ক.) ও তাহা পানের পর বমন। পূর্ব্বলক্ষণ সমূহের উপশম (নে. মিউ,—সকল লক্ষণের উপশম, কিন্তু শিরঃ-পীড়ার বৃদ্ধি, ইউপে. পা.)। অম্ল ও দুর্গন্ধী, শীতল ও আটা আটা ঘর্ম্ম। অধিক জলপান। ঘর্ম্মান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এবং সুরা কাফি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্যে ঈপ্সা।

জিহ্বা—পার্শ ময়লা ও মধ্যে লাল রেখা। পাটল বর্ণের, অম্লের আকাঙ্ক্ষা ; খাদ্যে অস্পৃহা ; জলে তিক্তাস্বাদ।

নাড়ী—সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল ও চাপিলে মিলিয়া যায় ; প্রাতে দ্রুত, রাত্রিতে ধীর।

জ্বর বিরাম—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা

সিংকনা।

কারী নহে, স্যাম্বুকস)। গায় কাপড় দিলেই অত্যন্ত ঘাম। নিদ্রার সময় ঘাম। শয়িত পার্শ্বে ঘর্ম্ম (তদ্বিপরীত বেন্‌জ্যয়িক আসিড)। তৈলবৎ ঘর্ম্ম। সঞ্চলনে ঘর্ম্ম (ব্রাই.—সঞ্চলনে উপশম, ক্যাপ্‌সি.)। অত্যন্ত তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে বা বারম্বার কিন্তু অল্প অল্প জলপান।

জিহ্বা—শাদা, হলদে। পুরু লেপ, সূক্ষ্ম আস্বাদন ; খাদ্যের তিক্ত আস্বাদন ; অত্যন্ত লবণাস্বাদন ; ক্ষুধিত।

নাড়ী—কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত। কম্প ও তাপকালে তীব্র কঠিন ও অনিয়মিত ; জ্বরবিরামে স্ফীত ও দুর্ব্বল।

জ্বরবিরাম—সহজেই ঘামে ; রাত্রিতে দুর্ব্বলকারী ঘাম ; উদরের উভয় পার্শ্বে বেদনা ; সম্পূর্ণ ক্ষুধালোপ।

আর্সেনিক।	সিংকনা।
ও অবসন্নতা। বিবর্ণ ও বসা মুখ; জলবৎ ও দুর্গন্ধ যুক্ত উদরাময়; উদরস্ফীতি (এপিস্); অঙ্গের দৌর্ব্বল্য ও শুইয়া থাকিতে অত্যন্ত ইচ্ছা (আর্সি.)। সাধারণ রক্তশূন্য প্রতিমূর্ত্তি(ইউপে,সিঙ্ক,ফির.)। জ্বরান্তে পাণ্ডুরতা। এই সময়, সম্পূর্ণ লক্ষণ বিহীন নহে।	

সিংকনা।

ব্যবহার লক্ষণ—পূর্ব্বের সবলশরীর, স্রাব হেতু, (যথা রক্ত স্রাব, উদরাময়) যদি আপাততঃ দুর্ব্বল হইয়া থাকে; যদি উহা হেতুক অন্য কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ঋতুবন্ধকালীন বয়সের রক্তস্রাব; তরুণ রোগ হইতে উদরীর উদ্ভব। সমস্ত গিরায় ও হাড়ে বেদনা; বারম্বার অঙ্গচালনায় তাহার উপশম। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রমে অনিচ্ছা। অত্যন্ত উদরস্ফীতি উদ্গারেও কোন উপশম না হওয়া।

শূল বেদনা ঃ—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে; পিত্তাশ্মরী হইতে উদ্ভূত; রাত্রিতে ও আহারের পর বৃদ্ধি; শরীর কুব্জনে উপশম। রক্তস্রাব হেতু প্রসববেদনার লোপ। মুখ, নাক ও উদর হইতে রক্তস্রাব; অম্ল দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা। রক্তস্রাব; রক্ত কাল, বা কাল ও চাপ চাপ; তৎসহ কানে ঝন্ ঝন্ করা,

মোহ, দৃষ্টিলোপ, সর্ব্বাঙ্গশীতলতা এবং কখন কখন খেঁচুনি।

বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শনে; একদিনান্তর; গায় বাতাস লাগিলে; রাত্রিতে; ঠাণ্ডা লাগিলে, মানসিক উদ্বেগে; দুগ্ধে, শরীব কুব্জনে।

উপশম—উত্তাপ; বিশ্রাম।

প্রকার—পবিবর্ত্তনশীল ১।২ দিন অন্তব, দ্বৌকালীন জ্বর। প্রতি আক্রমণ ২।৩ ঘণ্টা অগ্রগামী (কুইনাইন)।

(ইহাব অন্যান্য লক্ষণ আর্সেনিকের সহিত তুলনায় লেখা আছে)

ইউপেটোবিয়ম্ পাবফলিয়েটম্।

ব্যবহাবলক্ষণ—প্রাচীন ব্যক্তিদেব ও অপবিমিতাচাবে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেব উপযোগী। পিঠে, অঙ্গে, মাথায, বক্ষে, চক্ষে ও বিশেষতঃ হাতের কব্জায়, সন্ধিচ্যুতিব ন্যায়, হাড়ে হাড়ে বেদনা। ব্রাইওনিয়াব ন্যায ও ঐ সকল লক্ষণ সহ, শিবঃপীডা, কোষ্ঠবদ্ধ ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা বর্ত্তমান, কিন্তু এই খানেই সদৃশ্যেব শেষ।

ব্রাইওনিয়াতে সামান্য নডা চডায় অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম ও বেদনা উদ্রিক্ত, বেদনা হেতুক রোগীকে পীড়িত পার্শ্বে স্থির থাকিতে হয।

ইউপেটোরিয়ম্—ঘর্ম্ম, সামান্য বা কিছু নহে, অত্যন্ত অস্থিরতা ও পীডিত পার্শ্বে শুইতে না পারা।

বেদনা ভগ্নবৎ; ইহা হঠাৎ আইসে ও হঠাৎ যায় (বিপরীত ষ্টানম্)। মাথা ঘোবা, বাম পার্শ্বে পতনের ভয়, (পড়িবার আশঙ্কায়—বাম পার্শ্বে মাথা ফিরাইতে পারা যায়

না, কলসি)। ইহার পর নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্ ও সিপিয়ার ব্যবহার চলিতে পারে।

বৃদ্ধি—নড়াচড়ায় ও গা খোলায়।

নিম্নে আর্সেনিকের সহিত ইহার তুলনা করা গেল। আর্সেনিকের লক্ষণ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তদপেক্ষা বেশী যাহা কিছু তাহাই মাত্র লেখা গেল। অন্যান্য ঔষধেরও এই প্রকার করা যাইবে।

আর্সেনিক।	ইউপেটোরিয়ম্।
প্রকার—পূর্ব্বে দেখ।	প্রকার—১ দিনান্তর। ইহার মধ্যে বিরামের দিন এক ক্ষুদ্র পালা; ২ দিনান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র পালা প্রায় নাই। অগ্রগামী।
সময়—(ঐ), প্রায়ই অপরাহ্নে আক্রমণ।	সময়—প্রাতে ৭টা; ৭টা হইতে ৯টা; ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত একদিন ও তাহার পর দিন ১২ টার সময় সামান্য কম্প। প্রায়ই পূর্ব্বাহ্নে আক্রমণ।
পূর্ব্বলক্ষণ—(ঐ), দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি ও অসুখ, সর্ব্বদা শোয়া ভাল লাগে।	পূর্ব্বলক্ষণ—আক্রমণের পূর্ব্ব-রাত্রিতে বিবমিষা ও তৃষ্ণা; অনিবার্য্য তৃষ্ণা; কখন
কম্প—(ঐ), তৃষ্ণা প্রায় নাই, থাকিলে উষ্ণ পানীয়ের জন্য।	
তাপ—(ঐ), শীতল জলের জন্য তৃষ্ণা।	
ঘর্ম্ম—(ঐ), অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; পূর্ব্ব লক্ষণের উপশম।	
জিহ্বা—(ঐ)।	

আর্সেনিক।

জ্বর বিরাম—(ঐ), মুখবসা বা ফুলো।

ইউপেটোরিয়ম্

কখন উষ্ণ পানীয় আকাঙ্ক্ষা (ক্যাস্কা., সিড্র.)। পানেতে শীঘ্র শীঘ্র কম্প আনায় ও বমি করায়। আশানুযায়িক পান করিতে না পারিলে জানা যায় যে কম্প আসিতেছে (তৃষ্ণা হইলেই জানা যায় যে কম্প আসিতেছে, ক্যাপ্‌সিসিংক. নে. মিউ.)। গা, হাত, পা, ভাঙ্গা; পিঠে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ইলিয়মের উপরে, শাখাঙ্গের হাড়ে ভগ্নবৎ বেদনা। কম্পের সময় ও পূর্ব্বে গায় কাপড় দিতে হইবে (সকল অবস্থাতেই ঐ ন. ভমি.)। ক্ষুধিত (সিনা.)।

কম্প—অত্যন্ত তৃষ্ণা। পৃষ্ঠে আরম্ভ বা তথা হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত বা পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত

আর্সেনিক।

ইউপেটোরিয়ম্।

হয় (স্কন্ধদ্বয় মধ্যে পৃষ্ঠে আরম্ভ, ক্যাপ্সি., পলিপো. —লম্বার প্রদেশে আরম্ভ ইউপে পর্পু.); ইহার সহিত গা হাত পা ভাঙ্গা এবং পিঠে ও হাড়ে বেদনা বোধ। কম্প মধ্যে মধ্যে ছাড়ে ও হয়, কিন্তু ইতি-মধ্য কালীন কোন উত্তাপ আইসে না (বিপরীত *আর্সে.*), নড়া চড়ায় কম্পের বৃদ্ধি; হাঁই তোলা, গা হাত পা ভাঙ্গা। কাপড় ঢাকা দিয়া গা গরম করা চাই (ন. ভমি), কম্পের শেষ ভাগে, পানে বৃদ্ধিযুক্ত তিক্ত ও পিত্ত বমন (ক্যাপ্সি.—কম্পের শেষ ভাগে অম্ল বমন, লাইকো.) শীতলতার পরিমাণ অ-পেক্ষা অধিক কম্প।

তাপ—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; তাপ-

আর্সেনিক।

ইউপেটোরিয়ম্।

কালীন মাথা তুলিতে না পারা। তৃষ্ণা প্রায় থাকে না, যদি থাকে তবে কম্প ও তাপের মধ্যে। ঃ গাল লাল; অত্যন্ত দপ্‌দপানি মাথাব্যাথা; এক ঢোক জলপানে গা কাঁটা দেয় (পানে শিহরণ,ক্যাপ্‌সি.)। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে বেদনা (আর্ণি)। প্রায় বিবমিষা থাকে না, তবে কম্প না হইলে, উত্তাপের শেষ ভাগে তিক্ত বমন (অম্ল বমন, লাইকো.)।

ঘর্ম্ম—সামান্য, বা নাই; যদি অধিক হয়, তবে রাত্রিতে ইহা অপর্য্যাপ্ত ও তখন শীতল। সকল বেদনার উপশম, কেবল শিরঃ-পীডার নহে, বরং আরও বৃদ্ধি (ঘর্ম্মে সকল বেদনার

আর্সেনিক।

ইউপেটোরিয়ম্।

উপশম, নে. মিউ.)। কম্প বেশী হইলে ঘাম সামান্য বা কিছুই নহে, কম্প অল্প হইলে ঘাম অধিক। অপর্য্যাপ্ত হইলেও, ঘাম দুর্ব্বলকর নহে (সিঙ্ক., কার্ব্বো. ভে, বিপবীত)।

জিহ্বা—শাদা বা ফিকে হল্‌দে; খাদ্য স্বাদহীন (ড্রসে.), ফ্যাস্ফা বা তিক্ত। কুল্পি খাইতে স্বাদ। কুইনাইন ব্যবহারের পর কুক্কুরবৎ ক্ষুধা। মুখের কোণে ফাটা (নে, মিউরিয়াটিকম্)।

জ্বরবিরাম- অসম্পূর্ণ; সামান্য বিরাম। চর্ম্মে ও চক্ষুতে হল্‌দে রং, সরল কাসি। সকল অবস্থাতে হাড়ে বেদনা, ঘর্ম্মের বিলোপ সহ, উহার ক্রমশঃ বিলোপ।

আর্সেনিক।	ইউপেটোরিয়ম্।
	জলাভূমিতে বাস হেতুক বর্ষাকালীন জ্বর।

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্।

ব্যবহার লক্ষণ,—অত্যন্ত শীর্ণতা। সামান্যতে সর্দ্দি লাগা। শিবঃপীড়া: ছাত্রীগণের (ক্যাল্কে. ফ.); প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে, ও পরে মুখ লাল ও গা বমি বমিসহ, জ্বরকালীন, বমনের সহিত যেন ছোট ছোট হাতুড়ীর দ্বারা পিটিতেছে এরূপ বোধ,—ঘাম হইলে তাহার উপশম। কাসিলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে। কোষ্ঠ বদ্ধ: মল, কঠিন ও কষ্টে বাহির হয় এবং তাহার নিঃসরণের সময় মলদ্বার ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ হয়। প্রস্রাব অনিচ্ছানিঃসরণীয়, চলিতে, কাসিতে ও হাঁচিতে বাহির হয়। প্রত্যহ প্রাতে যোনিপ্রদেশে বহির্বেগ; এরূপ নির্গমন নিবারণের জন্য বসিয়া পড়িতে হয় (লিলিয়ম্, সিপিয়া)। রাত্রিতে চোরের স্বপ্ন দেখা। জীর্ণ রোগে, অন্য ঔষধ মধ্যে ব্যবহার না করিলে ইহার পুনঃ ব্যবহার বিধেয় নহে। আক্রমণ কালে ব্যবহার্য্য নহে। শিবঃপীড়া বা মাথা ঘোরা স্থায়ী হইলে বা অধিক কাল ধরিয়া অবসন্নতা থাকিলে, নক্সভমিকাতে উপকার হইবে। এপিসের কার্য্যবিশেষপূরক; এপিসের পূর্ব্বে ও পরে ব্যবহার করিলে উত্তম কার্য্য করে।

বৃদ্ধি,—প্রাতে ১০।১১ টার সময়, রৌদ্রের বা অগ্নির

তাপে; গ্রীষ্মে; পরিশ্রমে, শোয়া, কথা কওয়া, লেখা ও পড়াতে।

উপশম;—বাহিরের বাতাস (পল্‌সে.); শীতল জলে স্নান; বসা; উপবাস করা।

প্রকার;—সকল প্রকার জ্বর।

সময়;—বিশেষ আক্রমণ রাত্রি ৩টা হইতে দিবসে ১১ টা পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ ১০।১১ টার সময়।

সামান্য আক্রমণ বৈকালে বা সন্ধ্যার সময়। সমস্ত রাত্রি জ্বর ও সমস্ত দিন গা শীত শীত করা।

প্রাতে ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত জ্বরে কম্প নাই।

কারণ;—জলা ভূমিতে বাস, কুইনাইনের ব্যবহার।

পূর্ব্ব লক্ষণ,—রোগীর কম্পের ভয়। মাথা ধরা, তৃষ্ণা ও গা মাটি মাটি করা।

কম্প,—তৃষ্ণা আছে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ানক কম্প ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উত্তাপ। অত্যন্ত শিরঃপীড়ার সহিত অজ্ঞান। প্রাতে ১০ হইতে ১১টার মধ্যে, চরণ, হাত পার আঙ্গুল, বা মাজা হইতে (জেল্‌সি.) কম্পের উদ্ভূতি; ভয়ানক কম্প ও তৎসহ ঠোঁট ও নখ নীল (ন. ভমি.)। বারম্বার ও অধিক পরিমাণে পান (ইউপে. ও আর্সে দেখ); মাথা ফাটা বোধ, গা বমি বমি, বমন; কখন কখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান। হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, কিছুতে গরম হয় না। বেলা ১০টার সময়, কম্পের সহিত তৃষ্ণা, হাড়ে ছেদবোধ, নখের নীলতা ও দাঁতে দাঁতে লাগা। প্রায়ই ভিতরে কম্প ও ঠাণ্ডা বোধ, দক্ষিণপার্শ্বের কম্প (ব্রাই.,—বামপার্শ্বের, কষ্টি., কার্ব্বো. ভে.)

তাপ :—তৃষ্ণার বৃদ্ধি ; বারম্বার ও অধিক পরিমাণে জল-পান ও তাহাতে ঠাণ্ডা হওয়া (ব্রাই,. ও আর্সে. দেখ)। গা বমি, বমন (ইপে.) ; ঠোঁটে ফোস্কা। অসহ্য মাথা ধরা—বোধ হয় যেন মাথায় ছোট ছোট হাতুড়ী দিয়া, কেহ, ঘা মারিতেছে, ইহার সহ মোহ ও অজ্ঞান (বেলা., ক্যাক্‌ট., ওপি.)। মুখে ফোস্কা (ইগ্নে., ন. ভমি, বস্, হেপা. স.)।

ঘর্ম্ম। অধিক ; সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করে,কিন্তু শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে (স্যাম্বু.,—শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, ইউপে. পা.)। নড়াচড়ায় অত্যন্ত ঘাম (ব্রাই, সোরি., দেখ)। রাত্রিতে ও প্রাতে সর্ব্বশরীরে (পদদ্বয় ব্যতীত সর্ব্বশরীরে, লাইকো.)।

জিহ্বা :—শুষ্ক ও তাহার উপর ঈষৎ শাদা ময়লা। জিহ্বার উপর ফুস্কুড়ী হওয়ায় দাদের ন্যায় দেখায় (ল্যাকে.,ট্যারাক্সে.) ; সকলই তিক্ত, লবণাক্ত, বা বিস্বাদী।

নাড়ী —বাম পার্শ্বে শুইলে নাড়ীর অনিয়মিত বিরাম। হৃৎকম্পনে সমস্ত শরীর কাঁপে।

জ্বরবিরাম :—বিশুদ্ধ নহে। দুর্ব্বলতা ; অগ্নিমান্দ্য ; ঠোঁট ফাটা, সামান্য আহারেতে উদরপূর্ত্তি বোধ (ব্রাই., লাইকো.) ; যকৃত ও প্লীহা প্রদেশে বেদনা বোধ, প্রস্রাব ঘোলাটে ও লাল অধঃক্ষেপযুক্ত (লাইকো.)। ঠোঁটে ফোস্কা (ইগ্নে., রস্, ন. ভমি.)।

আর্সেনিক।	নে. মিউরিয়াটিকম্।
অগ্রগামী প্রকার—	পশ্চাদ্গামী প্রকার।
বৈকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।	প্রাতে ও দিবসে বৃদ্ধি।
জ্বরের সহিত শিরঃপীড়ার	কম্পে শিরঃপীড়ার আরম্ভ,

আর্সেনিক।	নে. মিউরিয়াটিকম্।
আরম্ভ এবং ঘর্ম্মের অনেক পর পর্য্যন্তও তাহা বর্ত্তমান।	তাপে বৃদ্ধি এবং অধিক ঘর্ম্মে তাহার কিয়ৎ উপশম।
কম্পের সহিত পিত্তবমন, সকল অবস্থাতে জল পানের পব বমন।	কম্প ও তাপের মধ্যে(ইউপে., লাইকো.,) বা তাপকালীন পিত্ত বমন।
তৃষ্ণা, কম্প ও তাপ কালীন অল্প অল্প কিন্তু বারম্বার পান, ঘর্ম্মের সময় অধিক পরিমাণে পান।	সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা; অধিক পবিমাণে ও বারম্বার পান এবং তাহাতে তৃষ্ণার উপশম।
ক্ষুধা।	ক্ষুধামান্দ্য।
গ্রীষ্মেতে সমুদ্রের নিকটে কোন স্থানে বাস হেতু।	নূতন কর্ষিত ভূমি, বিল, খাল বা অন্য কোন জলাশয়ের নিকট বাস হেতু।
ঠোঁট, শুষ্ক ও ফাটা।	সারবন্দি ফোস্কা।

নক্স্ ভমিকা।

ব্যবহার লক্ষণ;—রাগী ও খিট্ খিটে স্বভাব; অপবিমিতা-চারী। চৈতন্যাধিক্য,-শব্দ, গন্ধ, ও আলোকের অসহিষ্ণুতা, এবং সামান্য পীড়ারও অসহ্যতা। কাফি, তামাক, সুরা, গরম মসলা সংযুক্ত খাদ্য, অপরিমিত আহার, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, একা থাকা, নিদ্রাশূন্যতা ও অনেক ঔষধ সেবন প্রভৃতির মন্দ ফল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসিত রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলে প্রথমে ব্যবহার্য্য। সন্ধ্যায় মস্তক

নিদ্রা, শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ, আবার প্রত্যুষে নিদ্রা এবং তাহার পর উঠিলে ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ; বারম্বার মলবেগ ও অল্প অল্প মলনিঃসরণ এবং যেন সমস্ত বহির্গত হয় নাই এরূপ বোধ।

সল্ফরের সহিত ব্যবহার্য্য। ইপেকাকের পর সুন্দর ব্যবহার্য্য।

বৃদ্ধি :—প্রাতে, মানসিক পরিশ্রমে, আহারের পর, শব্দে, ক্রোধে, গরম মসলা ব্যবহারে, শব্দ শ্রবণে, সংস্পর্শে, শুষ্ক ঋতুতে।

উপশম :—সন্ধ্যা,বিশ্রাম, শোওয়া ও আর্দ্রকালে (কষ্টিকম্)।

প্রকার :—সকল প্রকার, নে. মিউরিয়াটিকমের ন্যায় প্রাতরাক্রমণে ও একদিনান্তর পালা জ্বরে ব্যবহার্য্য। আক্রমণ ও অবস্থা নিয়ম বহির্ভূত।

সময় :—রাত্রি ও প্রত্যুষে; প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা; ১২টা, বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাকালীন আক্রমণ, সমস্ত রাত্রি বর্ত্তমান (লাইকো.. পল্সে., পলিপো.; বস্)।

৬টা হইতে ৭টার জ্বর কম্পশূন্য।

কারণ ;—মানসিক পরিশ্রম, অপরিমিত আহার, শীঘ্র শীঘ্র আহার; তামাক পান প্রভৃতি উপরে বর্ণিত কারণ।

পূর্ব্ব লক্ষণ :—নিম্নাঙ্গ কামড়ান; গা হাত পা ভাঙ্গা। দুর্ব্বলতা। কম্পের পূর্ব্বে তাপ, কখন কখন ঘাম।

কম্প:—অত্যন্ত কম্পের সহিত মুখ এবং হস্তের নীল বর্ণ ও শীতলতা, পরে অত্যন্ত উত্তাপ ও চর্ম্মের আর্দ্রতা। অগ্রগামী

প্রাতঃ জ্বর, নখ নীল, অঙ্গে বেদনা (যেন অস্থিবেষ্টে বেদনা, আর্নি.) ; তাহার পর অনেকক্ষণ স্থায়ী জ্বর ও তৃষ্ণা (নে.মিউ.) ; পিঠে ও অঙ্গে ঠাণ্ডা বোধ ; চামড়ায় ঝরকরুনী ও অঙ্গের অশানতা বোধ ; রক্তাধিক্যযুক্ত কম্প (congestive chill)।

বৈকালের পালা :—নীল নখ, কম্প ও শীতলতা ; তৎপরে উত্তাপ, হাত জ্বালা ও তৃষ্ণা ; পানের পর গা কাঁটা দেওয়া (পানের পর কম্প, ক্যাপ্সি, ইউপে পা)। সমস্ত শরীরের শীতলতার সহিত হস্ত ও চর্ম্মের নীল বর্ণ, অত্যন্ত শীতলতা, উত্তাপে, বা কাপড় গায়ে দিয়া তাহার উপশম হয় না (গায়ের কাপড় খুলিলে বৃদ্ধি, ফোস্ফো,—উষ্ণগৃহে বা অগ্নির সন্নিকটে বৃদ্ধি, এপিস্.,—বাহ্যিক উত্তাপে কম্পের বৃদ্ধি, ইপে.)।

বাতাসে গা কাঁটা দেয়। মাজায় বেদনা (ডর্সাল কশেরুকায়, বেদনা, চিনি. স.)। কম্পের পর নিদ্রা। (নক্স মশ্চা., পড. ; তাপকালীন নিদ্রা, এপিস্)

তাপ :—অধিক ও অনেক ক্ষণ স্থায়ী, তৃষ্ণা। জ্বলনোত্তাপ সত্ত্বেও কাপড় গায়ে দিয়া থাকিতে হইবে (গা খুলিয়া রাখিতে হইবে, সিকেলি)। গা খুলিতে অনিচ্ছা, খুলিলে শীতবোধ (এক., বেলা., বেরা. কা, আর্নি. দেখ)।

ঘর্ম্ম :—তৃষ্ণাবিহীনতা (তৃষ্ণা সহ, আর্সে., সিঙ্ক.)। সামান্য ঘাম ; গায় বাতাস লাগিলে বা নড়িলে শীত বোধ। ঘামে বেদনার উপশম (ইউপে., লাইকো., নে. মিউ., দেখ)। পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও কম্প., (আন্টি. ক্রু., কষ্টি.) ; এক পার্শ্বে (দক্ষিণ) বা শরীরের উপরিভাগে ঘাম (এক., সিঙ্ক., না. আসিড., পল্‌সে.,—কাণ্ডে ঘর্ম্ম, পদে নহে., লাইকো.)।

প্রবল আক্রমণের পর অত্যন্ত ঘাম ; ইউপে. বিপরীত)। রক্তাধিক্যযুক্ত কম্পের সহ ঘর্ম্ম। কেবল মাত্র দক্ষিণ পার্শ্বে।

জিহ্বা,—অত্যন্ত ময়লা, শাদা বা হলদে। তিক্ত, অম্ল বা দুর্গন্ধী স্বাদ হেতু, মুখ ধুইতে (থুতু), বাধ্য হওয়া ; রুটি, জল, কাফি ও তামাকের প্রতি অরুচি।

জ্বর বিরাম,—পাকস্থলীয় ও পৈত্তিক লক্ষণ বর্ত্তমান। দুর্ব্বলতা, মাথা ভারি, মাথাধরা, যকৃতে ও প্লীহাতে বেদনা ; অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপা ও পেটে বেদনা।

নে মিউরিয়াটিকম।

সময়,—প্রাতে ৫-৮, ১০-১১ পর্য্যন্ত, বৈকালে ৪—৭ পর্য্যন্ত, কম্প শূন্য জ্বর প্রাতে ১০ ১১টায়।

প্রকার,—একদিনান্তর পালা, অগ্রগামী। প্রাত্যহিক পালা, নিয়মিত।

পূর্ব্ব লক্ষণ,—কম্পের ভয়। গা মাটি মাটি, মাথা ধরা, তৃষ্ণা, গা বমি, ও বমন।

কম্প,—তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে ও বারম্বার পান; ঠোঁট ও নখ, নীল ; মাথা ফাটিতেছে এরূপ মাথাধরা। হাড়ে বেদনা ও দাঁতে দাঁতে লাগা।

ন. ভমিকা।

সময;—প্রাতে ৬-৭, ১১টা ; ১২টা ; বৈকালে ৫-৯ ; সমস্ত রাত্রিস্থায়ী। কম্পশূন্য জ্বর, বৈকালে ৬-৭টা পর্য্যন্ত।

প্রকার,—অগ্রগামী পালা। আক্রমণ ও অবস্থা নিয়ম শূন্য।

পূর্ব্ব লক্ষণ;—অঙ্গে দুর্ব্বলতা, অবশতা ও কামড়ানি। কম্পের পূর্ব্বে কখন কখন তাপ ও ঘর্ম্ম।

কম্প,—তৃষ্ণাশূন্যতা; কম্পের সহিত হস্ত ও মুখের নীলবর্ণ ; অঙ্গের অশান্তা ও বেদনা। গাত্রাবরণে ও উত্তাপে কম্পের উপশম না হওয়া।

নে. মিউরিয়াটিকম্।

তাপ ;—তৃষ্ণা, শিরঃপীড়াব বৃদ্ধি, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞান।

ঘর্ম্ম; —তৃষ্ণা ; ঘর্ম্মেতে সকল বেদনাব উপশম, কেবল মাথা ধবাব নহে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত বেশী নহে। সামান্য নডা চডায় অত্যন্ত ঘাম হয়। অম্লগন্ধী ঘর্ম্ম।

জিহ্বা; —পাশে ফোস্কা, হল্‌দে ময়লা, লবণাস্বাদ।

ন. ভমিকা।

তাপ ;—অত্যন্ত ও অধিকক্ষণ-স্থায়ী ; তৃষ্ণা। সামান্য নডা-চডায় বা গায়ের কাপড় খোলায় শীত বোধ।

ঘর্ম্ম:—তৃষ্ণাশূন্য। নড়িলে বা গায় বাতাস লাগিলে শীত বোধ।

শরীরের এক পার্শ্বে, দক্ষিণ বা উপবার্দ্ধে, ঘাম। অঙ্গের বেদনাব উপশম।

জিহ্বা ;—অত্যন্ত পুরু, শাদা বা হল্‌দে ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত আস্বাদন, মুখে কুল্লী করিতে বাধ্য হওয়া।

জেল্সিমিয়ম্।

ব্যবহাব লক্ষণ :—শিশু, যুবা ব্যক্তি স্নায়বীয় বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ; নির্জনে থাকিবাব ইচ্ছা ; মাথা ঘোরা, মাথার পশ্চাৎ হইতে তাহাব আবস্ত ও তৎসহ সকল পদার্থ দুই দেখা ; মাংসপেশীর পরস্পর সহকারী সঞ্চালন শক্তির অভাব (loss of muscular co-ordination) ; কানের উপর মাথা বেড়িয়া যেন কিছু কসিয়া রহিয়াছে ; মাথায় বেদনা।

বৃদ্ধি :—আর্দ্রকালে ; বজ্রপাতযুক্ত ঝড়ের অগ্রে ; হঠাৎ

মানসিক উদ্বেগে; তামাকু সেবনে; দুঃসংবাদে; বিশ্রামে।

উপশম :—শীতল ও খোলা বাতাসে।

প্রকার :—১। ২ দিনান্তর পালা; প্রত্যেক পালার আক্রমণ কোন নিয়মিত সময়ে (য়্যারেনিয়া; সিড্রন, স্যাবা.)। স্বল্পবিরামজ্বর যখন পালাজ্বরে পরিণত হয় (বিপরীত, ব্যাপ্‌টি, ইউপে., কুইনি.,)।

সময় :—অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা। বেলা ১০টায় কম্পবিহীন জ্বর (ব্যাপ্‌টি., নে.মিউ)।

পূর্ব্বলক্ষণ :—মানসিক উদ্বেগ, প্রস্রাবধারণাক্ষমতা; তৃষ্ণা।

কম্প :—তৃষ্ণাশূন্যতা। হাত পায়ে কম্পের আরম্ভ (নূতন রোগীতে—পুরাতন রোগীতে নে. মিউ.), কম্প, পৃষ্টের মেরুদণ্ড দিয়া মাজা হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত, বারম্বার তরঙ্গবৎ উঠিতে থাকে। মেরুদণ্ড বহিয়া শিড়্ শিড়্ করা; যতই কম্প ছাড়ে ততই নিদ্রা আইসে (এপিস্)।

তাপ :—দাহকর উত্তাপ, মাথায় ও মুখে বেশী তাপ; নিদ্রাবেগ, অস্থিরতা, কখন কখন ঘাম; শিশু মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠে ও পড়িবার ভয়ে সম্মুখে যাহা পায়, জড়িয়া ধরে। আলোক ও শব্দ অসহ্য (বেলা;—শব্দাসহিষ্ণুতা ক্যাপ্‌সি)। অধিকক্ষণ স্থায়ী তাপ।

ঘর্ম্ম :—অধিক ও তাহাতে বেদনার উপশম (নে. মিউ.); সামান্য পরিশ্রমে ঘাম (সোরিনম্)।

জিহ্বা :—শাদা ও হল্‌দে মিশ্রিত লেপ; প্রায় পরিষ্কৃত; মধ্যে শাদা ও পাশে লাল। পুরু ময়লা হইলে, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ; তিক্ত আস্বাদন।

নাড়ী :—পূর্ণ, কিন্তু অনিয়মিত ও সবিরাম (ডিজি.); সূক্ষ্ম দুর্ব্বল ও প্রায় অপ্রাপ্য।

জ্বরবিরাম :—প্রায় নাই, বা সামান্য; মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা; রোগী স্নায়বীয় (nervous) খিট্‌খিটে ও সহজে ক্রুদ্ধ (ক্যাম,—অত্যন্ত খিট্‌খিটে, ন্যাকা., ব্রাই)। মাথাধরা, ধূমপানে তাহার বৃদ্ধি (ইগ্নে—ধূমপানে উপশম, ন্যাবেনি.)।

এই ঔষধে কম্পশূন্য নিয়মিত জ্বর বর্ত্তমান। শিশুদিগের পালাজ্বরে আর্সেনিকের ন্যায় ব্যবহার্য্য। তাহার সহিত প্রভেদ এই যে ইহাতে নিয়মিত পালা, তৃষ্ণাশূন্যতা, জ্বালাকর উত্তাপ ও অস্থিরতা বর্ত্তমান; আর শিশু ততদূর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয় না, পড়িয়া যাওয়ার ভয়, শিশুদিগের, একটী জ্ঞাপক লক্ষণ।

জেল্‌সিমিয়ম্‌।	ইগ্‌নেসিয়া।
সময় :—অপরাহ্ন; ২টা, ৪-৫টা ও রাত্রি ৯টা, নিয়মিত; প্রত্যহ এক সময়ে।	সময় :—বিশেষ লক্ষিত নহে। অপরাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যার সময় কম্প। অনিয়মিত; অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী।
প্রাতর্জ্বর কম্পশূন্য।	প্রাতর্জ্বরে কম্প বর্ত্তমান।
পূর্ব্বলক্ষণ :—কিছুই নাই, বা সামান্য।	পূর্ব্বলক্ষণ :—গা হাত পা ভাঙ্গা ও হাই তোলা।
কম্প, তৃষ্ণাশূন্যতা; হাত ও পায়ের পাতায় কম্পের আরম্ভ। কোমর হইতে করোটিপশ্চাৎ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড দিয়া তরঙ্গের	কম্প :—অত্যন্ত তৃষ্ণা; ঊর্দ্ধবাহু হইতে আরম্ভ হইয়া পিঠ পর্য্যন্ত। কম্পকালে মুখ

জেল্সিমিয়ম্।

স্নায়ু কম্পের শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চলন।

তাপ:—তৃষ্ণাশূন্যতা; চঞ্চল তাপের ঝলকের পর ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম:—অধিক; ক্রমশঃ আগত ও সকল বেদনার উপশমক।

জিহ্বা:—শাদা ও হল্দে মিশ্রিত দুর্গন্ধ নিশ্বাস, রক্তবর্ণ লালা।

জ্বরবিরাম:—প্রায় নাই অথবা সামান্য; পালাজ্বর প্রায়ই নিরত জ্বরে পরিবর্ত্তিত হয়।

ইগ্নেসিয়া।

লাল, ও তাপ প্রয়োগে তাহার উপশম।

তাপ:—তৃষ্ণাশূন্য; বাহ্যিক তাপ ও আরক্ততা কিন্তু আভ্যন্তরিক তাপের অবর্ত্তমানতা।

ঘর্ম্ম:—সামান্য ও ঈষদুষ্ণ, প্রায়ই শাখাঙ্গে অথবা শুদ্ধ মুখেতে।

জিহ্বা:—পরিষ্কৃত; লবণস্বাদীয় লালা; খাদ্যের স্বাদবিহীনতা।

জ্বরবিরাম:—সম্পূর্ণ; মুখ মালিন্য; একপ্রকার জ্বর প্রায়ই অন্য প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

কেলি কার্ব্বনিকম্ (Kali Carbonicum.)

জ্ঞাপক লক্ষণ:—প্রাচীনদিগের পীড়া, উদরী ও পক্ষাঘাত রোগে উপযোগী; কৃষ্ণবর্ণ কেশ; শিথিল শরীর, স্থূলকায়প্রাপ্তির প্রবণতা (গ্র্যাফাইটিস্)।

শরীরপোষক বা জীবনধারক রসের অধিক পরিমাণে ক্ষরণের পর; বিশেষতঃ রক্তশূন্য ব্যক্তিদিগের; (জীবনী শক্তির তেজের হ্রাস প্রযুক্ত ঔষধের কার্য্য হইতেছে না, কার্ব্বো ভে.)।

সূচীবেধবৎ ও চিড়িকমারা বেদনা; স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শুইলে বেদনার বৃদ্ধি (স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শুইলে ঐরূপ বেদনার উপশম, ব্রাইওনিয়া)।

স্পর্শনাসহিষ্ণুতা; সামান্য স্পর্শে, বিশেষতঃ চরণস্পর্শে, চম্কাইয়া উঠে;

একক থাকিতে বড অনিচ্ছা (আর্সে., বিস্‌মথ, লাইকো.; একত্র থাকিতে ইচ্ছা, ইগ্নে., ন. ভমি.)।

উপরস্থ অক্ষিপুট ও ভ্রূর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র থলিয়ার ন্যায় শোথযুক্ত স্ফীতি।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ সঙ্গম, গর্ভস্রাব, ও হামরোগের পর।

স্ফীত ও বেদনাযুক্ত পাকস্থলী, বোধ হয় যেন ইহা ফাটিয়া যাইবে। অত্যন্ত উদরাধ্মান; ভক্ষিত ও পীত দ্রব্য মাত্রেই বাষ্পে (Gas) পরিণত হয় (কার্ব্বো ভে.; আইওডিয়ম্)।

রজঃস্রাবের এক সপ্তাহ অগ্রে শরীর সচ্ছন্দ বোধ হয় না।

"যাহাদের ফুসফুসের ক্ষত আছে, তাহাদের পীড়া, এ ঔষধের ব্যবহার ব্যতীত, উপশমিত হয় না"। (হানিমান)।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের অবশিষ্ট কার্য্যবিশেষপূরক।

বৃদ্ধি :—রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পীড়ায়, বিশেষতঃ গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের; শীতল বায়ুতে; স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শয়নে।

উপশম :—উত্তাপে; উষ্ণ হইলে; উদ্গারে।

প্রকার :—প্রাত্যহিক; প্রত্যহ একভাবের। পৌনঃপুনিকজ্বরের সহিত ঘুংড়ীকাশী (ড্রসেরা)।

সময় :—প্রাতে ৯টা; দ্বিপ্রহর; বৈকালে ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, প্রাতে ৯টার সময় কম্পশূন্য জ্বর।

কম্প :—তৃষ্ণার সহিত, আহারের পর ও সন্ধ্যার সময় অধিক কম্পবোধ (ন. ভমিকা)। শয্যাতে ও নড়াচড়ামাত্রেতেই কম্পবোধ (ন ভমি , হেপার)। কম্পের পর উত্তাপ, আবার কম্প। শুইলে ও অগ্নির নিকট থাকিলে সন্ধ্যাকালীন কম্পের উপশম (বাহ্যিক উত্তাপে কম্প উপশমিত, আর্সে., ইগ্নে. :—বাহ্যিক উত্তাপে কম্পের বৃদ্ধি, এপিস্, ইপেকাক)। বেদনার সহিত কম্প (পল্‌সে. ,—কম্পকালীন সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, আর্সে.); গৃহের বাহিরে আসিলে কম্পের বৃদ্ধি (উষ্ণ গৃহ হইতে খোলা বায়ুতে যাইলে কম্পের বৃদ্ধি, পল্‌সে.)। নিয়ত কম্পবোধ; আভ্যন্তরিক উত্তাপ হেতুক অত্যন্ত তৃষ্ণা, হস্ত উত্তপ্ত; আহারে অস্পৃহা, শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থল চাপিয়াধরা-বোধ; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। কম্পের পর বিবমিষা ও পিত্তবমন।

"সন্ধ্যার সময় কয়েক মিনিটের জন্য অত্যন্ত কম্প; তিনি শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়েন, ইহার পর বিবমিষা, বমন এবং সমস্ত রাত্রি বক্ষে আক্ষেপিক বেদনা, ইহার সহিত হাঁপানি, আভ্যন্তরিক উদ্বেগ ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম" (হানিমান)।

তাপ :—তৃষ্ণাবিহীন ও ইহার সহিত দীর্ঘ দীর্ঘ হাঁইতোলা, মস্তকে ও বক্ষে বিদ্ধনবৎ বেদনা ও উদরে দপ্‌দপানিবোধ। আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও বাহ্যিক কম্প (কম্পের সহিত তাপের মিশ্রণ, আর্সে .;—আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও বাহ্যিক শীতলতা, আর্ণিকা, ক্যাল্কে. কা., থুজা)। কম্প ও উত্তাপের সহিত

শ্বাসকষ্ট। গালের ও হাতের শুষ্ক উত্তাপের সহিত হাঁফানি। মুখ,উত্তপ্ত ও লাল; এবং চরণ,বরফের ন্যায় শীতল (সিপিয়া)।

ঘর্ম্ম:—সমস্ত রাত্রি উপশমবিহীন ঘর্ম্ম (হেপার:—ঘর্ম্মেতে উপশম, ল্যাকেসিস্)। বগল ও বিটপের ঘর্ম্ম; শরীরের উপরাংশেও আহারের পর ঘর্ম্ম; সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম। লেখা, পড়া প্রভৃতি সামান্য মানসিক পরিশ্রমেতেই ঘর্ম্ম (সিপিয়া:—সামান্য কায়িক পরিশ্রমে ঘর্ম্ম, ব্রাইওনিয়া)। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে ৩টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উত্তাপের সহিত অপরিমিত উষ্ণ ঘর্ম্ম।

জিহ্বা:—শাদা; অগ্রভাগে টাটানি; মন্দ, তিক্ত বা পানসে স্বাদ।

জ্বরবিরাম:—বক্ষঃস্থলে চাপা বোধ হওয়া; যকৃৎ প্রদেশ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শনাসহিষ্ণু। আহারে, বিশেষতঃ রুটিতে, অস্পৃহা। প্রবল তৃষ্ণা, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, ও সন্ধ্যায়। প্রাতে মুখেতে মন্দ আস্বাদন, ক্ষুধা না থাকা; আহারে বিরক্তি, রুটিতে অস্পৃহা, চক্ষুপুটের জুড়িয়া যাওয়া।

রস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন:—Rhus Toxicodendron.

ব্যবহার লক্ষণ:—বাতগ্রস্থতা, ভেজার মন্দ ফল; পেশী বা অঙ্গ মচ্কাইলে; সৌত্রিকবিধানের (fibrous tissue) পীড়া, (মাস্তক বিধানের, ব্রাই.)।

মচ্কান বেদনার, মধ্যরাত্রির পর ও আর্দ্র কালে, বৃদ্ধি;

অত্যন্ত অস্থিরতা; বেদনার উপশমের জন্য শয্যায় কেবল স্থান পরিবর্ত্তন। মাংসপেশীর বাত; সায়াটিকা (বাম)।

দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে মাথাঘোরা, শুইলে বৃদ্ধি (শুইলে উপশম, এপিস্)। মুখের কোনে ক্ষত; মুখ বেড়িয়া জ্বরঠুঁটো বা ফোস্কা।

বৃদ্ধি ঃ—বাতের পূর্ব্বে; শীতল ও আর্দ্রকালে; রাত্রিতে, শীতলতায়; বিশ্রামে।

উপশম;—তাপে ও শুষ্ক উষ্ণকালে; কাপড় গায়ে; নড়াচড়ায়; পীড়িত অঙ্গের চালনায়।

এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ এই যে সমস্ত বেদনার, বিশ্রামে বৃদ্ধি, ও নড়াচড়ায় উপশম।

প্রকার ঃ—সকল প্রকার।

সময়;—অপরাহ্ণে ৫, ৬, ৭ ও ৮ টায়। প্রাতে ৬ টা—১০ টায় কম্পনশূন্য জ্বর, সন্ধ্যাকালীন আক্রমণের প্রবলতা।

কারণ,—ভেজা, বাত; বারম্বার স্নান, স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস। আর্দ্রকালে জ্বর।

পূর্ব্ব লক্ষণ,—হাঁইতোলা; গা হাত পা ভাঙ্গা; চোক পোড়া। শুষ্ক ক্লান্তিকর কাসি, কম্পের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া, কম্পকালীন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান (স্যাম্বুকস্)।

কম্প,—একপার্শ্বে, প্রায়ই দক্ষিণ পার্শ্বে, আরম্ভ (ব্রাই.); ঐ পার্শ্বের হাত পা প্রথমে ঠাণ্ডা হয়। গা হাত পা ভাঙ্গা; অঙ্গে বেদনা ও শরীরের কম্প; তৃষ্ণা; ঠাণ্ডা হাত; লাল ও উত্তপ্ত মুখ; এককালীন কম্পযুক্ত তাপ ও ঘর্ম্ম (পর্য্যায়ক্রমে বা এককালীন কম্প ও উত্তাপ, আণ্টি, টা., আর্সে.,

ক্যান্থে. কা.)। খোলা বাতাস হইতে উষ্ণ গৃহে যাইলে, তৃষ্ণাবিহীন কম্প (তদ্বিপরীত, পল্সে.)। কেবল আভ্যন্তরিক শীতলতা। সন্ধ্যার সময় ভয়ানক কাঁপনি, যেন কেহ, কেবল ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা মারিতেছে; আহার ও পানে কাঁপনির বৃদ্ধি। অস্থিরতা (সকল অবস্থাতেই, আর্সে.); শুষ্ক ও ক্লান্তিকর কাসি (ব্রাই.)

তাপ;—তৃষ্ণা বর্ত্তমান। হাঁইতোলা, ঘুম আসা; ক্লান্তি; অত্যন্ত উত্তাপ, যেন শিরার মধ্যে গরম জলের সঞ্চলন হইতেছে। কাসি না থাকা, শরীরে অত্যন্ত চুল্কান ও আমবাত বাহির হওয়া (কম্প ছাড়িবার সময় আমবাত, এপিস্, কম্পের পূর্ব্বে ও সময়ে, হেপার; তাপ ও ঘাম কালীন, রস্; কেবল তাপের সময়ে, ইগ্নে.); অত্যন্ত অস্থিরতা (আর্সে.)। আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বাহ্যিক শীতলতা। মস্তক ও হস্তের উত্তাপ, এবং কাণ্ডের কম্প বা তদ্বিপরীত। শরীরের বাম পার্শ্বের উত্তাপ ও দক্ষিণ পার্শ্বের শীতলতা। নড়িলে বা গায়ের কাপড় খুলিলে শিহরণ।

ঘর্ম্ম;—অত্যন্ত, গন্ধশূন্য, কিন্তু ক্লান্তিকর নহে (স্যাম্বুকস্); অত্যন্ত চুল্কানযুক্ত আমবাত ও ঘামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোপ। ঘামের সময় নিদ্রা (পড.)। ঘামে সমস্ত বেদনার উপশম নহে (নে. মিউ. ন্যাট্র)। মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম (বিপরীত, সিলি.), বা তদ্বিপরীত।

জিহ্বা;—একপাশে শাদা ময়লা; দাঁতের দাগ (মার্ক্; পড.); আগা, লাল ও শুষ্ক। ঠাণ্ডা দুগ্ধের ও ঠাণ্ডা জলের আকাঙ্ক্ষা।

জ্বর বিরাম ;—বিশেষ লক্ষিত নহে। নিয়ত নড়াচড়ায় সোয়াস্তি। নিয়ত অস্থিরতা ; স্থির হইয়া বসিতে না পারা ; শয্যায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করা, কিন্তু কিছুতেই উপশম না হওয়া।

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্।

সময় ঃ—প্রাতে ৪—৯ টা, ১০—১১ টা ; বৈকালে ৪—৭ টা। প্রাতে ১০—১১ টায়, জ্বর, কম্প শূন্য।

কারণঃ—লবনাক্ত বা বিশুদ্ধ জলাশয, নদী, বা পুষ্করিণীর বাষ্প গ্রহণ। নূতন কর্ষিত ভূমির নিকট বাস।

পূর্ব্বলক্ষণ ঃ—কম্পের ভয়। আলস্য'; মাথাধরা ; তৃষ্ণা, বিবমিষা ও বমন।

কম্প ঃ—তৃষ্ণা, বর্ত্তমান ; ঠোঁট ও নখ,' নীল ; মাথা-ফাটা বোধযুক্ত শিরঃপীড়া, অত্যন্ত কাঁপনি ; হাডে বেদনা ও দাঁতে দাঁত লাগা ; গাবমি ; বমন

রস্ টক্স্।

সময়ঃ—প্রাতে ১০ টা ; সন্ধ্যায় ৭ টা ও সমস্ত রাত্রি স্থায়ী।

কারণঃ—বাত, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জলে স্নান ও ভেজা ; সাঁতার দেওয়া।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—চোক পোড়া ; অঙ্গে বেদনা ও অঙ্গ ছোড়া ; শুষ্ক ও ক্লান্তি-কর কাসি।

কম্পঃ—মিশ্রিত ও অনিয়মিত ঃ অত্যন্ত কাঁপনি, যেন কেহ বরফজলের ঝাপ্টা মারি-তেছে বা শিরার মধ্যে রক্ত শীতল হইয়া সঞ্চালিত হইতেছে। বাম পা, হাত ও অঙ্গের শীতলতা। খোলা বাতাস হইতে গরম ঘরে

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্।

এবং কখন কখন অজ্ঞান, হাতের ও পায়েব আঙ্গুলে কম্পের আবস্ত।

তাপঃ—তৃষ্ণা বর্ত্তমান। মাথাঘোরার বৃদ্ধি, অজ্ঞান ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। অধিক ও বহুক্ষণস্থায়ী বিবমিষা এবং বমন।

ঘর্ম্মঃ—তৃষ্ণা বর্ত্তমান, অত্যন্ত অধিক ও ক্রমশঃ সমস্ত বেদনাব উপশমক। শীত শীতকবা।

জিহ্বাঃ—ময়লাব দ্বাবা চিত্র বিচিত্রিত; দদ্রুব ন্যায় জিহ্বায় হার্পিস্, হল্‌দে ময়লা, লবণের আকাঙ্ক্ষা। মুখ বেড়িয়া শ্রেণীবদ্ধ ফোস্কা।

রস্ টক্স্।

যাইলে কম্প। শুষ্ক ও ক্লান্তিকর কাসি।

তাপঃ—অত্যন্ত তাপ, যেন রক্তাধারেব মধ্য দিয়া গরম জলেব সঞ্চলন হইতেছে। সমস্ত শবীবে আমবাত, ও অত্যন্ত চুল্‌কানি। অস্থিরতা, সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন, কিন্তু কিছুতেই শ্রান্তিদায়ক স্থান না পাওয়া।

ঘর্ম্মঃ—মুখব্যতীত, সমস্ত শরীরে, অথবা তদ্বিপরীত। অত্যন্ত অধিক, কিন্তু দুর্ব্বলকাবক নহে। ঘর্ম্ম কালীন অত্যন্ত কাঁপনি।

জিহ্বা ঃ—শাদা, বা এক পাশে মাত্র শাদা, আগা শুষ্ক ও ত্রিকোনাকৃতিলাল। সুরায় বিতৃষ্ণা। আহার ও পানের পর দুর্গন্ধ আস্বাদন। উপরকার ঠোঁটে ফোস্কা।

সল্‌ফর (Sulphur)

ব্যবহার লক্ষণ :—গণ্ডমালীয় ধাতু ; শৈরিক (বিশেষতঃ পোর্টাল শিরাসমূহের) রক্তাধিক্য। স্নায়বীয় ধাতু, উদ্ধত স্বভাব। ক্ষীণব্যক্তি, যাহারা ঘাড় হেঁট করিয়া চলে। দাঁড়াইলে কষ্টের আধিক্য। চর্ম্মরোগ প্রবণতা (সোরিণম্)। যেখানে উপযোগী ও ব্যবহৃত ঔষধের কোন ফল হইতেছে না, বিশেষতঃ তরুণরোগে (পুরাতন রোগে, সোরিণম্)। স্ফোট বসিয়া যাইলে যে সকল পুরাতন গণ্ডমালীয় রোগ উদ্ভূত হয়। পীড়া আরাম হইয়াও বারম্বার দেখা দিতেছে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক অবসন্নকর শিরঃপীড়া ও তৎসহ পার পাতা ঠাণ্ডা ও মাথা গরম হওয়া। মাথার চাঁদি সর্ব্বদা গরম, পার পাতা ঠাণ্ডা, কিন্তু তেলো সর্ব্বদা জ্বলে। দ্বিপ্রহর রাত্রির পর উদরাময় ; প্রত্যুষে রোগী বিছানা হইতে শীঘ্র উঠিয়া যায়, পাছে বেগ সামলাইতে না পারে। আলোজের অবশিষ্ট কার্য্যপূরক।

বৃদ্ধি :—বিশ্রামে ; দাঁড়ানে, মধ্যরাত্রির পর, বায়ুর পরিবর্ত্তনে, শয্যার উত্তাপে ; প্রক্ষালনে ও স্নানে।

উপশম :—তাপে ; শুষ্ক ও গ্রীষ্মকালে ; অঙ্গ আকর্ষণে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়ায়।

প্রকার :—১২ দিনান্তর পালা ; দ্বৌকালীন ; বাৎসরিক (আর্সে. ; কার্ব্বো ভে. ; ল্যাকে. ; নে. মিউ. ; থুজা.)

সময় :—স্থির নাই ; সন্ধ্যাই প্রধানতঃ।

পূর্ব্বলক্ষণ :—কম্পবিহীন সান্ধ্য জ্বর। তৃষ্ণা (ক্যাপ্‌সি., ইউপে., পল্‌সে.,—পূর্ব্বলক্ষণ ও জ্বরবিরামেই কেবল পান করিতে সমর্থ, সাইমেক্‌স)।

কম্প ঃ—তৃষ্ণাশূন্যতা ; বারম্বার আভ্যন্তরিক কম্প ও সমস্ত শরীরের কাঁপনি ও কাঁটা দেওয়া, কিন্তু তৎপরে তাপ বা তৃষ্ণার অভাব (বোভিষ্টা)। নাক, হাত, পার পাতা, বক্ষঃ ও পেটের ক্ষণস্থায়ী শীতলতা। শয্যায় সামান্য নড়াচড়ায় শিহরণ (ন. ভমি ; ষ্ট্রামো.)। সন্ধ্যায় পৃষ্ঠে কম্প, কিন্তু পরে উত্তাপের অভাব। শিরঃপীড়া সহ, সন্ধ্যায় কম্প (সিপি.)। ত্রিকাস্থি হইতে, কম্প, পিট দিয়া নিয়তঃ সুড় সুড় করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী তাপ ও তৃষ্ণা থাকে না। চরণে, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে, কম্পের আরম্ভ (ব্রাই., কার্ব্বো. ভে., নে. মিউ ; সিপি)। সন্ধ্যায় কম্প, মুখ নীল, হাত ও চরণ ঠাণ্ডা, পরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম (আর্সে., বেলা., বস্)।

তাপ ঃ—তৃষ্ণা বর্ত্তমান। শরীরের কম্পবোধের সহিত মুখে বারম্বার তাপের ঝলক (সিপিয়া)। হাতের ও পার তেলোতে জ্বলনকর উত্তাপ, বা পার পাতা ঠাণ্ডা, কিন্তু তেলো জ্বলিতেছে, তজ্জন্য শীতল স্থানে পা রাখিতে বাধ্য হওয়া ; হাতের অত্যন্ত জ্বালার সহিত সজোরে রক্তসঞ্চালনের লক্ষণ। বারম্বার তাপের ঝলক, ঘাম ও মোহেতে তাহার পরিণতি। (শরীর ও মুখমণ্ডলের) পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও কম্পভাব (আর্সে., ক্যাল্কে. কা.)।

ঘর্ম্ম ঃ—প্রাতে জাগার পর প্রচুর ঘাম (জাগায় ঘাম, নিদ্রিতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ, স্যাম্ব্)। রাত্রিতে, সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘাম ও অস্থির নিদ্রা (সমস্ত রাত্রি উপশমহীন ঘর্ম্ম, কেলি কা.)। সামান্য নড়াচড়ায় ও কায়িক পরিশ্রমে ঘাম (ব্রাই., সামান্য উদ্যমে বা মানসিক পরিশ্রমে, সিপি.)।

বেড়াইতে, পড়িতে, লিখিতে, কহিতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম। অপর্য্যাপ্ত অম্লগন্ধী রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

জিহ্বা :—শাদা ও হল্‌দে ময়লা; দিবসে ক্রমশঃ ইহা খসিয়া গিয়া, সন্ধ্যার সময় জিহ্বা পরিষ্কৃত ও লাল হয়। প্রাতে মুখের তিক্ততা। দুগ্ধ সহ্য হয় না, অম্ল হয় ও উদ্গার উঠে।

জ্বরবিরাম :—প্রত্যেক আক্রমণের পর অবসন্নতা (আর্সে)। ব্রহ্মতলে জ্বলনোত্তাপ। প্রত্যূষে উদরাময়।

যেখানে রোগ নির্ণয় করিতে পারা যাইতেছে না, সেখানে ২।১ বার সল্‌ফার দিলে রোগ লক্ষণ স্থির হইবে। সলফরের বেশী ব্যবহার ও কুইনাইনের কম ব্যবহার করিলে আমরা অধিক কৃতকার্য্য হইব।

ভিরেট্রম আল্বম্—(Voratrum Album.)

ব্যবহার লক্ষণ :—যেখানে জীবনীশক্তির শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইতেছে। কপালে শীতল ঘাম। উন্মত্ততা—সমস্ত ছিঁড়িবার ইচ্ছা। একা থাকিতে চাহে না, কিন্তু কথা কহিবে না। সামান্য শ্রমে মোহ।

মুখ মলিন, নীল, ও বসা; চেহারা বসা; শয়িতাবস্থায় লাল, উঠিয়া বসিলে উহা মলিন (একনাইট)।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল অধিক ও কঠিন; সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে, নক্সভমিকা প্রকৃত ঔষধ হইলেও, যখন কৃতকার্য্য হয় না।

ওলাউঠা; বমন ও বিরেচন; মল অধিক, জলবৎ, অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী ও হড় হড়্ করিয়া বাহির হয়; ভীতির পর

বিবেচন। বমন ও বিবেচনের সহিত রজঃকৃচ্ছ্রতা। অহিফেন ও তামাকু সেবনেব মন্দ ফল।

বৃদ্ধি ঃ—পানেব পব ; মল নিঃসরণের সময়ে ও পূর্ব্বে, কুল্লি সেবনে।

উপশম ঃ—মাথা তুলিলে ; বসিলে ও শুইলে

প্রকাব ঃ—১।২।৩ দিনান্তব পালা। বক্তাধিক্যযুক্ত ও শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বলকাবী। নিযমিত পালা বিশেষ লক্ষিত। পালা ভাব বিশেষ লক্ষিত।

সময় ঃ—প্রাতে ৬টা।

পূর্ব্বলক্ষণ ঃ—ঘর্ম্ম (ন. ভমি)।

কাবণ ঃ—ওলাউঠা সংযুক্ত। ওলাউঠার প্রবলতায় পালাজ্বব। প্রায বহুব্যাপী ভাবযুক্ত (Genus epidemicus)

কম্প ঃ—তৃষ্ণাযুক্ত,দীর্ঘকালস্থায়ী,বক্তাধিক্যযুক্ত (Congestive) কম্প, বাহ্যিক উত্তাপে উপশমিত নহে (য়্যাবেনিয়া ; ক্যাম্ফব)। কম্পেব সহিত শীতলতা ও তৃষ্ণা, কিন্তু পরবর্ত্তী উত্তাপেব অভাব। তৃষ্ণাব সহিত, মাথা হইতে পাব আঙ্গুল পর্য্যন্ত, আভ্যন্তরিক কম্প। পান কবিলে বৃদ্ধিযুক্ত, সমস্ত শরীরের শীতলতা (আর্সে ; ক্যাপ্সি. ; ইউপে. ; নক্স) ; বিছানা হইতে উঠিলে কম্পেব হ্রাস, হস্ত বাহিব করিলে কম্পের বৃদ্ধি, (বেবা. কা., ক্যাম্ফা.)। শবীবেব এক একটী স্থানে পর্য্যায়ক্রমে শীতলতা ও উত্তাপ (পল্সে.)। মুখ, শীতল ও বসা। শাখাঙ্গ, শীতল। চর্ম্ম, শীতল ও আটা আটা। প্রবল বাহ্যিক শীতলতা। বমন ও রেচন (বিবমিষা বমন ও রেচন; ইপে.)।

তাপ ঃ—তৃষ্ণার সহিত আভ্যন্তরিক তাপ ; শাখাঙ্গ হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাপ উঠা (কম্প নাবে) ; পৃষ্ঠ বহিয়া করোটি-পশ্চাৎ পর্য্যন্ত উত্তাপের ধাবন (জেল্‌সি.)। কপালে প্রথমতঃ গরম, পরে নিয়ত শীতল ঘাম। মুখের আরক্ততা ও তাপ ; গালের আরক্ততা ও জ্বলন এবং তৎসহ মণিদ্বয় সঙ্কুচিত ও পার পাতা ঠাণ্ডা (ওপিয়ম্—মণির বিস্তৃতি, বেলা.)। শিরার মধ্য দিয়া রক্তের শীতল ভাবে ধাবন।

ঘাম ঃ—তৃষ্ণা না থাকা ; ঘাম অধিক, শীতল ও আটা আটা (তৃষ্ণার সহিত অধিক ঘাম, আর্সে. ; সিঙ্ক.)। ঘামের সহিত মৃতবৎ মলিন মুখ, ঘামে দুর্গন্ধ ও উহাতে কাপড়ে হল্‌দে দাগ হওয়া। প্রতিবার নড়াচড়ায় সহজে ঘাম হওয়া (ব্রাই ; হেপার)। প্রত্যেক মলনিঃসরণের ও শ্লেষ্মাবমনের পর কপালে শীতল ঘর্ম্ম। কম্পের পূর্ব্ব হইতে ঘামের আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী কম্প পর্য্যন্ত তাহার বর্ত্তমানতা।

জিহ্বা ঃ—শাদা বা হল্‌দে পাটল মিশ্রিত ; শীতল, অগ্রভাগ ও ধার লাল ; স্ফীত। শীতল জল, বরফজল, ও সমস্ত দ্রব্য শীতল চাওয়া।

নাড়ী ঃ—সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, ধীর ও জ্বরবিরামে আরও ক্ষীণ।

জ্বরবিরাম ঃ—সাধারণ অবসন্নতা ও শীঘ্র শীঘ্র শক্তির হ্রাস ; দীর্ঘশ্বাস ; বুকে চাপ বোধ, মুখ বিবর্ণ ও শীতল, এবং কপালে ঘাম। ক্ষীণ হৃৎকম্পন ; পেটে ও অঙ্গে পেশীর খেঁচুনি ; অত্যন্ত বমন ও বিরেচনে অধিক তৃষ্ণা ; শাখাঙ্গ নিয়ত শীতল। চর্ম্ম ঈষৎনীল, শীতল ও অস্থিতিস্থাপক।

আর্ণিকা মণ্টানা।

ব্যবহার লক্ষণ ঃ—স্নায়বীয় ধাতু ; অল্পেতেই অধিক কষ্ট পাওনা। আঘাত জনিত পীড়া, সর্ব্ব শরীরে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় থেঁৎলান বেদনা। সকল বিছানাই কঠিন বোধ হওয়ায়, নরম স্থান পাইবার জন্য কেবল সরিয়া সরিয়া বেড়ান (বেদনার উপশমের জন্য সরিয়া বেড়ান রস্—ব্যাপ্টি. দেখ)। শরীরের ঊর্দ্ধাংশ উষ্ণ, নিম্নাংশ শীতল। মুখমণ্ডল, বা মস্তক ও মুখ উষ্ণ কিন্তু শরীর শীতল। অচৈতন্যঃ-প্রশ্ন করিলে, স্পষ্ট উত্তর দান, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অচৈতন্য ও প্রলাপ (এক ছত্র কথনের মধ্য স্থলে নিদ্রিত হইয়া পড়া, ব্যাপ্টি.)। স্পৃষ্ট হইবার আশঙ্কা।

বৃদ্ধি ঃ—বিশ্রামে, শয়নে ; স্নরায়।

উপশম ঃ—সংস্পর্শ, নড়াচড়া।

সময় ঃ—স্থির নাই, প্রায়ই রাত্রি ৪টায়, অপরাহ্নে বা বৈকালে।

প্রকার ঃ—১।২ দিন অন্তর পালা। রক্তাধিক্যযুক্ত (Congestive) (ইউপে. পা.)

আর্ণিকা।	ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্।
পূর্ব্বলক্ষণ ঃ—শীতল জলের তৃষ্ণা (ইউপে. পা)। হাঁই-তোলা, ও গা হাত পা ভাঙ্গা ; যেন অস্থি বেষ্টে আকর্ষক বেদনা ; পানে উপশম (নে. মিউ.)	পূর্ব্বলক্ষণ—পিঠে ও শাখাঙ্গে যেন হাড় ভাঙ্গিয়াছে, এরূপ বেদনা। তৃষ্ণা—যেরূপ আকাঙ্ক্ষা, রোগী, সেরূপ পান করিতে পারে না, কিন্তু পান করিলে

আর্নিকা।

তৃষ্ণা—অধিক পরিমিত শীতল জলের, তাহাতে সুস্থ বোধ করা।

কম্প—তৃষ্ণা, অধিক পানান্তে বমন (আর্সে)। যেন শীতল জল প্রক্ষিপ্ত হইতেছে এইরূপ কম্প (রস্- যেন শীতল জলের ঝাপ্টা মারা হইতেছে, আণ্টি. টা)। পৃষ্ঠ ও শাখাঙ্গের মাংসপেশীতে থেঁৎলান বেদনা, অস্থিতে টাটানি (নে মিউ.; রস্); সর্ব্ব শরীরের টাটানি(ব্যাপ্টি)। পাকস্থলী প্রদেশে কম্পের বিশেষ অনুভূতি। এক গাল লাল ও উত্তপ্ত; মুখ লাল ও মস্তকে উত্তাপ কিন্তু সর্ব্ব শরীরে ও মস্তকে কম্প। বিছানার কাপড় নাড়িলে কম্প(এক.,রস্— নিয়ত কাপড় গায় দিতে ইচ্ছা, ন. ভমি.)।

ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্।

কম্প শীঘ্র শীঘ্র আইসে ও বিবমিষা উৎপন্ন হয়।

কম্প—তৃষ্ণা বর্ত্তমান. কিন্তু পান করিলে গা বমি বমি করে। মাথা ধরার সহিত পিঠে ও হাড়ে যেন ভাঙ্গিয়াছে এরূপ বেদনা।

তাপ— তৃষ্ণা কম, কিন্তু হাড়ের বেদনা ও মাথাধরার বৃদ্ধি, তাপ আসিবার পূর্ব্বে পিত্ত বমন (অম্ল বমন, লাইকো)।

ঘর্ম্ম—প্রায় নাই, যদি থাকে তাহা সামান্য; জ্বর ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মাথাধরা থাকে; মাথাধরা ছাড়া ঘামেতে সকল বেদনা উপশম করে (সকল বেদনা উপশম, নে. মিউ)

জ্বরবিরাম—কম্প আসিবার পূর্ব্বে হাড়ে বেদনা, কিন্তু ঘামের সঙ্গে২ অন্তর্হিত

আর্ণিকা।	ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্।
তাপঃ—তৃষ্ণার হ্রাস, শুষ্ক উত্তাপ, দুর্ব্বলতা, উঠিয়া বসিলেই মোহ (এক)। নড়িলে বা কাপড় সরাইলে কম্পভাব (এপিস্, নক্স্, বস্, সকল অবস্থাতেই)। হস্ত ও চরণের শীতলতা সহ, প্রবল আভ্যন্তরিক উত্তাপ। উত্তাপের অসহ্যতা (এপিস্, পল্সে.), গায়ের কাপড় খুলিবার চেষ্টা, কিন্তু তাহা করিলেই কম্পভাব। পেশীর টাটানির আধিক্য। শুইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া, কিন্তু তাহাতে শয্যার কাঠিন্য বোধ, এবং নরম স্থান পাইবার জন্য ক্রমাগত সরিয়া সরিয়া বেড়ান।	হয়। জ্বর বিরামে কিছুই থাকে না। সরল কাসি; রাত্রি কালীন ঘর্ম্ম।
ঘর্ম্ম ঃ—নূতন রোগেতে প্রায় না থাকা; পুরাতন রোগেতে মন্দ ও অম্লগন্ধী, এবং কিঞ্চিৎ শীতল ও	

আর্ণিকা।

আটা আটা। ঘর্ম্মে বৃদ্ধি (আণ্টি. ক্র.,ইপে.)। মাথা ধরা ও টাটানি থাকে কিন্তু বেদনা ও অস্থিবেষ্টে আকর্ষণবোধ, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয় (ঘর্ম্মের সহ সমুদয় বেদনার বিলোপ, নে মিউ)।

জিহ্বা ঃ—কখনই পরিস্কৃত থাকে না। প্রশ্বাস অম্লগন্ধী ও দুর্গন্ধী। স্বাদ, তিক্ত ও পচা ডিমের ন্যায়

জ্বরবিরামঃ—শিরঃপীড়া; মাংস পেশীর টাটানি ও থ্যাঁৎ লান ভাব বর্ত্তমান। পচা ডিমের ন্যায় উদ্গারের আস্বাদন। মুখ, হরিদ্রা বর্ণ, তিক্ত আস্বাদন।

ইউপেটোরিম্ পার্ফলিয়েটম্।

ইউপেটোরিয়ম্ পর্প্যুরিয়ম্।

ইউপেটোরিয়ম্ পর্প্যুরিয়ম্

প্রকারঃ—দ্বিগুণ টার্সিয়ান।
১ দিনান্তর পালার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পালা।

সময়ঃ—দিবসের বিভিন্ন সময়।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—হাতে ও পায়ের হাড়ে বেদনা। দমে দমে শুষ্ক ও খক্‌খকানি কাসি।

কম্প ঃ—তৃষ্ণা না থাকা বা অল্প পানীয়ের তৃষ্ণা। মাজায় আরম্ভ হইয়া, সর্ব্বশরীরে কম্প, বিস্তীর্ণ হয়। কম্প ছাড়িবার সময় গা বমি করে, কিন্তু বমন হয় না।

তাপ ঃ—অধিককালস্থায়ী, তৃষ্ণা, তাপ ছাড়িবার সময় হাড়ে বেদনা ও বুভুক্ষা। (সিনা, সিংকনা)

ঘর্ম্ম ঃ—ঘামের সময় সামান্য নড়াচড়াতেও শীতবোধ।

জ্বরবিরামঃ—মাথা ঘোরা ও

ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্।

প্রকারঃ—১ দিনান্তর পালা।

সময়ঃ—প্রাতে ৭-৯ টা, এক দিন। পর দিন ১২ টা।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে তৃষ্ণা এবং পিঠে ও হাড়ে বেদনা

কম্প ঃ—শীতল জলের জন্য অত্যন্ত তৃষ্ণা; কম্পের সহিত হাড়ে ও পিঠে বেদনা; হাঁইতোলা, গা হাত পা ভাঙ্গা এবং দপ্‌দপানি মাথা ধরা। পানে শীঘ্র ২ কম্প আনায় ও বমন উৎপাদন করায়।

তাপঃ—নিদ্রা; গোঙ্গান শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। একঢোক জলপানেও গা কাঁটা দিয়া উঠে—(ক্যাপ্‌সি)

ঘর্ম্মঃ—ঘামের সঙ্গে ২ হাড়ের বেদনা অন্তর্হিত হয়।

ইউপেটোরিয়ম্ পর্পূরিয়ম্।	ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্।
বামদিকে পড়া। প্রস্রাব, অধিক বেগ ও জ্বালা যুক্ত।	জ্বরবিরামঃ—বর্ণ, হরিদ্রা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রক্ত শূন্যতা। সামান্য কম্প ও অত্যন্ত ঘাম, বা অত্যন্ত কম্প ও সামান্য ঘাম।

ব্যাপ্‌টিসিয়া টিংটোরিয়া।

ব্যবহার লক্ষণ ঃ—বৃদ্ধ লোকের গৃহিণী; শিশুদিগের দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত; স্রাবে দুর্গন্ধ; নিশ্বাস, মল, প্রস্রাব, ও ঘাম, সকলই দুর্গন্ধযুক্ত। মোহ; কথা কহিতে কহিতে নিদ্রা। রোগী যে ভাবে থাকুন না কেন, শয়িত পার্শ্বে, টাটানি ও থ্যাঁতলান বেদনা বোধ হয়। (আর্নি.)। প্রায়ই আন্ত্রিক জ্বরে ব্যবহার্য্য।

সময় ঃ—প্রাতে ১১ টা। প্রত্যহ অপরাহ্নে, কম্প জ্বর ও ঘর্ম্ম।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—আলস্য ও অসুস্থতা।

কম্পঃ—সমস্ত দিন শীত ২ করা, সমস্ত শরীরে টাটানি ও থেঁৎলান বোধ (আর্নি) কম্প পিঠ দিয়া উঠিতেছে ও নাবিতেছে (জেল্‌সি.)।

তাপ ঃ—সমস্ত শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত এবং মধ্যে ২ কম্প পিঠ

দিয়া উঠে ও নাবে; উত্তাপের ঝলক (আর্স.)। মাজা হইতে তাপ চারিদিকে যাইতেছে। (জেল্‌সি.)।

ঘর্ম্মঃ—দুর্গন্ধ যুক্ত, কিন্তু অত্যন্ত অধিক নহে।

জ্বরবিরাম ঃ—কিছুই ভাল লাগে না। দুর্ব্বল, অস্থির, সর্ব্বদা এস্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িতে চাহে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcaria Carb.)

ব্যবহার লক্ষণঃ—গণ্ডমালীয় ধাতু, দুর্ব্বলতা, সিঁড়িদিয়া উঠিতে মাথাঘোরা। শিশুদিগের থল্‌থলে শরীর, এবং সহজে ঘামে, ও ঠাণ্ডা লাগে, মাথা ও পেঠ বড়; ফণ্টানেল ও মাথার হাড়ের জোড় অযুক্ত, নিদ্রাবস্থায় মাথার ঘাম; দন্ত উঠিবার কালীন পীড়া।

স্ত্রীলোকগণ যখন অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে; ঋতু অতি অল্প বয়সে আরম্ভ হইয়া অধিক পরিমাণে হয় ও অধিক কাল থাকে; অবশেষে ঋতু লুপ্ত বা যৎসামান্য হয়। পা সর্ব্বদা শীতল; সামান্য উত্তেজনায় ঋতুস্রাবের আরম্ভ।

শীতল বায়ু ভাল লাগে না। দীর্ঘ ও ক্ষীণ ব্যক্তি দিগের ফুস্‌ফুসের পীড়া। যখন রীতিমত আহারাদি সত্ত্বে তদুপযুক্ত রক্ত জন্মায় না; রীতিমত অস্থিপুষ্টি হইতেছে না এবং শিশু হাঁটিতে শিখে না।

সময় ঃ—দিনে বেলা ২ টার সময়।

কারণ ঃ—যাহাদের সর্ব্বদা জলে দাঁড়াইয়া বা ভিজিয়া কাম করিতে হয়।

পূর্ব্বলক্ষণ ঃ—মাথা ও শরীর ভারি হওয়া; সমস্ত গ্রন্থিতে টানা বেদনা।

কম্প ঃ—তৃষ্ণা। উদরে আরম্ভ, এবং সেই স্থানে শীতল ও কষ্টদায়ক চাপ বোধ; কম্পের বৃদ্ধির সহিত এই বোধের বৃদ্ধি এবং তাহার অন্তর্ধানের সহিত উহারও অন্তর্ধান। বাহ্যিক শীতলতা ও আভ্যন্তরিক তাপ বা পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও তাপ (আসে)। এক একটী অঙ্গের (যথা, মুখ, দন্ত, চরণ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র) শীতলতা, মস্তকে তুষারবৎ শীতলতা বোধ, আভ্যন্তরিক শীতলতা বোধ। উত্তাপান্তে কম্প ও হস্তের শীতলতা।

তাপঃ—তৃষ্ণা না থাকা। বারম্বার তাপের ঝলক। মস্তকে অত্যন্ত তাপ ও রক্ত সঞ্চলন। উত্তাপ ও গা খুলিবার চেষ্টা (সিকে, সলফার)। রাত্রিতে আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ে।

ঘর্ম্ম ঃ—উত্তপ্ত ঘর্ম্ম; তৃষ্ণার অভাব। সামান্য শ্রমেতে প্রাতে অত্যন্ত ঘাম। দিবসে, সামান্য পরিশ্রমে ঘাম, এমন কি শীতল বায়ুতে (য়্যাম. মি., ব্রাই.)। অঙ্গের ঘাম আটাযুক্ত; প্রায়ই ঘামের পর নিদ্রা।

জিহ্বা ঃ—প্রাতে শুষ্ক ও শাদা। স্বাদ তিক্ত ও মন্দ।

জ্বরবিরাম ঃ—বিশেষ লক্ষিত নহে। কুইনাইনের অপব্যবহার।

ক্যাপসিকম্

সময়ঃ—দিবসে ১০।৩০; বৈকালে ৫। ৬ টা, প্রত্যহ।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—তৃষ্ণা, কিন্তু হাড়ে বেদনা না থাকা। কম্পের সময় তৃষ্ণা এবং পিটে ও অঙ্গে বেদনা।

কম্পঃ—পিটে দুই কাঁদের মধ্য হইতে আরম্ভ হয়, পানে বৃদ্ধি ও পিটে তাপ লাগাইলে উপশম। কম্পের পর ঘাম। ভয়ানক কম্পের সহিত শরীরের সাধারণ শীতলতা

তাপঃ—সামান্য, ক্ষণস্থায়ী, ও ঘামের সহিত মিশ্রিত। তৃষ্ণাশূন্য তাপ; মাথা ধরা, শব্দের অসহনীয়তা; পরে নিদ্রা।

ঘর্ম্মঃ—সাধারণ, অজস্র, বা তাপের সহিত; পর্য্যায়ক্রমে কম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম, সমস্তই নড়াচড়ায় উপশমিত।

ইউপেটোরিয়ম্ পর্পূরিয়ম্

সময়ঃ—দিবসে বিভিন্ন সময়ে; একদিনান্তর।

পূর্ব্বলক্ষণঃ—হাতের ও পায়ের হাড়ে বেদনা। অম্লের জন্য তৃষ্ণা, কিন্তু জলের জন্য নহে।

কম্পঃ—মাজা হইতে আরম্ভ হইয়া পিটের দাঁড়া দিয়া উঠে ও নাবে এবং তৎসহ হাড়ে বেদনা, ঠোঁট ও নখ নীল হয়। কম্প ছাড়িবার সময় বিবমিষা। অত্যন্ত কম্প, কিন্তু তৎপরিমাণে শরীরের সামান্য শীতলতা।

তাপঃ—তৃষ্ণার সহ বিশেষ লক্ষিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। মাথা খালি বোধ, যেন তাহা বাম দিকে পড়িতেছে।

ঘর্ম্মঃ—সামান্য, প্রায়ই কাণ ও মাথায়। কোন অবস্থায় কিছুতেই উপশমিত হয় না।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্।

ব্যবহার লক্ষণ:—অবসন্নকর রোগযুক্ত ব্যক্তিদিগের। কুইনাইন ব্যবহারে জ্বর আটকাইলে; পারদ, লবণ, লবণাক্ত মাংস, পচা মৎস্য,ও চর্বির ব্যবহার জনিত অসুখ। শৈঁবিক মণ্ডলের পীড়ার প্রাধান্য (সল্ফ)। রক্তপরিষ্কারের অভাব; কৈশিক রক্তাধারে রক্ত সঞ্চালনের বাধা হেতু শরীর নীল ও শীতল হওয়া; জীবনীশক্তির অবসাদ, বাতাস খাইবার ইচ্ছা। মন্দ পরিপাক। পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ুসঞ্চয়; পানভোজনান্তে পাকস্থলী ফাটিয়া যাইবে বোধ; উদ্গারে আশু উপশম।

বৃদ্ধি,—বায়ুর পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ আর্দ্রকালে; রৌদ্রোত্তাপে; কুইনাইন ব্যবহারে; প্রাতে।

উপশম:—বাতাস দিলে, শীতল বায়ুতে, উদ্গারে, সন্ধ্যায়।

প্রকার:—পালাভাব লক্ষিত নহে।

সময়:—প্রাতে ১০টা বা ১১টা। সন্ধ্যা। বাৎসরিক আক্রমণ (ল্যাকে., সল্ফ.)।

কারণ:—অত্যুত্তাপ, আর্দ্র গৃহে বাস।

কম্প:—তৃষ্ণা। বামবাহু ও পা হইতে কম্প আরম্ভ (দক্ষিণ বাহু হইতে, মার্কু. পিরে)। শরীর হিম ও নিশ্বাস শীতল। আপরাহ্নিক কম্প প্রায়ই বাম দিকে (কষ্টি.)। হাঁটু, বাম বাহু ও পা অত্যন্ত শীতল; হাত ও চরণ হিম; নখ নীল। কখন কখন অনিয়মিত আক্রমণ, প্রথমে ঘাম পরে কম্প (ন. ভমি.)

তাপ:—তৃষ্ণা অবর্ত্তমান। উদ্বেগ ও জ্বালাকর উত্তাপ বোধ।

মাথা ধরা, মুখ চক্‌চকে; মাথাঘোরা ও গাবমি। উত্তাপের পরও মাথা ধরা বর্ত্তমান। এইকালে অত্যন্ত বাচালতা (ল্যাকে., কম্প ও উত্তাপকালে, পড.) সর্ব্বদা বাতাস খাইবার ইচ্ছা। শ্বাস চাপা। কম্প ও তাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঘর্ম্ম :—অধিক, অম্ল বা দুর্গন্ধী; আহারের সময় ঘাম (কার্ব্বো, আর্নি.)। চলিলে চরণ ঘামে; রাত্রিতে ঘাম, ঘাম প্রায়ই শরীরের উপরাংশে। গরম ঘরে সহজেই ঘাম ও সহজেই ঠাণ্ডালাগা।

জিহ্বা —শাদা বা হল্‌দে ময়লা। তিক্ত আস্বাদন। দুগ্ধে অরুচি।

নাড়ী —দুর্ব্বল, সবিরাম ও শীঘ্র শীঘ্র লোপ প্রাপ্ত।

জ্বরবিরাম :—অবসন্নতা; ঔদরিক লক্ষণ; আহারের পর উদরে বায়ু সঞ্চয়। আহার বা পানের পর উদর ফাটিয়া যাইবে এইরূপ বোধ। স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

সিড্রন (Cedron)

ব্যবহার লক্ষণ :—পালাভাব বিশেষ লক্ষিত; সিংকনা, ইউপে. প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যেক অবস্থা, অন্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এরূপ নহে; নিয়মিত সময়ে আক্রমণ ইঁহার ন্যায় আর কাহারও লক্ষিত হয় না।

প্রকার :—১।২ দিনান্তর পালা।

সময় :—সন্ধ্যায় ৬টা; প্রাতে ৪টা, অপরাহ্নে ৪টা; (রাত্রি ৩টা, থুজা, বৈকালে ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এপিস:)।

কম্প :—তৃষ্ণাযুক্ত। হাত পা ঠাণ্ডা ও পৃষ্ঠে কম্প প্রথম অনুভূত: শরীরের সাধারণ শীতলতা, সামান্য নড়াচড়ায় কম্পানুভব (ন. ভমি., সিঙ্ক.); মুখ উত্তপ্ত, কিন্তু নাকের আগা ঠাণ্ডা।

তাপ :—উষ্ণ পানীয়ের জন্য তৃষ্ণা। শুষ্ক উত্তাপ। তাপ ছাড়িবার সময় ঘুমাইবার ইচ্ছা (এপিস্)। পদের ও সর্ব্ব শরীরের অবশতা বোধ (হস্ত ও চরণের, সাইমেক্স, অঙ্গুলির, সিপি.)।

ঘর্ম্ম :—তৃষ্ণা। শুষ্ক তাপের পর অপর্য্যাপ্ত ঘাম। ঘন ঘন নিশ্বাস ও হৃৎকম্প; প্রস্রাব অল্প ও গাঢবর্ণ।

জিহ্বা :—হল্‌দে, পা ও নাকের আগা শীতল।

নাড়ী :—কম্পে দুর্ব্বল; তাপে পূর্ণ।

জ্বরবিরাম :—১৬।১৭ ঘণ্টা; ইহার পর আবার অবিকল সেই সময়ে আক্রমণ।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla)

ব্যবহার লক্ষণ :—শিশু, খিট্‌খিটে; শিশুকে কেবল কোলে রাখিতে হয়, নতুবা কাঁদে। একগাল লাল অন্য গাল মলিন।

সময় :—প্রাতে ১১টা। বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকা, গা খুলিলেই কাঁপনি (হেপার); তাপ ও কম্প মিশ্রিত। একগাল লাল অন্য গাল মলিন। শরীরের পশ্চাৎভাগে কম্প ও সম্মুখ ভাগে তাপ, বা তদ্বিপরীত। শরীর শীতল কিন্তু মুখ উত্তপ্ত—ঐ তাপ চক্ষু

দিয়া যেন আগুণের ন্যায় বাহির হইতেছে। কতক অঙ্গের কম্প, কতকের উত্তাপ।

তাপ :—কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা; দীর্ঘস্থায়ী তাপের সহিত ভয়ানক তৃষ্ণা ও নিদ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে চমকান। তাপ ও কম্প মিশ্রিত, একগালও অন্য গাল ফিকে। উদ্বেগ ও আতঙ্ক, খিট্‌খিটে, ভদ্রভাবে কোন উত্তর দিতে না পারা।

ঘর্ম্ম —উত্তপ্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মুখে ও মাথায়। আবৃত অঙ্গে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম (সিঙ্ক, আক্রান্ত অংশের ঘর্ম্ম, আণ্টি টা.) রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম, বিচরণে ঘর্ম্মের বিলোপ, কিন্তু নিদ্রায় পুনরাগমন (স্যাম্বু.)। ঘর্ম্মান্তে বেদনার উপশম, তৎকালে নহে।

জ্বরবিরাম ;—শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া ঔষধ ব্যবহার্য্য। কখন কখন ক্রোধ ও বিরক্তি হেতুক, জ্বর না হইয়া শূল, পিত্তবমন ও উদরাময় হইয়া থাকে। হেপার সল্‌ফ ক্যাল্‌কেরিয়ম্ (Hep Sulph. Calcarium)

ব্যবহার লক্ষণ :—দীর্ঘসূত্রী স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি। অসুস্থ চর্ম্ম, সামান্য আঘাতে চর্ম্ম পাকে ও ঘা হয়। যেখানে পূয় হওয়া অনিবার্য্য। পারার অপব্যবহারে শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। খিট্‌খিটে স্বভাব, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। পা খুলিলেই কাসি।

বৃদ্ধি :—শয়নে; রাত্রিতে যে পাশে শয়ন তাহাতে বেদনা; শীতল বায়ু, গা খোলা।

উপশম :—তাপ, গা ঢাকা;

প্রকার :—সহজ।

সময় :—প্রাতে ও সন্ধ্যায়; আপবাহ্নিক আক্রমণ প্রবল।

পূর্ব্ব লক্ষণ :—আমবাত চিন্‌চিনকরা; কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মুখে তিক্ত আস্বাদন।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকা। খোলা বাতাসে শীতবোধ। উত্তাপে আরাম, কিন্তু উপশম না হওয়া। ভয়ানক কম্প, দাঁতে দাঁত লাগা। মুখ, হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; অজ্ঞান ও মোহ। তাপ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চুলকান ও চিন্ চিন্ করার সহিত আমবাত দেখা দেওয়া।

তাপ :—তৃষ্ণা, জ্বলক উত্তাপ, মাথা ধরা ও সামান্য আবল্য। পা খোলা রাখা যায় না। মুখ বেড়িয়া ফোস্কা (ইগ্নে., নে. মিউ., ন. ভমি., রস্)।

ঘর্ম্ম :—মধ্যে মধ্যে তাপের ঝলক; দিবারাত্রি অপর্য্যাপ্ত ঘাম, কিন্তু তাহাতে উপশম না হওয়া। সামান্য কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে ঘাম। ঘাম অম্লগন্ধী ও আঠাযুক্ত। বিটপ, কুঁচকি, ও উরুর ভিতর দিকে ঘাম।

জিহ্বা :—অগ্রভাগ বেদনাযুক্ত; পশ্চাৎভাগ যেন শুষ্ক মাটির ন্যায় লেপযুক্ত; তিক্ত ও বিকৃত আস্বাদ। অম্ল আকাঙ্ক্ষা।

জ্বরবিরাম :—পরিষ্কৃত নহে। শারীরিক অবস্থাই বিশেষ লক্ষ্য। জ্বর হেতুক পীড়িত চর্ম্ম ও চুলকান হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়স (Mercurius)

কম্প :—তৃষ্ণার অভাব। খোলা বাতাসে শীতবোধ: এরূপ কম্প বোধ, যেন শরীরের উপর জল ঢালা হইতেছে। উদরে ঠাণ্ডাবোধ। হাত পা সর্ব্বদা শীতল।

তাপ :—তৃষ্ণা। পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীতবোধ বিছানায় তাপবোধ, উঠিলে কম্পবোধ। গা ঢাকিতে অনিচ্ছা।

ঘর্ম্ম :—সামান্য নড়াচড়ায় অপর্য্যাপ্ত ঘাম। রাত্রিতে ও প্রাতে অপর্য্যাপ্ত ঘাম। ঘাম হেতুক আঙ্গুলের চামড়া কোঁকড়ান। রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত ও তৈলবৎ ঘাম। ঘাম দুর্গন্ধযুক্ত ও তাহাতে বিছানার চাদর ভিজিয়া হলদে হয়, কাচিলে ঐ দাগ যায় না। ঘামেতে দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি; হৃৎকম্প; গাবমি বমির সহিত প্রাতে ঘাম।

জ্বরবিরাম —দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা, মাড়ী স্ফীত ও ক্ষত; লালা, গাঢ় ও লবণাক্ত; গিলিবার সময় গলায় বেদনা।

ফস্‌ফোরস্‌ (Phosphorus)

ব্যবহার লক্ষণ —দীর্ঘ ও ক্ষীণ ব্যক্তি। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। জলপানের পর তাহার বমন, কোষ্ঠবদ্ধ-মল দীর্ঘ.সরু, কঠিন ও কষ্টে নিঃসৃত। উদরাময় হুড্‌ হুড্‌ করিয়া মলনিঃসরন। গর্ভাবস্থায় জলপানে অসমর্থতা। রক্তস্রাব, কিয়ৎক্ষণ রক্ত পড়িয়া আবার বন্ধ; শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল (যথা, জরায়ু, ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদি) হইতে রক্তস্রাব। নাসিকা, উদর, মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার হইতে ঋতুর পরিবর্ত্তীয় রক্তস্রাব। স্বরযন্ত্রে বেদনা হেতুক কথা কহিতে না পারা। ঠাণ্ডা বাতাসে, হাঁসিলে, কহিলে, আহারে, ও বাম পার্শ্বে শুইলে কাসির উদ্রেক। যখন রোগীদিগের পুরাতন উদরাময় আছে তখন বিশেষ উপকারী। সিংকনা ও ক্যাল্কেরিয়ার পর উত্তম ব্যবহার্য্য।

সময় :—প্রত্যহ এক সময়ে।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকা। তাপে বা গায়ে কাপড় দিলে কম্পের উপশম হয় না, গায় কাপড় দিতে অনিচ্ছা। কম্পের সহিত পর্য্যায়ক্রমে তাপ (আর্সে.); সন্ধ্যায় কম্প। হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। হাঁটু অত্যন্ত ঠাণ্ডা। পিঠ বহিয়া কম্প নাবে ও তাপ উঠে।

তাপ :—তৃষ্ণা আছে। উদরে তাপের আরম্ভ; তাপ ও ঘর্ম্ম এককালীন। দুষ্টক্ষুধা।

ঘর্ম্ম :—সমস্ত শরীরে ও সামান্য পরিশ্রমে ঘাম। প্রাতের ঘাম, নিদ্রাবস্থায় অতিরিক্ত। মাথা, হাত, পা ও শরীরের সম্মুখভাগে পর্য্যায়ক্রমে ঘাম ও শীতভাব।

জিহ্বা :—ময়লাযুক্ত।

সিপিয়া (Sepia)

ব্যবহার লক্ষণ ;—গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পর স্ত্রীলোক দিগের পীড়া।

কারণ :—স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুসম্বন্ধীয় কোন না কোন পীড়া পাওয়া যাইবে।

কম্প :—তৃষ্ণাসহ। সামান্য নড়াচড়ায় কম্প। কম্পের আরম্ভ, হাতের ও পায়ের আঙ্গুল (নে. মিউ.), বক্ষঃস্থল (এপিস্) ও পিঠের দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থল (ক্যাপ্সিকম্) হইতে। কম্পের সময় বাহ্যিক উত্তাপ অসহ্য। চরণ,বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা হেতুক আঙ্গুল ও অঙ্গ অশান।

তাপ :—মধ্যে মধ্যে তাপের ঝলক ও তৎসহ মুখ লাল, শরীরে

ঘাম, ও মানসিক উদ্বেগ, কিন্তু তৃষ্ণার অভাব। সামান্য শ্রমে তাপের ঝলক; তাপ উঠিয়া থাকে (নে. মিউ., ভিরে.;) মাথা ঘোরা।

ঘর্ম্ম :—প্রাতে জাগার পর অপর্য্যাপ্ত ঘাম। সামান্য শ্রমেতে ঘাম।

জ্বরবিরাম :—ক্ষুধার অভাব।

পল্‌সেটিলা।

আক্রমণের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব রাত্রি, তৃষ্ণা বিহীন উদরাময়।

সর্ব্বত্র কম্প, সকল সময়েতেই কম্প, এমন কি উষ্ণ গৃহেতেও, বেদনা থাকিতেও কম্প ভাব। তলপেটে ও কটিদেশে কম্প, নিদ্রাভাব কিন্তু নিদ্রা না হওয়া। অবশতা সহ একপার্শ্বীয় শীতলতা (দক্ষিণ পার্শ্বে, ব্রাই., নে মিউ., বামপার্শ্বে, কষ্টি, কার্ব্বো ভে ল্যাকে.)। চঞ্চল কম্প ভাব; অগ্রেতত্র কম্পভাব; সন্ধ্যায় তাহার বৃদ্ধি। বৈকালে ৪টার সময় তৃষ্ণা বিহীন কম্প; উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট, কম্পের প্রারম্ভে শ্লেষ্মাবমন। উত্তাপ, মুখ মণ্ডলের আরক্ততা, বা এক গণ্ড লাল, অন্যটী মলিন (এক., ক্যাম.)। বাহ্যিক উত্তাপ বিনা, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে (বাম, রস্) বা উর্দ্ধাংশে উত্তাপ, সঞ্চালনে বা প্রক্ষালনে তাহার উপশম (ক্যাপ্‌সি.,—সঞ্চালনে বৃদ্ধি, ন. ভমি)। একহস্তের শীতলতা সহ অন্যহস্তের বা মুখমণ্ডলের উত্তাপ; কাণ্ড উষ্ণ, শাখাঙ্গ শীতল (বেলা, কার্ব্বো ভে.)। উৎকণ্ঠাপূর্ণ উত্তাপের উদ্রেক, যেন তাঁহার উপর উষ্ণ জল প্রক্ষিপ্ত হইতেছে (রস্।)

ঘর্ম্ম একপার্শ্বীয় ; কেবল মাত্র মুখ মণ্ডলে ও মস্তকে ; রাত্রি ও প্রাতে ইহার আধিক্য ; জাগরণের অল্প পরেই তাহার বিলোপ ; অম্ল বা ছাতার ন্যায় (musty) গন্ধী, সময়ে সময়ে শীতল ; ঘর্ম্ম,ঈষৎ মিষ্ট অম্লগন্ধী ; রাত্রিতে বাচালতা সহ জড়ভাবাপন্ন নিদ্রা। (কম্প কালীন বাচালতা,পড.,- তাপকালীন, ল্যাকে., পড.) ঘর্ম্ম কালীন বেদনা (ইউপে. পা., ল্যাকে., নে. মিউ, ন. ভমি,—ঘর্ম্মকালে বৃদ্ধি,ইপে.)। জ্বরবিরাম কালীন শিরঃপীড়া ; শ্লৈষ্মিক উদরাময়, বিবমিষা ও অগ্নি লোপ ; প্লীহার বিবৃদ্ধি।

আণ্টিমণি ক্রুডম্।

দিবসে কম্পের প্রাধান্য, এমন কি উষ্ণ গৃহেতেও। (এ-পিস্, ইপে., দেখ) তৃষ্ণা (বিযাবেব) সহ, দ্বিপ্রহরাভিমুখে প্রবল ও শিহরণযুক্ত কম্প। পৃষ্ঠে শিহরণ , বরফের ন্যায় চরণের শীতলতা এবং শরীরের অন্যত্র ঘর্ম্মসিক্ততা। প্রবল নিদ্রেচ্ছা। রাত্রিতে উত্তাপ। প্রাতে জাগরণান্তে উত্তাপ হেতু, অঙ্গুলীর অগ্রভাগের কোঁকড়ান। ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ। সাধারণতঃ একদিন অন্তর প্রাতে ঘর্ম্মের নিয়মিত সময়, উদ্রেক। ঘর্ম্মান্তে উত্তাপ ও তৃষ্ণার পুনরুদ্রেক। জিহ্বা, শ্বেতলেপাবৃত।

সিনা।

শিহরণ সহ কম্প, এমন কি অগ্নিসন্নিকটে ; শরীরের ঊর্দ্ধাংশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কম্পের ঊর্দ্ধে ধাবন। কম্পে, মুখ মণ্ডলের মালিন্য ও শীতলতা ; হস্তের উত্তাপ। মুখ-মণ্ডলের অতিরিক্ত মালিন্যযুক্ত, এবং বাহ্যিক উত্তাপে অনুপ-

শঙ্কিত কম্পের, প্রায়ই সন্ধ্যায় উদ্রেক। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের সন্ধ্যায় কম্প ও সমস্ত রাত্রি জ্বর। গণ্ডের আরক্ততা এবং শীতল পানীয়ের পিপাসাসহ, সমুদয় মুখমণ্ডলে দাহকর উত্তাপ। প্রত্যহ এক সময়ে জ্বরের উদ্রেক। মস্তক ও আস্যে, উত্তাপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাবল্য; মুখমণ্ডলের মালিন্য। রাত্রিকালীন উত্তাপ, তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠা সহ। কপালে, নাসিকা বেড়িয়া, ও হস্তে, সাধারণতঃ শীতল ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মান্তে (প্রায়ই কম্পের পূর্ব্বেও) ভক্ষিত পদার্থের বমন ও তৎকালে কুক্কুরবৎ ক্ষুধা। সকল অবস্থাতেই ক্ষুধা।

ইপেকাক।

একদিনান্তর বেলা ১১টার সময় কম্প। শরীরের ঊর্দ্ধাংশের শীতলতা। উষ্ণগৃহে বা বাহ্যিক উত্তাপে, কম্পের বৃদ্ধি (এপিস্, আর্সে, ইগ্নে, দেখ), পানে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম (কষ্টি.,—ক্যাপ্সি, সিঙ্ক, ইউপে. পা দেখ)। কম্প কালীন বমন। আভ্যন্তরিক কম্প, বাহ্যিক উত্তাপ। পৃষ্ঠশূল, অল্পকালস্থায়ী কম্প, দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর, তাপের সহ, প্রাই তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া বিবমিষা ও কাসি, সর্ব্ব শেষে ঘর্ম্ম। পর্য্যায়ক্রমে মুখের শীতলতা ও মলিনতা সহ, সর্ব্বত্র উত্তাপ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মঃ-উষ্ণ, গহাভ্যন্তরে হঠাৎ উদ্রিক্ত, আংশিক, শীতল; শরীরের ঊর্দ্ধাংশে; সঞ্চলনে বৃদ্ধিযুক্ত; অম্লগন্ধী, হরিৎ চিহ্নকর; গৃহের বাহিরে বৃদ্ধিযুক্ত; শীতল, আটা আটা; কুনাইন ব্যবহারান্তে, অপর্য্যাপ্ত। কুনাইনের অপব্যবহার জনিত সবিরামজ্বর; অনিয়মিত রোগের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ অধিক বিবমিষা

থাকিলে; নে- মিউরিয়াটিকমের ন্যায় ও, কপালপীড়া সহ, কম্প, জ্বর, ও ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম কালে বৃদ্ধি, তদন্তে উপশম।

ন্যাকেসিস্।

কম্প, পৃষ্ঠ বহিয়া মস্তক পর্য্যন্ত ধাবী, প্রায়ই পর্য্যায় দিবসে; উষ্ণ গৃহে উপশমযুক্ত; দন্তে দন্তে স্পর্শ সহ বাহ্যিক উত্তাপের বাসনা। কম্প কালীন ধৃত বা চাপিত হইতে অভিলাষ। শিহরণযুক্ত কম্প সহ, উষ্ণ ঘর্ম্ম ও পদডিম্বের তুষারবৎ হিমতা; তৎপরে অঙ্গের শিড্ শিড্ করা সহ, উত্তাপের ঝলকবোধের মিশ্রন। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের প্রতি আক্রমণে আক্ষেপ। রাত্রিতে কম্প, দিবসে উত্তাপের ঝলক বোধ। সন্ধ্যায় উত্তাপ, বিশেষতঃ হস্ত ও চরণের। সন্ধ্যা ও রাত্রিতে হস্ত ও চরণ তলে, জ্বলন বোধ। রাত্রিতে উত্তাপ, যেন অতিরিক্ত রক্ত ধাবন হেতু। গলমধ্যের শীতলতার অসহিষ্ণুতা। চরণের শীতলতা সহ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ বোধ। প্রায় সমস্ত অসুখে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম, প্রথম নিদ্রার পর গ্রীবাপ্রদেশে ঘর্ম্ম; যক্ষ্মা। শীতল ঘর্ম্ম, হরিৎ চিহ্নকর, অথবা লাল চিহ্নকর রক্তিম ঘর্ম্ম। প্রতি বসন্তে, বা পূর্ব্ব শরতে কুনাইন ব্যবহার হেতু আটকাইলে, সবিরাম জ্বরের পুনরুদ্রেক, অপরাহ্নে ২টার সময় বৃদ্ধি; মুখ মণ্ডলের আরক্ততা, শিরঃপীড়া ও চরণের শীতলতা, তাপ কালে বাচালতা; কুনাইন ব্যবহার হেতু, জ্বরের, পৈত্তিক সবিরাম জ্বরে পরিণতি হইলে, অতিরিক্ত জ্বলন ও ছিন্নকর বেদনা বোধ।

লাইকোপোডিয়ম্।

হস্ত ও চরণের অবশতা সহ, অপরাহ্নে ৪ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত কম্প, সন্ধ্যায় ৭ টার সময় বরফের ন্যায় শীতলতা, বরফের উপর শয়ন বোধ হওয়া; স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রাভঙ্গান্তে ঘর্ম্মসিক্ততা; পরে প্রবল তৃষ্ণা, একপার্শ্বীয় কম্প (বাম); প্রাতে ৯টার সময় সর্ব্বত্র কম্প এমন কি অগ্ন্যুত্তাপেও উষ্ণ না হওয়া বিবমিষা ও বমন, পরে কম্প, এবং কম্পান্তে, মধ্যকালীন উত্তাপ বিনা, ঘর্ম্ম; অথবা কম্প ও উত্তাপের অন্তরে অম্ল বমন, কম্পান্তে হস্ত ও মুখ মণ্ডলের স্ফীততা। সর্ব্বশরীরে উত্তাপের ঝলক, অধিকাংশই তাহা সন্ধ্যাভিমুখে, ঘন ঘন, কিন্তু এককালীন অল্প অল্প জলপান সহ, কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি। পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও গণ্ডের আরক্ততাযুক্ত উত্তাপ; হেক্‌টিক জ্বর (ফুস্‌ফুসের পরিপক্কতায়)। উত্তাপ কালে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিবার চেষ্টা। ঘর্ম্ম:—সামান্য উদ্যমে, শীতল, অম্ল, রক্তিম, বা দুর্গন্ধী, পলাণ্ডুগন্ধী; রাত্রিতে আটা আটা, প্রায়ই মুখমণ্ডলের শীতলতা সহ। পুরাতন ম্যালেরিয়া গ্রস্ততা, কম্প, বসাবৎ ঘর্ম্ম। মোহজ্বর (*typhus*); হতবুদ্ধিতা (*stupefaction*); মৃদু প্রলাপ, তন্তু কম্পন (*subsultus tendinum*); উদরাধ্মান; কোষ্ঠবদ্ধ।

(ওপিয়ম্ Opium)।

কম্প:—অনম্যতা ও শীতলতা, কম্প ও উত্তাপের হ্রাস, সংমোহ; নাড়ীর ক্ষীণতা ও প্রায় অপ্রাপ্যতা। অঙ্গের

শীতলতা। শেষরাত্রিতে কম্প, তৃষ্ণা, অঙ্গে বেদনা, মস্তকের উত্তাপ, নিদ্রাতুরতা; পরে শিরঃপীড়া, মুখ মালিন্য ও পৈত্তিক বমন সহ উত্তাপ; পরে দাহকর উত্তাপ বোধ সহ ঘর্ম্ম, প্রায়ই ত্যাগ পদে।

জ্বর:—সর্ব্বশরীরে দাহ, এমন কি ঘর্ম্মসিক্ত হইলেও মুখমণ্ডল আরক্ত; সংমোহ; নাকডাকা, মুখব্যাদান; অঙ্গস্পন্দন; অঙ্গ খুলিতে ইচ্ছা। চৈতন্যকালে মস্তকের উত্তাপ বোধ, মোহ জ্বর। মুখমণ্ডলের চাকচিক্য, পদের শীতলতা, নিদ্রাতুরতা, কিন্তু নিদ্রা না হওয়া।

ঘর্ম্ম:—সর্ব্বশরীরে, যাহা দাহকর উত্তাপযুক্ত; নিদ্রা ও নাক ডাকা। উষ্ণ ও অপর্য্যাপ্ত প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম, অনাবৃত হইতে ইচ্ছা। শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম; নিম্নাংশ উষ্ণ ও শুষ্ক। কপালে শীতল ঘর্ম্ম। বিকার ভাবাপন্ন জ্বর, সংমোহ, প্রায় জাগাইতে না পারা, বাক্‌রোধ; অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু; মৃদু প্রলাপ বা উচ্চে কথা কহা, উন্মাদ (fury), গান করা, পালাইবার ইচ্ছা; মুখমণ্ডল যে পরিমাণে কালাচে লাল, সেই পরিমাণে ইহার উপ-যোগীতা; অতিরিক্ত রক্তাধিক্য হেতু আশঙ্কিত মাস্তি-ষ্কিক পক্ষাঘাত।

থুজা।

কম্প:—দমে দমে প্রায়ই সন্ধ্যায়; বামপার্শ্বে,বাহ্য স্পর্শে শীতল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ও প্রাতে তৃষ্ণা বিনা; বাহিরের উত্তাপ ও প্রবল তৃষ্ণা সহ, আভ্যন্তরিক; পরে ঘর্ম্ম।

উত্তাপ:—প্রাতে,অপরাহ্নে কম্প : সন্ধ্যায়, প্রায়ই মুখমণ্ডলে; শুষ্ক, আবৃত অংশের ; মুখমণ্ডলে আরক্ততাবিহীন দাহকর উত্তাপ।

ঘর্ম্ম :—কেবলমাত্র অনাবৃত অংশে, সাধারণ, মস্তক ব্যতিরেকে, প্রাতে বিচরণে, প্রায়ই মস্তকে, নিদ্রাকালীন, জাগরণে বিলোপযুক্ত, তৈলবৎ দুর্গন্ধী, মিষ্টগন্ধী।

য়্যালষ্টোনিয়া কনষ্ট্রীটক্‌া

পুরাতন রোগীতে বারম্বার কুইনাইন ব্যবহারে জ্বর বন্ধ করিলে, ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, ইহার দ্বারা কম্পের বিলম্বতা, এবং অগ্রগামী জ্বরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বা নিয়মিত পালার পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

আক্রমণঃ—পূর্ব্বাহ্নে (৯ টা হইতে ১১ টা)। আক্রমনের পূর্ব্বে ও তাপ কালীন তৃষ্ণা (আক্রমনের পূর্ব্বে ও ঘর্ম্ম কালীন, সিঙ্ক.)। উত্তাপ :—শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠশূল ও অধিক জলের পিপাসা সহ, পাকস্থলীতে পৌঁছিবা মাত্র পীত জলের বমন (আর্সে., নে. মিউ., ফস্ফো.)।

ঘর্ম্মাবস্থা :—বিশেষ লক্ষিত নহে। (আমি ব্যবহারে দেখিয়াছি, যে আর্সেনিক ও সিংকনা উভয় ঔষধের লক্ষণ বিদ্যমানতা স্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী)। "সবিরাম ভাবাপন্ন জ্বর, কখন কখন মস্তিষ্ক লক্ষণ সহ" (Dr. Salzar)।

ট্যাবেনণ্টুলা।

উন্মত্ততার উদ্রেকান্তে, সাধারণ কম্প, প্রবল শরীর কম্পন, লোম হর্ষণ, দন্তে দন্ত লাগা, পেষক শিরঃপীড়া, দাহকর তৃষ্ণা, এবং জল পিপাসা সত্বেও, জলপানে ভয়। উন্মত্ততার পুনরুদ্রেকান্তে পূর্ব্বজ্বরের কম্প ও জৃম্ভণের পুনরুদ্রেক। কম্পই সর্ব্বপ্রথমে লক্ষিত; লম্বার প্রদেশ হইতে কম্প উদ্ভূত হইয়া, সর্ব্ব শরীরে বিস্তৃত এবং যৎসামান্য শীতল বায়ু লাগিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত (অনাবৃত বায়ুতে কম্প, ন. ভমি.), সর্ব্ব শরীরের শীতলতা; উত্তাপ বৃদ্ধিতে কম্পের উদ্রেক; অগ্নি সন্নিকটে নিয়ত বসিয়া থাকিলেও, শরীর উষ্ণ রাখিতে পারা যায় না। শীতলতায় কম্প, সাধারণ কম্পন ও লোম হর্ষণ, জৃম্ভণ, প্রবল তৃষ্ণা ও অঙ্গপ্রসারণের আবশ্যকতা; সঙ্কোচক শিরঃপীড়া; সবিরাম জ্বরের প্রথমাবস্থার ন্যায় লক্ষণ, একঘণ্টা কাল উহার স্থায়িত্ব, এবং তৎপরে, হৃৎপিণ্ডে, যেন তাহা স্বস্থান হইতে ঝাঁপিয়া উঠিবে, এইরূপ বেদনা; বাম বাহুতে বেদনা, পরে মাংসপেশীতে দুর্ব্বলতা, উত্তাপ ও কাসি; দাহকর উত্তাপযুক্ত জ্বর, প্রবল তৃষ্ণা, বাম বাহুতে বেদনা, মুখ গহ্বরের শুষ্কতা, চাপ বোধ, হাঁফান (Panting) ও শ্বাস কষ্ট।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকোজা।

পৃষ্ঠ দিয়া বাহু ও গ্রীবাভিমুখে কম্পভাবযুক্ত শিড়্ শিড়্ করা; যেন চর্ম্ম নিকটস্থ অংশ সকল উষ্ণ হইয়াছে, এইরূপ বোধ সহ অভ্যন্তর হইতে এই ভাবের উদয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া

শিরঃপীড়া সহ কম্প। পৃষ্ঠ দিয়া লোমহর্ষণ বা শিহরণের ধাবন। গা কাঁটা দেওয়া, বিশেষতঃ রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা; অণ্ডলালপীড়া। যেন উদর ফাঁপিয়াছে এরূপ বোধ সহ অপরাহ্ণে শীতল জলের পিপাসা, কম্পে সন্ধ্যায় ক্ষুধালোপ। হৃৎকম্পন সহ চর্ম্মে উত্তাপ। রাত্রি ৩টার সময় ঘর্ম্ম।

(Hering's Guiding Symptoms)

হেরিং হইতে সঙ্কলিত করা হইল। ডাঃ সাল্‌জার এই ঔষধটী এদেশের বহুপ্রকার জ্বরে ব্যবহার করেন। তাঁহার মতে জ্বরেতে "ক্যালকেরিয়া" ও "আর্সেনিকের" উভয়বিধ লক্ষণ বিদ্যমানে অর্থাৎ যথায় "ক্যালকেরিয়া" লক্ষণ বিশিষ্ট গণ্ডমালীয় ধাতু, আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বরের লক্ষণের কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়াছে, তথায় ইহা ব্যবহার্য্য।

মৈত্র এ্যাণ্ড কোম্পানির

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

৪৫, ৪৬, ৪৭, এবং ৪৮ নং কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাধারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা এই ঔষধালয় খুলিয়াছি। লণ্ডনের হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের ঔষধ-প্রদাতা ও লণ্ডনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় থম্পসন্ এ্যাণ্ড ক্যাপার নিকট হইতে আমাদের ঔষধ সকল আনীত। সাধারণে বোধ হয় অবগত আছেন যে, ঔষধের উৎকৃষ্টতাহেতু ইংলণ্ডের অন্যান্য ঔষধালয় অপেক্ষা এই ঔষধালয়ে ঔষধের মূল্য অধিক। আমরা অন্যান্য স্থলে সুলভ মূল্য স্বত্বেও এখান হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়াছি। ঔষধ ক্রয় করিবার সময় কোন স্থান হইতে ঔষধ আনীত গ্রাহকগণ যেন একবার অনুসন্ধান করেন। আমরা বাহ্যিক আড়ম্বর চাহি না ও তাহা করিব না। অন্যান্য ঔষধালয়ের সহিত তুলনায় আমাদিগের ঔষধের মূল্য অধিক বলিয়াও বোধ হইবে না। চাঁদনী হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন এবং এখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম. বি. মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এখানকার ঔষধসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অজ্ঞলোকের হস্তে ঔষধ প্রস্তুতের ভার থাকিলে যে দোষ ঘটে, এখানে তাহা হইবে না এবং তজ্জন্যই আমরা সিকি মূল্যে বা অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিব না। ক্রেতাগণ

কোন বিষয় জানিতে বা দেখিতে চাহিলে, আমরা আহ্লাদ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাহা জানাইব ও দেখাইব। আমাদের

ঔষধের মূল্য

এইরূপ,—মূল অরিষ্ট ১ ড্রাম ।৶ ছয় আনা, ২ ড্রাম ॥৶০ আনা ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ চারি আনা, ২ ড্রাম ।৶০ ছয় আনা, তদূর্দ্ধে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৶০ ছয় আনা, দুই ড্রাম ॥০ আট আনা। তদূর্দ্ধে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ১৲ এক টাকা, দুই ড্রাম ১॥০ দেড় টাকা, অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমাদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে :—

শিশু চিকিৎসা, ডাঃ গর্নেসি হইতে অনুবাদিত, মূল্য ১॥০

স্ত্রী চিকিৎসা ঐ ঐ ঐ ঐ (যন্ত্রস্থ)

জ্বরচিকিৎসা (য়্যালেন, হেরিং, সাল্জার প্রভৃতি হইতে),

প্রথম ভাগ মূল্য

——দ্বিতীয় ভাগ, (যন্ত্রস্থ)

মৈত্র কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্ এণ্ড বুকসেলার্স

৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত

ঋতু-পথ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা।

শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল সংকলিত।

"সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীর মনু পালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবনাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাং॥"

কাইগ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন
বিহারী বসু মুন্সী মহাশয়ের আদেশে
জেমুয়া দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টা-
চার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৪ নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্যযন্ত্রে
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল

উপহার পত্রিকা।

বিবিধ সদ্গুণ কুসুমালঙ্কৃত উদার চিত্ত কাইগ্রাম
নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন বিহারী
বসু মুন্সী মহোদয় করকমলেষু।

মহাশয়। আমার 'পত্রাষ্টককাব্যোত্তর কারা' পাঠ করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রকৃতি সম্পর্ক এমন একখানিও স্বাস্থ্যরক্ষা নাই,—যাহাতে শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল হইতে পথ্যাপথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারে।' সেই কথা, সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তজ্জন্য আমি অনেক আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক, এই 'ঋতুপথ্য' খানি বালকগণের উপযুক্ত করিয়া সংক্ষিপ্তে সংকলন করিলাম। আপনি প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়া আমার চিরস্মরণ্য হইয়াছেন। তদ্বিধায় এই গ্রন্থ মহাত্মারই করপল্লবে উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীবাটী স্বল

বিনয়াবনত বশম্বদ
শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

কালই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক। কালই সমস্ত সুখ দুঃখের হেতুভূত হইয়া অবিশ্রান্ত আসিতেছে ও যাইতেছে। সেই শুভাশুভময় কালের সহিত যিনি যেরূপ ব্যবহার করেন, তিনি সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হন।—ইহা অনন্তকালের চিরন্তন নিয়ম। আমাদের ত্রিকালদর্শী মহর্ষি ব্যাসদেবের একটী উক্তি আছে,—'সমস্ত দিনমানটা এই ভাবে চল, যেন রাত্রে সুখে নিদ্রা হয়, সম্বৎসরের দশমাস এইরূপে চালাও, যেন বর্ষার দুমাস সুখে যায়; যৌবন কালটী এই প্রকারে অতিবাহিত কর, যাহাতে বৃদ্ধকালটী সুখে অতীত হয়, এবং ইহকালটী এই প্রকারে গত করিবে, যদ্দ্বারা পরকালে সুখে থাকিতে পার।' একটু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, উক্ত মঙ্গলময় আদেশ সকল প্রতিপালনের প্রধান ও প্রথম উপায় স্বাস্থ্য। শরীর সুস্থ না থাকিলে, কি অতুল ঐশ্বর্য্য, কি প্রভূত যশোরাশি, কি প্রীতিপ্রদ পরিবারবর্গ, কিছুই আনন্দকর হয় না। সুতরাং সদসৎ বিবেচনারও খর্ব্বতা জন্মে। যাঁর শুভাশুভ বিবেচনা শক্তি হীন হইল, তিনি আর কোথায় কিসে সুখলাভ করিবেন? এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্বাস্থ্যকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের মূলস্বরূপ কহিয়াছেন—'ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।' এই স্বাস্থ্য আবার কাল সাপেক্ষ, কারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বকালে একরূপ নিয়মের অধীন হইলে

মঙ্গল নাই। যেমন বর্ষাতে মধ্যে মধ্যে বিরেচন দ্বাবা দেহ শোধনেব বিধি আছে, উহা গ্রীষ্মকালে পবিত্যজ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কি আক্ষেপেব বিষয, আমাদের বিদ্যালয সমূহে কাল ধর্ম্মানুগত প্রকৃতিব অনুযাযী স্বাস্থ্য বক্ষা নাই। একতঃ দেশে সম্প্রতি প্রকৃত বৈদ্য চিকিৎসকেব অভাব, তাহাতে আবার সাত সমুদ্র তেব নদী পাব হিম প্রধান দেশেব উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ, এই উষ্ণ প্রধান দেশে সমধিক মাত্রায প্রয়োগাদিতে, এবং আর্য্য সদাচাবেব পবিবর্ত্তে বৈদেশিক প্রণালীব (সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও) অনুকবণ জন্য, জবাজীর্ণতা, অকালমৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ বিড়ম্বনায দেশ বডই বিব্রত।

বিশ্বনিযন্তা বিশ্বেশ্বব যে প্রকৃতিকে কি ধর্ম্মানুসাবে কখন কোন্ অলঙ্কাবে অলঙ্কৃতা কবেন, কখন কোন্ বসে বসিকা, এবং কখনই বা কোন্ দোষে দূষিতা ও কোন্ গুণেই বা পরিপুষ্টা রাখেন, আব সেই মহা প্রকৃতিব সহিত মানব প্রকৃতিবই বা কি প্রকাব সম্বন্ধ, তাহা আমাদেব পূর্ব্বতন মনীষি ঋষিগণ বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। অতএব তাঁহাদের ব্যবস্থাপিত বিধির অনুসবণ করিলে যে আমাদেব সর্ব্বদা সর্ব্বথা মঙ্গল, আজ কাল দেশেব হিন্দুধর্ম্মেব পুনবান্দোলনই তাব প্রমাণ স্থল। বলা বাহুল্য,—পণ্ডিত শশধব তর্ক চূড়ামনি মহাশয, নিজ 'ধর্ম্ম ব্যাখ্যার এক স্থলে বিশেষ বিচাব পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, এই ভারতবর্ষই পূর্ণ মস্তিষ্ক মনুষ্যের একমাত্র জন্মস্থান। এদেশের প্রকৃতিব এমনি প্রকৃতি যে, এ স্থানের মানুষ যে পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ হয়, অন্য কোন দেশের প্রকৃতিতে ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ঈশ্বর সৃষ্টি কবেন, প্রকৃতি পুষ্টি দেন,—

যে দেশের যেমন প্রকৃতি, মানুষও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি স্বপ্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর প্রকৃতির উপাসক হন তাঁহার কখন মঙ্গল নাই, যেমন অম্ল ও মিষ্ট দুই প্রকার রসই খাদ্য হইলেও, মিষ্টান্ন যদি নিজ ধর্ম্ম মিষ্টতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই মিষ্টান্ন কি আর উপাদেয় বলিয়া গণ্য হয়? সকল বিষয়েই এই প্রকার। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার্থ স্বদেশীয় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য ও শ্রেয়স্কর, তাহা অবশ্য সকল মহাত্মাই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই, ধৃতিমান মহর্ষিগণ স্বীকৃত প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুগত এই স্বাস্থ্য রক্ষা (ঋতু পথ্য) সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ঋতুর লক্ষণ, শরীরের ধর্ম্ম, পথ্য বিধি ও পথ্য নিষেধ মাত্র উক্ত হইল। ইহা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (নেচারেল ফিলোজাফি)। ইহাতে বস্তু বিচার, জ্যোতিষ, শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মের সহিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ সমুদয় দিন যামিনীর মধ্যে ছয় ঋতুর বিকাশ বিলয়, প্রভৃতি সূক্ষ্ম দর্শন বিষয়ীভূত বিবিধ তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে যাহা কিছু প্রকাশিত হইল, তাহাতে সাধারণের কথঞ্চিৎও উপকার দর্শিলে এবং সহৃদয় স্বদেশপ্রিয় পাঠক মহাত্মারা, অন্ততঃ ভাল কথার আন্দোলনও ভাল, এই বিবেচনায় আমায় উৎসাহী করিলেই, সকল শ্রম সার্থক বিবেচনা করিয়া, ইহার দ্বিতীয় ভাগে সে সমস্ত বিষয়ই বিবৃত করিব। তাহাতে ষড়্‌রস বিচারের ও বাঞ্ছা থাকিল।

শুশ্রুত 'আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান শ্রীবাটী সাহিত্য সভা' হইতে প্রকাশিত 'চিত্তরঞ্জিনী' নাম্নী ঋতু পত্রিকায় কাটোয়ার অল

রবল মাজিষ্ট্রেট্—বাবু বাম বাম চন্দ্র মহাশযেব আলোচিত ঋতু চর্য্যা' মদন মোহন তর্কালঙ্কাব মহাশযেব ছয ঋতু বর্ণন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় দৃষ্টে এই 'ঋতু পথ্য' সংকলিত হইল। ইহা কাহাবও অবিকল অনুবাদ নহে। বিষযমাত্র অবলম্বনে সাধাবণেব বোধ সৌকর্য্যার্থে সবল ও রীতিক্রমে লিখিযাছি। ইহাব যাবতীয় নিযম যে ব্যক্তি মাত্রেবই হিতকাবী হইবে, এমত বলা যাইতে পাবেনা। যেহেতু ইহা কেবল সুস্থ ব্যক্তিব পক্ষে বিধেয। "সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ মলক্রিযঃ। প্রসন্না-ত্মেন্দ্রিয় মনাঃ স্বস্থ্যেত্যং ভিধীয়তে॥" ঠিক ঐ প্রকাবেব সুস্থ ব্যক্তিব সংখ্যা খুব কম, অপব যিনি যে প্রকৃতিব অধীন হইযা জন্ম গ্রহণ কবিযাছেন, সেই প্রকৃতিতে থাকিলে তাঁহাকেও সুস্থ বলা যায়। যাহা হউক, এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সে সকল গুরু-তর বিষযেব বাদ বিচাব আবশ্যক বোধ কবা গেল না। ইহা-তেই হযত অনেকে বলিবেন, 'ছেলে চেযে ছেলেব মাথা ভাবী', বিষয অপেক্ষা বিজ্ঞাপন বেশী। কিন্তু "বাঙ্গালী সববৎ ভাল বাসে, বিজ্ঞান রূপ কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ কবিতে গেলেই দাঁত ভাঙ্গে," তাই ভাবিযা, ইহাব উদ্দেশ্য মর্ম্ম প্রকাশ জন্য এতটুকু লিখিতে হইল। যাহা হউব, এক্ষণে বিজ্ঞপাঠক মহাশযেবা উৎসাহ প্রদান কবিলেই বাধিত হইব।—এই আমাব বিনীত হৃদয়েব প্রার্থনা।

পবিশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকাব কবি যে—খ্যাত নামা ৺গঙ্গাধব কবিরাজ মহাশয়েব সুশিক্ষিত ছাত্র জোয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন কবিরাজ মহাশয়ের ও বাটী বিবিধ জ্ঞান প্রদায়িনী সভার আনুকুল্য, এগ্রন্থের অনেক

অবলম্ব্য। দেমুড় দবিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়ের সভ্য পত্রাষ্টক কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থকাব শ্রীযুক্ত অম্বিকাচবণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয ও পূর্ব্বস্থলী হায়াব ক্লাসস্কুলেব হেড মাষ্টার বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয, আমায় এই বিষয়ে উৎসাহদানে অশেষ অনুগৃহীত কবিযাছেন। তাঁহাদের অনুবোধে পুস্তক শেষে গুটিকতক হিতকাবী সংক্ষিপ্ত সাধাবণ নিয়ম দিলাম। ইতি।

শ্রীবাটী স্কুল
১২৯৬ সাল

বিনয়াবনত
শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

যখন দেশ ভেদে ঋতু ভেদ দৃষ্ট হয়, ও ঋতুর বিকাশ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়, * তখন লক্ষণানুসারে ঋতু নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, অগ্রে প্রত্যেক ঋতুর লক্ষণ সমস্ত উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তত্তৎ ঋতুর আচার ব্যবহার প্রতিপালন করা কিরূপে হইতে পারে? সেই জন্যই আর্য্য চিকিৎসকগণ ঋতুর লক্ষণ সকল লিখিতে, বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ কাব্যকারগণের ন্যায় প্রকৃতিকে অতি বঞ্চিত করেন নাই।

বৈদ্যকশাস্ত্র বাভট গ্রন্থে জ্যৈষ্ঠাদি দ্বাদশ মাস ক্রমে (দুই দুই মাসে) গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতুর উদয় কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্তমান কালেও ঐ ক্রমে ঋতুর লক্ষণ সকল

---

* ঋতুর উদয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে পৃথক পৃথক সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কারণ, সকল শাস্ত্র সমকালীন নহে। শাস্ত্রকারেরা নিজ নিজ সময়ে যে ক্রমে ষড় ঋতুর প্রকাশ দেখিয়াছেন, তাহাই আপনাপন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশাখাদি দুই দুই মাসে গ্রীষ্মাদি ক্রমে ছয় ঋতু ধরিয়াছেন। স্মৃতিতে কার্ত্তিকাদি ছয় মাসে শীত ও বৈশাখাদি ছয়মাসে গ্রীষ্ম ঋতু মাত্র উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহারে মাস নির্ণয় আদৌ করেন নাই। ইত্যাদি।

লক্ষিত ; অতএব এই ঋতু পথ্যেও তদনুসারে ছয় ঋতুর প্রকাশ কাল ধরিয়া, ঋতু ব্যবহার বিধির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। 'হায়ণের' (বৎসরের) 'অগ্র' প্রথম বলিয়া, ঋতুগণনার প্রাচীন প্রথানুসারে অগ্রহায়ণ পৌষ (হেমন্ত) ঋতুকে ছয় ঋতুর প্রথম ধরিলাম।

সূর্য্যের গতি অনুসারে আদান ও বিসর্গ ভেদে সম্বৎসর (ছয় ঋতু) দুই ভাগে বিভক্ত। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মানুষের বল আদান (গ্রহণ) করে বলিয়া ঐ কালের নাম আদান কাল। সচরাচর উহাকে উত্তরায়ণ কহিয়া থাকে। এই কালে সূর্য্য ও বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ এবং তীক্ষ্ণ হয়। শীত ঋতুতে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটুরস বলবান হইয়া থাকে। বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে মানুষের বল বিসর্জ্জন (প্রদান) করে বলিয়া ঐ কালের নাম বিসর্গ কাল। সচরাচর উহাকে দক্ষিণায়ন কহিয়া থাকে। এই সময়ে চন্দ্র বলবান ও সূর্য্য তেজোহীন হয়। বর্ষাতে অম্ল, শরতে লবণ এবং হেমন্তে মধুররস বীর্য্যবান হইয়া থাকে।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে,—ঋতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ এক ঋতুতে হঠাৎ অন্য ঋতুর লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে, তদুচিত আচরণই শ্রেয়স্কর ; কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইতি

সংক্ষিপ্ত

ঋতু-পথ্য।

হেমন্ত ঋতু।

(অগ্রহায়ণ, পৌষ।)

হেমন্ত ঋতুব লক্ষণ।

ধুলা ধূমে ধরা সদা সমাচ্ছন্ন রয়।
উত্তরেতে যত বায়, তত শীত হয়॥
প্রভাতে দুর্ব্বার ক্ষেত্রে শিশিরের দল;
শোভে অনুপম যেন মুকুতার ফল।
শ্যামাঙ্গ শস্যের ক্ষেত্র স্বর্ণ বর্ণ ধরে;
শীমূল অগস্ত্য কুন্দে দিক্ শোভা করে।
পুন্নাগ প্রিয়ঙ্গু লোধ তরুলতাগণ;
কুসুমিত হ'য়ে, শোভা করয়ে ধারণ।
মেষ হস্তী কাক ফিঙ্গা মহিষ গণ্ডার;
হয় সবে দর্পান্বিত, শ্রীযুক্ত আকার।
রাত্রিমান বাড়ে আর দিবা হ্রস্ব হয়;
নিস্তেজ তপন করে অগ্নি কোণাশ্রয়।

কত দীন হীনে করে অগ্নি আলিঙ্গন ;
দুরন্ত হেমন্ত ধরে এ সব লক্ষণ।

শরীরের ধর্ম্ম।

শীত জন্য লোমকূপ সকল রুদ্ধ হয় বলিয়া, জঠরাগ্নি প্রবল হয় এবং তজ্জন্য বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই সময়ে উপযুক্ত আহারের অভাব হইলে, ঐ প্রদীপ্ত অগ্নি ক্রমশঃ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুকে ক্ষয় করে।

পথ্য বিধি।

প্রাতে সমপরিমাণ শুণ্ঠীসহ হরিতকি চূর্ণ এক তোলা। *

মাষকলায়, গোধূমচূর্ণ, ইক্ষুরস, অন্যকালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে তৈল ঘৃতাদি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, সর্ব্বাঙ্গে—বিশেষতঃ মস্তকে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন, মাংস, (মাংসাশীর পক্ষে) এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রসাশ্রিত দ্রব্য।

---

* প্রত্যহ রীতিমত হরিতকি সেবন করিলে, জরা সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। যে যে ঋতুতে যে যে অনুপান সহ ইহার সেবন বিধি আছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইল।

পথ্য নিষেধ।

কটু, তিক্ত ও কষায় রস প্রধান (১) ও অপুষ্টিকর সামগ্রী আহার এবং শীতভোগ।

শীত ঋতু।

(মাঘ, ফাল্গুন।)

শীত ঋতুর লক্ষণ।

শিশিরে—চন্দ্রমা তারা শোভাহীন করে;
দিবাকর হিমকরে সাম্য গুণ ধরে।
রজনীর হিমপাতে, প্রবল বাতাসে,
বিকম্পিত কলেবর, ভীষণ তরাসে।

---

(১) যে যে ঋতুতে যে যে রস নিষিদ্ধ, তাহা যে এককালেই পরিত্যজ্য এমত নহে; এবং যে যে ঋতুতে যে যে রসের সেবন বিধি আছে, তাহা যে অধিক মাত্রায় সেব্য নয়, ইহাও বলা বাহুল্য। এই কালের খাদ্য সম্বন্ধে শুশ্রুত বলেন:—গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে অমাজীর্ণ হয়। বাস্তবিক কার্ত্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের প্রথমেই জ্বর পীড়ার আধিক্য দেখা যায়।—অতএব এই কালে লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর সামগ্রী আহারই কর্ত্তব্য। বহুকালের পরীক্ষিত শাস্ত্রবিধি মাত্রেরই পক্ষপাতী না হইয়া, দেশকাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক 'ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে', এই সাধু সঙ্গত কথারও সম্মান রাখা শ্রেয়োজনক বুঝিতে হইবে।

বিশেষ বাদল বর্ষা যে দিনেতে ঘটে,
রক্ষা নাই অগ্নি বিনা, মাঠে ঘাটে মঠে।
মটর সরিসা মুগ, রবি খন্দ যত,
শ্যাম বর্ণে করে শোভা ক্ষেত্র শত শত।
সে শস্য সুপক্ক হয় কুয়াসা-জীবনে,
কিম্বা রজনীর ঘোর শিশির পতনে।
করবী চন্দ্র মল্লিকা ফুল ফুটে কত;
সিলেট কমলা পাকে ফল শত শত।
কিছু দিন সুখদান করে দিবাকর;
ক্রমে ক্রমে ঋতু অন্তে হয় ভয়ঙ্কর।

শরীরের ধর্ম্ম।

হেমন্ত অপেক্ষা এইকালে রুক্ষগুণ অধিক হয়।

পথ্য।

প্রাতে সমপরিমাণ পিঁপুল চূর্ণসহ হরিতকি চূর্ণ এক তোলা।

এইকালে শীত ও রুক্ষগুণ প্রবল হয় বলিয়া, হেমন্তোক্ত নিয়ম সমুদায় বিশেষরূপে প্রতিপাল্য।

বসন্ত ঋতু।

(চৈত্র, বৈশাখ।)

বসন্ত ঋতুর লক্ষণ।

অশোক চম্পকাদির সৌগন্ধের সহ;
সুখের মলয় বায় বহে অহরহ।
ভ্রমর গুঞ্জন যুক্ত কোকিলের 'কুহু';
সুধা বরিষণে যেন, কর্ণে মুহুমুহুঃ।
রবিতাপে ক্ষুব্ধা ধরা, কিন্তু পদ্মবন;
কত শোভা ধরে সে যে, না যায় বর্ণন।
কোন বৃক্ষ কিশলয়ে শোভা পায় কত;
কোন বিটপীর শিরে মুকুল উদ্গত।
কারো শিরে মুঞ্জরী—গুঞ্জরে অলি তায়;
কোন তরু দোলে ল'যে নব লতিকায়।
তরমুজ খরমুজ ক্ষীরে হয় কত ফল;
জাতী যুথী বেল ফুলে শোভে বনস্থল।
বসন্তে সন্তোষযুক্ত, সকলি সরস;
নয়নের প্রীতিভাব ধরে দিক্ দশ।
স্বর্গ যেন সমকক্ষ দেখিয়া ধরায়;
পীড়া দেয় বৈকালিক ঝটিকা শিলায়।

নানা পক্ষী বৃক্ষ' পরে গায় নানা গীতি;
পুলকে পূর্ণিত ধরা, বসন্তের রীতি।

শরীরের ধর্ম্ম।

শীত ঋতুর সঞ্চিত কফ, বসন্তের রৌদ্রে দ্রবীভূত ও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগোৎপাদন করে। তাহা কফ জন্যই জানিতে হইবে।

পথ্য বিধি।

প্রাতে সমপরিমাণ মধু ও হরিতকি চূর্ণ এক তোলা। নস্য গ্রহণ,* রুক্ষভোজন, ব্যায়াম, গাত্র-মার্জ্জন, ও পায় পায় ঘর্ষণ, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃদ্ধ কফ বিনষ্ট হয়। কটু, তিক্ত, কষায় রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, ভ্রমণ, এবং পীতবর্ণে রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্র পরিধান।

---

* প্রতিদিন নিয়মমত কটু তৈলাদির নস্য গ্রহণ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহাতে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট, স্বর স্নিগ্ধ, ও ইন্দ্রিয়-গণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়। কফ দমন জন্য প্রাতে, পিত্ত দমন জন্য মধ্যাহ্নে এবং বায়ু দমন কারণ সায়ংকালে নস্য গ্রহণ বিধেয়।

পথ্য নিষেধ।

গুরু, শীতল, অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্য, অতি ভোজন, এবং দিবা নিদ্রা। (১)

গ্রীষ্ম ঋতু।

(জৈষ্ঠ, আষাঢ।)

গ্রীষ্ম ঋতুর লক্ষণ।

তপনের তাপে ধরা অধীরা সতত;
মন্দ গতি নদ নদী শুষ্ক বিল যত।

---

(১) *দিবা নিদ্রায় কফের বৃদ্ধি হয়, অতএব ইহা সকল* সময়েই নিষিদ্ধ হইলেও এই কালে বিশেষ নিষেধ মানিতে হইবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অল্প সময় জন্য দিবা নিদ্রা তত দোষাবহ নহে। দৈবসিক নিদ্রা যাঁহাদের নিতান্ত অভ্যস্ত, তাঁহারা হঠাৎ উহা পরিত্যাগ করিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়। যাহা হউক, দিবানিদ্রা যে নিতান্ত দূষণীয়, তাহা ভাবিয়া উহাতে সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যায়ামশ্রান্ত, পথশ্রান্ত, অশ্বাদি যানারোহণে ক্লান্ত, অতিসার, শূল, শ্বাস, ও বায়ু রোগাক্রান্ত; রসাজীর্ণ, হিক্কা ও তৃষ্ণাতুর; মদাত্যয়ী, এবং ক্ষীণদেহ, ক্ষীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ, রাত্রি জাগরিত, ও উপবাসীর পক্ষে দিবানিদ্রা যথেষ্ট সেবনীয়।

ধুলা কুটা পাতা লয়ে নৈঋত পবন ;
শুষ্ক বৃক্ষ বল্লী লয়ে করয়ে ক্রীড়ন।
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, ঘর্ম্মসিক্ত দেহ ;
শীত দ্রব্য শীতস্থান, সবে করে স্নেহ।
মহিষ কুক্কুর গণে প্রমাদ গণিয়া ;
ঝম্প দেয় জলে দ্রুত বিষণ্ণ হইয়া।
ভ্রান্তি যুক্ত চক্রবাক চক্রবাকী দল ;
মৃগকুল পানাকুল, সতত চঞ্চল।
পক্ষীকুল বৃক্ষ'পরে হইয়া নীরব ;
বদন ব্যাদান করি, হাঁফ ছাড়ে সব।
প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ সহা নাহি যায় ;
খর্জ্জুর কাঁটাল আম, জাম পাকে যায়।
সময় সময় করি, বারি বরিষণ ;
বারিদ নিচয় করে দয়া প্রকাশন।

শরীরের ধর্ম্ম।

বসন্তের সঞ্চিত কফ, এই সময়ে স্বভাবতঃ কুপিত হয়। সূর্য্যের তীক্ষ্ণতা জন্য শ্লেষ্মার ক্ষয় হইয়া থাকে তজ্জন্য বায়ু বৃদ্ধি হয়।

পথ্য বিধি।

প্রাতে সমপরিমাণ গুড়সহ হরিতকি চূর্ণ এক তোলা। ভাজা কড়াই গুঁড়া করিয়া চিনি ও কর্পূর-সহ লাড়ু, * মুগের যূষ, মধুর ও শীতল দ্রব্য, পুরাতন গুড়, সুশীতল জলে স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার এবং সুভ্র পরিষ্কার কার্পাস-বস্ত্র পরিধান। †

পথ্য নিষেধ।

রৌদ্র সেবন, রৌদ্রতাপিত সমল-জল পান (১) অম্ল, লবণ কটু, উষ্ণ ও ভৃষ্ট দ্রব্য এবং অধিক পরিমাণে জলপান।

---

* চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহাকে 'শশাঙ্ক-কিরণ' কহে।

† অনেকে বাহাদুরী করিয়া এই কালে সাটীন আল্‌পাকাদি উষ্ণ গুণ প্রধান বস্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা অন্যায় ও অযুক্তিকর। কার্পাস বস্ত্রের প্রধান গুণ এই যে, ইহা বাহিরের তাপ গ্রহণ না করিয়া, শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতাকে রক্ষা করে। কিন্তু রেশমী বা পশমী বস্ত্র, বাহিরের তাপ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শরীরগত স্বাভাবিক তাপের বৃদ্ধিপূর্ব্বক কষ্ট-দায়ক হয়, এবং অধিক ঘর্ম্মাদি জন্য চর্ম্মরোগাদি উৎপাদন করে।

(১) নির্ম্মল বায়ু জল ও খাদ্য, এই তিনটী স্বাস্থ্যরক্ষার মূল উপকরণ। অতএব ইহা যে সকল সময়েই নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ষা ঋতু।

(শ্রাবণ, ভাদ্র।)

বর্ষা ঋতুর লক্ষণ।

মহামেঘে আকাশের নাহি অবকাশ ;
ঘন ঘন ঘনমাঝে দামিনী বিকাশ।
চন্দ্র সূর্য্য তারা দলে দেখা নাহি যায় ;
দশদিক্ করে যেন, অন্ধকার প্রায়।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, সুখী চাতকিনী ;
ভেকে সুখে করে রব, কি দিবা যামিনী।
বরিষণে ক্ষান্ত মেঘ. নহে কদাচন ;
পশ্চিম বাতাসে করে অসুখ ঘটন।
নদ নদী বিল খাল একীভূত' সব ;
মত্ত হস্তী তুল্য মেঘ, করে সদা রব।
পান্থদলে ক্ষান্ত এবে পথ পর্য্যটনে ;
আপনারে ঢাকে ধরা. সুনীল বসনে।
করে ইন্দ্রগোপ কত, ভূতলের শোভা :
আকাশে ইন্দ্রের ধনু, অতি মনোলোভা।
কেতকী কদম্ব শাল, কুটজ মালতী
কাননে বিকাশ পায়, পুষ্প নানা জাতি।

আনারস আতা আর দাড়িম্ব পিয়ারা
কত মত পাকে ফল, বরিষার ধারা।

শরীরের ধর্ম।

এইকালে কর্দ্দমময় জল পানে অগ্নিমান্দ্য হয়, জলসিক্ত শীতল বায়ু স্পর্শে দেহস্থ বায়ু দূষিত হয়, উত্থিত ভূবাষ্পে ও পানীয় জল পরিপাক কালে বার্ষার স্বাভাবিক নিয়মে তাহা অম্ল হইয়া পিত্তকে দূষিত করে। কফ স্বভাবতই দোষযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় পরস্পর পরস্পরকে দূষিত করে। এই কালেই নারিকেলে জল সঞ্চারের ন্যায়, দেহ মধ্যে শরৎ ও হেমন্তের ভাবী পীড়া সকলের কারণ জন্মায়।

পথ্য বিধি।

প্রাতে সমপরিমাণ সৈন্ধব লবণসহ হরিতকি চূর্ণ এক তোলা। মধ্যে মধ্যে বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন, মেঘ জল, কুপ জল, সিদ্ধজল, পুরাতন তণ্ডুলান্ন, অত্যন্ত বাদলার দিন লবণ ও অম্লরস যুক্ত এবং যাহাতে তৈল বা ঘৃত ভাগ আছে অথচ লঘুপাক দ্রব্য মধু সংযোগে

সেবনীয়। স্থূল ও পরিস্কৃত বস্ত্র * দ্বারা সর্ব্বদা দেহাবৃত।

পথ্য নিষেধ।

দিবানিদ্রা, অতিশ্রম, রৌদ্র সেবন, নদ্যাদির সমল জলপান, ভৃষ্ট দ্রব্য (১) ও পূর্ব্ব বায়ু। ভূমিতে শয্যা পাড়িয়া শয়ন।

শরৎ ঋতু।

(আশ্বিন, কার্ত্তিক)

শরৎ ঋতুর লক্ষণ।

চন্দ্র তারা সরোবর বন উপবন,
হাসিতেছে উল্লাসেতে গিরির ভবন।

---

* শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপ নিবারণং।
নচোষ্ণ নচ বা শীতং তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ॥
(ভাব প্রকাশ।)

(১) এই সময়ে অনেকে সাধ করিয়া চাল কড়াই প্রভৃতি ভৃষ্ট-দ্রব্য খাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহারা এককালে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, 'স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে।' অতএব যাঁহারা যে বিষয়ে একান্ত অভ্যাসের অধীন, তাঁহারা যেন হঠাৎ অভ্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অন্য নিয়মে বাধ্য না হন, তবে সে অভ্যাস অবশ্য কুঅভ্যাস হইলে, তাহা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করাই শুভদায়ক।

দৃষ্টিমাত্র ধান্য ক্ষেত্র, নেত্র তৃপ্ত হয়,
শিশিরে শ্রীভ্রষ্ট হায়! কমল নিচয়!
সেফালিকা ইন্দীবর কুমুদ কহ্লার,
কাশাদি বিবিধ পুষ্প শোভে চমৎকার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাজাতি তরু লতাগণ,
নিম্ন উচ্চ সমভূমি, করে আচ্ছাদন।
কভু কভু নীলাকাশে উঠি মেঘদল,
'গর' 'গর গর্জ্জে, কিন্তু বর্ষে অল্পজল।
হংস বক চক্রবাক—নানা জলচর,
নির্ম্মল সলিল পেয়ে, পুলক অন্তর।
পূর্ব্ব মত নহে আর, কর্দ্দমের ক্লেশ,
সুখে করে পথিকেরা এদেশ ওদেশ।
তাল লেবু নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি,
পাকে নানাবিধ ফল শরতের রীতি।

শরীরের ধর্ম্ম।

বর্ষার সঞ্চিত পিত্ত, এইকালে সহসা সুযোর তীক্ষ্ণ তেজস্পর্শে কুপিত (দূষিত) হইয়া, জ্বরাদি * বিবিধ রোগোৎপাদন করে।

অনেকে কার্ত্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের প্রথম কালে ('কার্ত্তিকের সাত আগনের আট') সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু

পথ্য বিধি।

প্রাতে সমপরিমাণ চিনির সহিত হরিতকী চূর্ণ এক তোলা।

পটল পত্রাদি তিক্ত দ্রব্য, যে জলে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বিশেষরূপে পড়ে, সেই জল পান, সঘৃত শালী তণ্ডুলের অন্ন, মুগযুষ, চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, নিশার বায়ু ও চন্দ্র কিরণ সেবন, এবং কাষায় * বস্ত্র পরিধান।

পথ্য নিষেধ।

রৌদ্র সেবন, শিশির সম্ভোগ, পূর্ণাহার, পূর্ব্ববায়ু, দধি, তৈল, চর্ব্বী, কটু, তিক্ত, ও ভৃষ্ট দ্রব্য।

সাধারণ নিয়মাবলী।

প্রাতঃকৃত্য।

ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখাদি ধৌত করিবে। ।হার পর মল মূত্র ত্যাগান্তে দন্ত ধাবণ বিধি। প্রত্যহ কোষ্ঠ ঙদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মল মূত্রাদির বেগ ধারণও নিতান্ত

সময়ে নদীর সেতু না বাঁধিয়া, ভরা ভাদ্রে চেষ্টা করিলে কি হইবে? আর্য্য চিকিৎসকগণ ও সময়ে বরং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাই বলি, সতর্ক তখন হওয়া অপেক্ষা, পিত্ত প্রশমনাদি ক্রিয়া বিষয়ে এই সময়ে সাবধান থাকাই শ্রেয়স্কর।

* মেধ্যং সুশীতং পিত্তঘ্নং কাষায়ং বস্ত্র মুচ্যতে।

(১) "জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ প্রায়সো মল সঞ্চয়াৎ।"

দোষজনক। ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তুল্য স্থূল, সবল, গ্রন্থি শূন্য, এবং অক্ষত দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন কর্ত্তব্য। সর্ষপ তৈল, সৈন্ধব লবণ, বা তেজপত্র চূর্ণ দ্বারাও দন্ত পরিষ্কৃত উত্তম হয়। দন্ত কাষ্ঠ বিষয়ে মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌল, কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তের মধ্যে নিম্ব, ও কষায়ের মধ্যে খদির শ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা পৃথক। গুবাক, তাল, হিন্তাল, কেতকী, তেরেট কাষ্ঠ, খর্জ্জুর, নারিকেল এই সপ্ত তৃণ রাজের দন্তন নিতান্ত নিষিদ্ধ।

গলা, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, ও দন্তের পীড়া থাকিলে ও শ্বাস কাশ, নেত্র রোগ, এবং নবজ্বরাদিতে দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন নিষিদ্ধ। জিহ্বা নির্লেখন (জিব ছোলা) দ্বারা জিহ্বার মল পরিষ্কার করিবে। অথবা দন্ত ধাবন যোগ্য কোমল কাষ্ঠ চিঁড়িয়া জিহ্বা পরিষ্কার রাখিবে। এই সকল কার্য্য সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বেই প্রশস্ত।

ব্যায়াম।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন, কর্ম্ম সামর্থ্য, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, দোষক্ষয় ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিয়মিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তির সহজে পীড়া জন্মে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত কালে ও যাহার যেমন বল, তাহার অর্দ্ধেক শক্তিতে (ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত) ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। আহারান্তে, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং তৃষ্ণা, অরুচি, বমন ও ক্লান্তি হইলে এবং শ্বাস, কাশ ও ক্ষত রোগাদিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। এদেশে শীত ও বসন্ত কালই ব্যায়ামের প্রশস্ত সময়। অন্য সময়ে ব্যায়াম করিলে মেহাদি রোগ জন্মে; এত চিকিৎসা

শাস্ত্রের কথা ;—ধর্ম্ম শাস্ত্রে (ইহার গ্রীষ্মাদিকালে ব্যায়ামের) জন্য, প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে।

স্নান।

শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্য রক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। স্নান ক্রিয়াই তাহার উৎকৃষ্ট উপায়। স্নানের পূর্ব্বে স্নেহ দ্রব্য (তৈল) ব্যবহার উত্তম বিধি। স্নান দ্বারা দেহ পবিত্র, বীর্য্য বৃদ্ধি, অগ্নি বৃদ্ধি ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, এবং শ্রম, স্বেদাদি শারীরিক মলনাশ হইয়া থাকে।—সুতরাং মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন হয়। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে নিত্য নিয়মানুসারে এক জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আহারের তিন ঘণ্টা পরে নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। জলে নামিবার পূর্ব্বে মস্তকে জল সেক করা উত্তম নিয়ম। সিক্ত বস্ত্র কদাচ ব্যবহার করিবে না। বলহীন, রুগ্ন ও পারাদোষাদিগ্রস্ত ব্যক্তির লবণ মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। নবজ্বর, কর্ণশূল, উদরাধ্মান (পেটডাকা) অরুচি, ও অজীর্ণ রোগে স্নান নিষিদ্ধ। শরীরের প্রকৃতি অনুসারে সর্ষপ তৈল, তিল তৈল ও নারিকেল তৈল ব্যবহার করিবে।

আহার।

স্মরণ রাখা উচিত, ক্ষুধাশান্তিই আহারের প্রধান উদ্দেশ্য। আপন ক্ষুধা অনুসারে নির্জ্জন নির্ম্মল স্থানে, প্রফুল্ল মনে, পরিষ্কার, টাটকা, পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক দ্রব্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বন পূর্ব্বক ভোজন করিবে। ক্ষুধার সময় জল পান বা

ঋতু-রক্ষা।

শ্রীকেদারনাথ সরকার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

---

১১ নং গোবর্দ্ধন দাসের লেন, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ।

বেঙ্গল এজেন্সি।
কলিকাতা।

১২৯৮।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি আমার যৎসামান্যেই পরিতৃপ্ত,

আমি

তাঁহারই কর-কমলে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

হৃদয়ের সহিত উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীকেদারনাথ সরকার,

ইধারপুর মথুরা,

পাবনা।

বিজ্ঞাপন।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিতে আমাকে বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী, নারী ও নারীদেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কতিপয় পুস্তকের বিশেষ সাহায্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

প্রশংসা পত্র।

প্রিয় কেদার বাবু!

আপনার প্রণীত ঋতু-রক্ষা নামক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। উহা মানব জাতির জীবন রক্ষা ও বংশোন্নতির পক্ষে অতীব হিতকর ও অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ হইবে। অনেকেই এ সমুদয় না জানায় অকাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হন। আমার মতে প্রত্যেক বিবাহিত নরনারীর ইহার এক এক খণ্ড নিকটে রাখা আবশ্যক। * * * *

১২৯৬। ১৭ই চৈত্র
নওগাঁ হাইস্কুল

ভবদীয়
শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন,
সংস্কৃতাধ্যাপক।

তৃষ্ণার সময় আহার করিবে না। নিয়ত এক রস সেবন, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, অতি অধিক বা অতি অল্প মাত্রায় আহার অবিধি। এককালে ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন। গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ মাত্রায় ও লঘুপাক দ্রব্য তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিবে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম না করিয়া, অগ্নি বা রৌদ্র সেবন, দ্রুত গমন বা দ্রুত যানারোহণে গমনাগমন, ইত্যাদি কোন কার্য্যই উত্তম নহে। আহারের পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হওয়া অর্থাৎ দুই হস্ত, দুই পদ ও মুখ ধৌত করা উচিত। আর্দ্রপদে ভোজন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আহারান্তে মুখশুদ্ধি দ্রব্য ব্যবহারে মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হয়।

পান।—পিপাসা না হইলে জল পান করিবে না, পরিশ্রমের পরও জল পান নিষিদ্ধ। অপরিষ্কৃত জল, স্নানে বা আহারে এককালেই পরিত্যাগ করিবে। নির্ম্মল জলের নিতান্ত অভাব হইলে শীতশৃত (জল উষ্ণ করিয়া ঠাণ্ডা করিলে যে জল হয়) জল ব্যবহার করিবে। ধূমপানে অজীর্ণ হয়। মদ্যপান ও বিষপান তুল্য। উষাপানের অশেষ গুণ।

পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদ বিষয়ে আমাদের দেশে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। মূল কথা অপরিষ্কৃত বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, বাহিরের শৈত্য শরীরে লাগান ভাল নহে। গ্রীষ্মকালে কার্পাসের বস্ত্রই আমাদের হিতকারী।

নিদ্রা।

এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েদ্বুধঃ
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সংপাঠং গত মধ্বনি।

সুনিদ্রা স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান অনুকূল। অতি ভোজন,

সাধারণ নিয়মাবলী

...কল্য, অজীর্ণাদি সুনিদ্রার বিঘ্নকারক। প্রত্যহ ...র্ব্বে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া, শুষ্ক ও স্থূলবস্ত্র দ্বারা ...জন করিলে অনেক পরিমাণে সুনিদ্রা হয়। অনাবৃত ...য়ু প্রবাহে, বা সিক্ত স্থানে শয়ন নিষিদ্ধ। ৬ ঘণ্টার ...টার বেশী নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। কফ ও মেদস্বী ...পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি জাগরণ হিতকর। শয়ন-...ন্তে ঈশ্বর স্মরণ করিবে।

সম্পূর্ণ।

হইলে হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণে অথবা মলিন কটা বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া কখন ঘন, কখন পাতলা রূপে নিঃসৃত হইতে থাকে উহা প্রায় সর্ব্বদাই নিঃসৃত হইতে দেখা যায় এবং অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এই পীড়াকে প্রদর বলে।

পীড়ার কারণ।—আহারের অনিয়ম, অত্যধিক সহবাস, সহবাসের পর জল ব্যবহার না করা, স্ত্রী-যোণি সর্ব্বদা অপরিষ্কার রাখা, ঋতুকালে শীতল জল অতিশয় ব্যবহার করা, প্রস্রাবের দ্বার ও প্রস্রাব যন্ত্রের কোনরূপ পীড়া হওয়া প্রভৃতি এই রোগের কারণ; বালিকাগণের পীড়া অধিকাংশ স্থলেই মাতৃশরীর সঞ্জাত।

চিকিৎসা।—এই পীড়া হইলে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, সহবাসের আধিক্য ত্যাগ, কিম্বা সহবাস একেবারে বন্ধ না করিয়া মাসান্তে দুই একবার সহবাস করণ এবং প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, পরিমিতাহার, অল্প পরিশ্রম, ও যোণিদেশ এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ সুন্দর রূপে ধৌত করা আবশ্যক। এই রোগের প্রথমাবস্থায় "পালসিটিলা" ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাদের ঋতু হয় নাই এরূপ বালিকার পক্ষে "পালসিটিলা" সুন্দর ঔষধ। যদি ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সমধিক স্রাব হয়, এবং সেই স্রাব হরিদ্রা ও সবুজ বর্ণ যুক্ত হয়, আর মধ্যে মধ্যে একটুং শীত বোধ হয় তবে "সিপিয়া" ব্যবহার করিবে। অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যমান আছে এরূপ (বালিকার) প্রদরের পক্ষে "ক্যাল কেরিয়া" ব্যবহার কর্ত্তব্য। "চায়না" এবং "সালফর" ও ইহার উত্তম ঔষধ। অভাবে, অশোক মূলের ছাল কিম্বা বেড়েলের ছাল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত

হাতে পান করিতে পারিলেও প্রদর রোগ নষ্ট হইতে পারে।

২। মূর্চ্ছা।—স্ত্রীলোকগণ কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল নভেল উপন্যাসাদি পাঠে মন সর্ব্বদা উত্তেজিত ও অস্থির রাখিয়া যদি অত্যধিক সহবাসে লিপ্ত থাকে, কিম্বা সহবাস একেবারেই বন্ধ রাখে, তাহা হইলে এই পীড়া জন্মে।

এই পীড়া নানা লোকের নানা রূপ হয়। কাহার ২ বুকের ভিতরে একটা গোলাকার পদার্থ উপরে উঠিতে চাহে কাহার কাহার দম বন্ধ হইবার মত হয়। কাহার কাহার ঠিক উন্মত্ততার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—যখন মূর্চ্ছা হইয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে তখন চক্ষে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়াই একমাত্র ঔষধ। এই পীড়া হইলে সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। যাহাতে মন বিচলিত না হইয়া সতত সুস্থা-বস্থায় ও আমোদে থাকে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নান ও ঊষাপান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্নিগ্ধকর লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা প্রয়োজন। সদালাপ ও সৎকার্য্যে মন সংযোগ করা উচিত। দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, এবং সহবাসের আধিক্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। আর সহবাস একে বারে বন্ধ না করিয়া মধ্যে মধ্যে সহবাস করা সুসঙ্গত।

৩। দুর্ব্বলতা।—দুর্ব্বলতা (Chlorosis) ঋতুর পর সহবাস বন্ধ থাকলেই অধিক হওয়ার সম্ভব।

চিকিৎসা।—শরীরের সমস্ত অঙ্গকে নিয়মানুযায়ী পরি-চালিত করিলে, নিয়মিত ভোজন ও স্নানাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিলে এই পীড়া কখনই হইবে না।